পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 314 Thursday, 15 October, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩১৪ সংখ্যা ✱ ২৭ আশ্বিন ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

# ‘ভাতা-নির্ভর নয়, আত্মনির্ভর হব’

## হলদিয়ায় ৬০০০ কোটির প্ল্যান্ট উদ্বোধন করে নতুন শিল্পের রূপরেখা মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ১৪ অক্টোবরঃ** হলদিয়ায় একটি আধুনিক ফেনল প্ল্যান্টের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই মঞ্চ থেকেই তিনি রাজ্যের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়নের এক বিশাল কর্মপরিকল্পনা জনগণের সামনে তুলে ধরেন। তার আগে বলেন, ৬ হাজার কোটি টাকা বিনিযোগ করেছে চ্যাটার্জি গ্রুপ, তবে রাজ্যে আরও শিল্পের বিনিয়োগ হবে আগামী দিনে। আরও ১০ হাজার কোটি টাকা পাইপলাইনে আছে। আত্মনির্ভর ভারতের মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, এতদিন যে পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত, এবার এই নতুন প্ল্যান্টের হাত ধরে সেই নির্ভরতা পুরোপুরি কাটবে। হলদিয়ার শিল্প মানচিত্রকে আরও সমৃদ্ধ করতে একগুচ্ছ বড় বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, হলদিয়া ডেভলপমেন্ট অথরিটির কাছ থেকে ৯৮ একর জমি নিয়ে পেপসি একটি নতুন প্ল্যান্ট তৈরি করবে। পাশাপাশি, আরও ৫০ একর জমিতে মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট বা চিকিৎসাসংক্রান্ত যন্ত্রাংশ তৈরির একটি কারখানা গড়বে অন্য একটি সংস্থা। শুধু তাই নয়, শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গেও তাঁর ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ব্যারাকপুর ও হলদিয়ায় একটি করে নতুন প্লান্ট গড়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে দাবি তাঁর। সেই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, আগামী ২০২৭ সালের মধ্যেই হলদিয়ায় একটি বিশ্বমানের ট্রমা সেন্টার চালু করা হবে। এই মহ উদ্যোগে সাহায্য করছে এইচডিএ, আইওসি এবং কেন্দ্র সরকার। আগামী এক বছরের মধ্যেই হলদিয়ার শিল্পজগতে বড় ধরনের অগ্রগতির দেখা মিলবে বলে আশাবাদী রাজ্য সরকার।

এদিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, চ্যাটার্জি গ্রুপের চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায়, স্বপন দাসগুপ্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন সিং সহ বিশিষ্টজনেরা। এই ফিনাইল প্রকল্পে ৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার জন্য পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি জানান, আরও দশ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ বর্তমানে পাইপলাইনে রয়েছে। পূর্ণেন্দুবাবুকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে বলেন, তিনি যেন বাংলায় একটি অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার তৈরি করেন। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে সবরকমভাবে সাহায্য করবে। বাংলার শিল্পায়নে তাঁর উপদেশ ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁকে বলেছিলেন, ‘বাঙালিরা যদি বাঙালিদের না দেখে তবে কে দেখবে।’ এমনকী নিজের মাও তাঁকে বাংলার জন্য কিছু করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। সেই প্রেরণা নিয়েই তিনি কাজ করছেন। তিনি স্পষ্ট জানান, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী দিনে দশ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি তাঁদের লক্ষ্য। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছে তাঁর প্রস্তাব, ২০৪৭ সালের মধ্যে রাজ্যকে শিল্পে সেরা করার জন্য একটা ‘প্রমিনেন্ট ক্যাপিটাল ফান্ড’-এর ব্যবস্থা করা। অনুষ্ঠান থেকে অতীতের প্রসঙ্গ টেনে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, আগের ৩৪ বছরের বাম জমানার মতো কারখানার গেটে ধর্মঘট ডেকে তালা ঝোলানোর সংস্কৃতি বাংলায় আর ফিরবে না। একই সঙ্গে বিগত পনেরো বছরের তোলাবাজির সংস্কৃতিকেও রাজ্য সরকার কোনও ভাবেই প্রশ্রয় দেবে না। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও সুস্থ কর্মপরিবেশ বজায় রেখে বাংলার শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের চাকা সচল রাখতে মরিয়া বর্তমান প্রশাসন।

## এবার হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি অভিষেকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ** ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে পুলিশি জেরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-কে। তৃণমূল সাংসদকে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে জেরা করা হয়। শেক্সপিয়ার সরণী থানা থেকে বেরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘অবৈধ নির্মাণ নিয়ে কমপ্লেন করলে হবে না।’’ একই ঘটনায় এর আগে ৫ ঘণ্টা জেরা করা হয় অভিষেককে। গত ২৭ আগস্ট অভিষেকের অফিসের বিলবোর্ড সরানো নিয়ে অশান্তির শুরু। পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি, বচসা হয়। পুর কর্মীদের মারধোরের অভিযোগ ওঠে। পুর কর্মীদের সরকারি জিনিসপত্রও চুরির অভিযোগে মামলা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে হামলার ঘটনার প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, ‘‘অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে নয়, উনি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলে নয়, উনি

একজন মহিলা। যেভাবে কাল ঘটনাটি ঘটেছে। আমি কালীঘাট কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলাম যখন এই ঘটনাটি ঘটে, আমি যতটুকু শুনেছি বা সংবাদমাধ্যমে দেখেছি, যেভাবে ছুরি নিয়ে এগিয়ে আসা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় বলেন যে উনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে জেড প্লাস নিরাপত্তা দেন। এই যদি জেড প্লাস নিরাপত্তার নিদর্শন হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ বা নারীদের নিরাপত্তা কোথায়, তা আপনারাই বুঝে নিন।’’ পুরসভার কাজে বাধা দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘পুরো ঘটনাটি ফেসবুক লাইভে হয়েছে। অভিযোগ করলেই তো হল না। আমি একটা অভিযোগ করব, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত হবে। তদন্ত হয়েছে, পুলিশ আমায় ডেকেছে, যা যা প্রশ্ন করেছে, আমি উত্তর দিয়েছি। বাকি আইনি লড়াই লড়া হবে। এই সব নিয়ে আমি হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে যাব।

## দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়া বিমানে পাইলটের ‘হাইজ্যাক’ সংকেত!

**সংবাদ সংস্থা, জয়পুর, ১৪ অক্টোবরঃ** মাঝআকাশে আচমকা হাইজ্যাকের সতর্কবার্তা! হুলস্থুল কাণ্ড এয়ার ইন্ডিয়ার দিল্লিগামী বিমানে। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লি আসছিল বিমানটি, তড়িঘড়ি নামানো হয় জয়পুর বিমানবন্দরে। নিরাপদেই অবতরণ করেছে এআই-২০৩০। তবে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ওই সতর্কবার্তা ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য। তদন্ত শুরু করেছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন বা ডিজিসিএ। প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, এই নিরাপত্তা অভিযানে একসঙ্গে মাঠে নেমেছে সন্ত্রাসদমন শাখা বা অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড, বিমানবন্দর সুরক্ষা সংস্থাসমূহ এবং স্থানীয় দিল্লি পুলিশ। নয়াদিল্লিতে ‘ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড’ এনএসজি কম্যান্ডোদের যেকোনও মুহূর্তের জন্য ‘স্ট্যান্ডবাই’ মোডে রাখা হয়েছে বলে খবর। নিরাপত্তার অংশ হিসেবে শহরের প্রধান ট্রানজিট পয়েন্টগুলিতে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হচ্ছে। বিমানবন্দর ও জনবহুল চত্বরগুলিতে যাতায়াতকারী যাত্রী এবং তাঁদের সমস্ত ধরনের ব্যাগ ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের স্ক্রিনিং চলছে। ডিজিসিএ সূত্রে জানানো হয়েছে, বিমানটি যখন মাঝআকাশে, ঠিক তখনই আমদাবাদ এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের (এটিসি) র‍্যাডারে ধরা পড়ে একটি বিশেষ বার্তা। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের

জন্য বিমানের পাইলট সম্প্রচার করেছিলেন ‘স্কোয়াক-৭৫০০’ কোড। বিমান পরিবহণের পরিভাষায় এই কোডটির অর্থ অত্যন্ত সাংঘাতিক। মাঝআকাশে বিমান অপহরণ বা হাইজ্যাক হলে কিংবা বিমানের নিয়ন্ত্রণ বেআইনিভাবে কারও দখলে চলে গেলে পাইলটরা এই বিশেষ কোড ব্যবহার করেন। আমদাবাদ এটিসি-তে এই সংকেত পৌঁছতেই নড়েচড়ে বসে দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। বিন্দুমাত্র ঝুঁকি না নিয়ে দিল্লিগামী ওই বিমানটির রুট বদলে ফেলা হয়। নির্দেশ দেওয়া হয় জয়পুরে জরুরি অবতরণের। সেই মতো নিরাপদেই জয়পুরের রানওয়ে ছোঁয় বিমানটি। সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট নাগাদ সেটিকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হয় বিমানবন্দরের ‘আইসোলেশন বে’-তে। সাধারণত নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে বিমানকে এই আইসোলেশন বে-তে রাখা হয়। জয়পুরে মূল টার্মিনাল ও অন্যান্য বিমান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখে চলে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির চিরুনি তল্লাশি। পাইলট কেন কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওই হাইজ্যাক কোড পাঠিয়েছিলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। সত্যিই কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা, নাকি যান্ত্রিক ত্রুটি বা ভুলবশত ওই সংকেত গিয়েছে-সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। গোটা ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি এয়ার ইন্ডিয়া।

## যাদবপুর, এসআরএফটিআই-এর পর প্রেসিডেন্সি
# তুমুল বিক্ষোভ দেখাল এবিভিপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ** সাম্প্রতিককালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর এসআরএফটিআই-এ অশান্তির অভিযোগ উঠেছিল। আর এবার প্রেসিডেন্সি। এবিভিপি-র পোস্টার বিকৃতির অভিযোগ বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরেই বিক্ষোভকারীদের আটকে দিল পুলিশ। এ দিন দুপুর নাগাদ প্রেসিডেন্সির গেটের বাইরে জমায়েত করেন এবিভিপি-র সদস্যরা। ভারতের পতাকার পাশাপাশি সংগঠনের পতাকা নিয়েও বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

পুলিশের ব্যারিকেড নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতেও দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। ওঠে স্লোগান। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বিবেকানন্দে ছবি দেওয়া একটি পোস্টার তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে টাঙিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সিতেও তারা এই ক্যাম্পেন করেন। এবিভিপি-র পোস্টারটির উপর বেশ কিছু শব্দ লেখা রয়েছে যা বিকৃতি করা হয়েছে এই পোস্টারটায়। এই নিয়েই মূলত অশান্তি শুরু হয়েছে। যদিও, তারা ক্যাম্পাসের ভিতর ঢুকতে পারেননি। স্বামীজির ছবি বিদ্যার্থী পরিষদ ক্যাম্পাসের ভিতর লাগিয়েছিল। সেই ছবিতে ওরা স্বামীজিকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করেছে। যাঁরা স্বামীজিকে অপমান করছে, তাঁরা বাংলা ও বাঙালিকে অপমান করছে। পুজোর সময় এই ঘটনা কেউ ভাবতে পারেনি। এর অর্থ হল বাংলা বাঙালিকে অপমান। স্বামীজির মাটিতে মাও-মাকু বামপন্থীদের জায়গা নেই। এরাই এক সময় স্বামীজিকে ভন্ড সন্ন্যাসী বলেছিল। যাঁরা এই কাজ ক্যাম্পাসে ঢুকে করেছে তাঁদের আমরা সচেতন করছি, আগামী দিনে এমন ঘটনা ফের করলে বিদ্যার্থী পরিষদ তাদের ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেবে। আগামীতে এদের বাংলাপ মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। কলকাতার এসআরএফটিআই-র মূল

● এরপর ৬ পাতায়...

## রেলকর্মীদের ৭৮ দিনের বোনাস!

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবরঃ** উৎসবের মরশুমে রেলের কর্মীদের জন্য দারুণ সুখবর। বোনাস ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। ১১.৪০ লক্ষেরও বেশি রেলের কর্মীদের ৭৮ দিনের বোনাস দেওয়া হবে। ক্যাবিনেট বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল কর্মীদের বোনাস দেওয়ার জন্য মোট ২০০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আজ, ১৪ অক্টোবর কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রেলকর্মীদের বোনাসের ঘোষণা করেন। দিপাবলীর উপহার হিসাবে এই বোনাস দেওয়া হবে। প্রোডাক্টিভিটি লিঙ্কড বোনাস হিসাবে এই অর্থ দেওয়া হবে। ভারতীয় রেলওয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই বার্ষিক বোনাস বৈধ নন-গেজেটেড রেলকর্মীদের দেওয়া হবে। বর্তমানে বোনাসের অঙ্ক হল ১৭ হাজার ৯৫১ টাকা। ৭০০০ টাকা ওয়েজ সিলিং বা বেতন সীমার ভিত্তিতে এই হিসাব করা হয়েছে। ৭৮ দিনের হিসাবে ১৭ হাজার ৯৫১ টাকা দেওয়া হবে। ২০১৪-১৫ সাল থেকেই এই সীমা অপরিবর্তিত রয়েছে। সম্প্রতিই ভারতীয় রেলওয়ের সুপারভাইজরস অ্যাসোসিয়েশন লেভেল-২ ও তার উপরে শ্রেণির কর্মীদের জন্য বোনাস সিলিং ১৮ হাজার টাকার বেশি করার দাবি করা হয়েছে। ১৮ হাজার টাকার সিলিংয়ে বার্ষিক বোনাস ৪৬ হাজার ১৮৪ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এদিকে, কদিন আগেই একটি ভুয়ো বিজ্ঞপ্তি ভাইরাল হয়েছিল, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ৭৮ দিনের বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে। ওই ভুয়ো বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়েছিল যে ৪১ হাজার ১৪৯ টাকা বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে। রেলের তরফে এই ধরনের ভুয়ো বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্বাস করতে বারণ করা হয়েছে।

### পুরভোট মামলা

## সমস্যা মেটাতে আগের সংরক্ষিত ইভিএমের তথ্য মোছার নির্দেশ হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ** পুরভোট আয়োজনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের যে আইনি জট তৈরি হয়েছিল, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তা অনেকটাই কাটল। কলকাতা পুরসভার নির্দিষ্ট ৩টি ওয়ার্ড এবং কাঁথি পুরসভার ইভিএম ছাড়া, বিগত বিভিন্ন নির্বাচনে ব্যবহৃত ও সংরক্ষিত বাকি সমস্ত ইভিএমের জমে থাকা পুরনো তথ্য অবিলম্বে মুছে ফেলার স্পষ্ট দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের বেঞ্চ। ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত এই মামলায় আগেই কমিশন আদালতে জানিয়েছিল যে, আগের একাধিক নির্বাচনের ইভিএম এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। বুধবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারা নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন করাতে প্রস্তুত। সেই প্রেক্ষিতেই আদালত কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে মেশিনের সমস্যা মেটাতে আগের সংরক্ষিত ডাটা মুছে ফেলতে হবে। গত সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় নির্বাচন কমিশনের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানতে চেয়েছিল, ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট মেশিনগুলি থেকে সংগৃহীত বা পোলিং ডেটা আলাদা করে হার্ড ডিস্কে সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব কি না এবং আইনগতভাবে তা করা যায় কি না। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় যে সাতটি পুরসভায় ভোট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল - কলকাতা, হাওড়া, বালি, হলদিয়া, ধূপগুড়ি, কালিম্পং এবং কার্শিয়ং। এই সবক’টি পুরসভা মিলিয়ে মোট ৬,৩০১টি বুথে ভোট নেওয়া হবে। প্রশাসনিক তোড়জোড় ইতিধ্যেই

● এরপর ৬ পাতায়...

## পুজোর আগেই বাড়িয়ে দেওয়া হল টাকা, বড় ঘোষণা সরকারের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ** দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যের আংশিক সময়ের কর্মবন্ধুদের জন্য সুখবর। তাঁদের মাসিক পারিশ্রমিক ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অর্থাৎ, এক ধাক্কায় মাসে ৩ হাজার টাকা পারিশ্রমিক বাড়ল কর্মবন্ধুদের। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। আগামী ১ অক্টোবর থেকে বর্ধিত পারিশ্রমিক কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্যের অর্থ দফতরের অডিট শাখার তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই পারিশ্রমিক বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এর আগে ২০২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে আংশিক সময়ের কর্মবন্ধুদের মাসিক পারিশ্রমিক বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছিল। এবার সেই অঙ্ক আরও ৩ হাজার টাকা বাড়িয়ে ৮ হাজার টাকা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত আংশিক সময়ের কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা চলছিল। সেই আবহে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত কর্মবন্ধুদের আর্থিক দিক থেকে কিছুটা স্বস্তি দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশেষত, উৎসবের মরশুমে এই পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত তাঁদের কাছে বাড়তি পাওনা। তবে বর্ধিত পারিশ্রমিকের পাশাপাশি অন্য কোনও ভাতা দেওয়া হবে না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে। ফলে মাসিক ৮ হাজার টাকাই হবে তাঁদের নির্ধারিত পারিশ্রমিক।

## যখন তখন আন্দোলনের কৌশল রাহুলের, মোকাবিলায় ২০ অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লিতে অতিরিক্ত ২৭ হাজার আধাসেনা

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবরঃ** দুর্গাপুজো, নবরাত্রি, দশেরাসহ একাধিক উৎসবের কারণে জ্ঞানেশ কুমার ইস্যুতে চলমান সরকার বিরোধী আন্দোলন ধীরে ধীরে দিল্লি থেকে রাজ্যগুলিতে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। উৎসবের দিনগুলি সকলেই যাতে পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পারে সেজন্য যে যার রাজ্যে ফিরে যাবেন।

যদিও রাজ্যস্তরে আন্দোলন জারি রাখার পরিকল্পনা করেছে বিরোধীদল এবং সিজেপি সহ বিভিন্ন সংগঠন। তবে এজন্য রাজধানীর নিরাপত্তা শিথিল করছে না দিল্লি পুলিশ। রাজধানীর পুলিশের তরফে অতিরিক্ত ২৭ হাজার আধা সেনা উৎসবের দিনগুলিতে মোতায়েন রাখার আর্জি জানানো হয়েছিল। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আর্জি মঞ্জুর করেছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির আন্দোলন সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা জানার পর দিল্লি পুলিশ নিরাপত্তার কড়াকড়ি বহাল রাখা সিদ্ধান্ত নেয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে রাহুল গান্ধির বাসভবনে বিরোধী নেতাদের চা চক্রে লোকসভার বিরোধী দলনেতা পরামর্শ দেন উৎসবের দিনগুলি যে যার রাজ্যে আন্দোলন জারি রাখুন। সেই সঙ্গে নেতাদের তিনি পরামর্শ দিয়েছেন প্রয়োজনের দ্রুততম সময়ের মধ্যে রাজধানীতে পৌঁছনোর জন্য

● এরপর ৬ পাতায়...

## প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের গাড়ির ধাক্কায় মৃত ২, গাড়ি সোজা নেমে গেল পুকুরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, সন্দেশখালি, ১৪ অক্টোবরঃ** প্রাক্তন বিধায়কের গাড়ির ধাক্কায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। টোটোর সঙ্গে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে দুই টোটো যাত্রীর। আহত হয়েছেন আরও দুজন। শুধু তাই নয়, ঘাতক স্করপিও গাড়িটি সোজা ছিটকে পড়ে যায় পুকুরে। এটি সন্দেশখালির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর গাড়ি বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বাসন্তী হাইওয়ের বয়ারমারি এলাকায়। সেখানে যথেষ্ট চওড়া রাস্তা আছে বলেই জানা গিয়েছে। তারপরও কীভাবে টোটোর সঙ্গে স্করপিও-র ধাক্কা গেলে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে ওই গাড়িতে ছিলেন না প্রাক্তন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। শিক্ষকতার কাজে স্কুলে ছিলেন তিনি। ডাক্তার দেখাতে যাবেন বলে চালককে গাড়ি নিয়ে স্কুলে যেতে বলেছিলেন। সেই গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় ন্যাজাট থানার রাজবাড়ি আউটপোস্টের পুলিশ আধিকারিকরা। এই বিষয়ে সুকুমার মাহাতোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘‘আমি স্কুলে ছিলাম। হাসপাতালে যাব বলে গাড়ি নিয়ে আসতে বলি। দুটো টোটো রেষারেষি করছিল, সেই সময় এই ঘটনা ঘটেছে। অ্যাক্সিডেন্ট হলে তো আমাদের কিছু করার থাকে না। তবে মৃতদের পরিবারের পাশে আছি। লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।’’ ওই গাড়ির চালকের কী অবস্থা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃত টোটো যাত্রীদের দেহ উদ্ধার করে মিনাখাঁ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। তাঁদের ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে, এটা কি নিছকই দুর্ঘটনা? গাড়ির কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল? নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। বিজেপি বিধায়ক সন সর্দার জানিয়েছেন, গাড়ির গতি বেশি থাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। টোটোতে থাকা দুই যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আরও দুই যাত্রীকে গুরুতর আহত অবস্থায় কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক।

# পুলিশের ‘মারে’ কানের পর্দা ফেটেছে এক ছাত্রীর!

## কথা বললেন রাহুলের সঙ্গে, ‘ভালবাসার লাঠি’ বাজালেন প্রতিবাদী

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবরঃ** জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা ও বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জেরে ধৃত ছাত্র-যুব কংগ্রেস কর্মীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধি দাবি করেন, মঙ্গলবার দিল্লি পুলিশের মারধরের জেরে কেরলের এক ছাত্রী একটি কানে শোনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। প্রতিবাদী তরুণীদের ওপর এই ধরনের অমানবিক আচরণ ও নৃশংসতার ঘটনায় রাজধানীতে নতুন করে রাজনৈতিক শোরগোল শুরু হয়েছে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধির পাশে উপস্থিত ছিলেন পুলিশি নির্যাতনের শিকার হওয়া বেশ কয়েকজন কংগ্রেস ও এনএসইউআই কর্মী। সেখানেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কেরলমের আথিরা তাঁর ওপর চলা পুলিশি নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন। রাহুল গান্ধি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘‘কেরলমের আথিরা পুলিশের মারধরের ফলে একটি কানে শুনতে পাচ্ছে না। বাসে তোলার পর তাঁকে সজোরে আঘাত করা হয়, এর

ফলে তাঁর শ্রবণশক্তি চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে। এর আগে আমি এক যুবকের কথা বলেছিলাম যাঁকে অন্ধ করে দেওয়া হয়, আর আজ এই মেয়েটি একটি কানে বধির হয়ে গেল।’’ সংবাদমাধ্যমের সামনে আথিরা জানান, মঙ্গলবার বিক্ষোভের সময় তাঁদের যখন আটক করা হয়, সেই বাসে কোনও মহিলা পুলিশকর্মী উপস্থিত ছিলেন না। নিয়ম অনুযায়ী মহিলা কনস্টেবল ছাড়া মহিলাদের আটক করা যায় না, তাই তিনি এর প্রতিবাদ করেছিলেন এবং মহিলা পুলিশ কোথায়, তা জানতে চেয়েছিলেন। আথিরার অভিযোগ, এরপরেই বাসটি কনট প্লেস থানার সামনে গিয়ে থামে। সেখানে পুলিশ কর্মীরা তাঁর মুখে ও মাথায় বারবার আঘাত করেন। তাঁর কথায়, ‘‘পুলিশের বেধড়ক মারধরের ফলেই আমার চোখে গুরুতর আঘাত লেগেছে এবং কানের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে।’’ শুধু আথিরাই নন, এদিনের বৈঠকে এনএসইউআই-এর এক মহিলা কর্মীও দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে একই রকম গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তাঁকে ‘আমাদের শেরনি’ বলে সম্বোধন করে রাহুল গান্ধি জানান, প্রবল মারধর করা সত্ত্বেও ওই তরুণীর মনোবল ভাঙেনি। ওই যুবতী অভিযোগ করেন, চঞ্চল যাদব নামের এক মহিলা কনস্টেবল তাঁকে ঘা। ধরে বাসের সিটে ফেলে দেন। প্রতিবাদ করায় নখ দিয়ে তাঁর মুখ ও কানের পাশে আঁচড়ে দেওয়া হয় এবং সজোরে চড় মারা হয়। এখানেই না থেমে, থানার ভিতরেও তাঁর উপর অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের

● এরপর ৬ পাতায়...

## স্বচ্ছ প্রশাসন, রাজস্ব আদায়ে শৃঙ্খলা এটাই সরকারের অঙ্গীকারঃমুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর ঃ স্বচ্ছ প্রশাসন, রাজস্ব আদায়ে শৃঙ্খলা এটাই রাজ্য সরকারের অঙ্গীকার বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সকালে নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে মা ব্রহ্মচারিনীর চরণে প্রণাম জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, মা সকলের জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুন।এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বীরভূম জেলা প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, গত রবিবার, নবরাত্রির প্রথম দিনেই, পাথরের ডিসিআর থেকে সর্বমোট ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে, যা এক দিনে আদায়ের সর্বকালীন রেকর্ড। তিনি জানান, গত বছর আগের সরকারের আমলে পুরো অক্টোবর মাসে এই ক্ষেত্রে আদায় হয়েছিল মাত্র ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। চলতি অক্টোবরের প্রথম ১১ দিনেই আদায় হয়েছে ৩২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। পাথরের রাজস্ব থেকে মাসে ১০০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী।

## পালামৌর ৩৭টি স্থানে তল্লাশি অভিযান, বাজেয়াপ্ত ১০টি বাইক

পালামৌ, ১৪ অক্টোবর ঃ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অবৈধ অস্ত্র ও মাদক পাচারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলো ঝা।খণ্ডের পালামৌ পুলিশ। এই অভিযানের অংশ হিসেবে বুধবার নিয়মভঙ্গের অভিযোগে ১০টি বাইক বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ ।বুধবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ৩৭টি জায়গায় মোট ১৫৩৮টি যানবাহন পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ১০০২টি বাইক এবং ৫৩৮টি গাড়ি । মূলত এলাকার অবৈধ কার্যকলাপে লাগাম টানা এবং সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই এই ধরনের কঠোর অভিযান চালানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক নিয়ম বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলার এবং গা।ি চালানোর সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঙ্গে রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে এদিন । বাইক চালানোর সময় হেলমেট প।। এবং গাড়ির ক্ষেত্রে সিটবেল্ট ব্যবহার করা, মত্ত অবস্থায় গাড়ি না চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।পুলিশের বিভিন্ন দল প্রধান রাস্তাঘাট ও নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে গাড়ি থামিয়ে তাদের নথিপত্র, নম্বর প্লেট এবং ট্রাফিক নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে। এই অভিযানের সময় বিনা নম্বর প্লেট এবং ফেন্সি নম্বর প্লেট, ব্ল্যাক ফিল্ম, বেআইনিভাবে মডিফাই করা গাড়ি, নেম বোর্ড ও অতিরিক্ত লাইটের ব্যবহার, হেলমেট ও সিটবেল্ট না পরা, মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো এবং ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের পাশাপাশি সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও যানবাহনের ওপর নজর রাখা হয় বলে জানি।

## বাহরাইচে যুবকের রহস্যমৃত্যু

বাহরাইচ, ১৪ অক্টোবরঃ উত্তর প্রদেশের বাহরাইচে উদ্ধার হয়েছে এক যুবকের মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে মাটেরা থানার অন্তর্গত এলাকায়। পিপরহওয়া খালে বস্তাবন্দি অবস্থায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে ছ।য়েছে চাঞ্চল্য । বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম আকাশ কসৌধন (৩০)। সে বস্তি জেলার রুদৌলী থানা এলাকার গন্ধরিয়া বুজুর্গ গ্রামের বাসিংদা। মুম্বইয়ে সে শ্রমিকের কাজ করত।বুধবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ১১ অক্টোবর শঙ্করপুর এলাকার পিপরহওয়া খালে একটি বস্তার ভেতর এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহের পরিচয় না মেলায় পুলিশ তার ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং আশেপাশের জেলাগুলিতে ছ।য়ে দেয়। আশঙ্কা করা হচ্ছিল , যুবকটিকে খুন করে বস্তাবন্দি অবস্থায় খালে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত ছবিগুলোর ভিত্তিতে মৃত যুবকের পরিবারের সদস্যরা বাহরাইচে পৌঁছন এবং আকাশ কসৌধন হিসেবে তাকে শনাক্ত করে

**ঘোষণা**

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# ভারত-আসিয়ান প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় যৌথ গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে জোর রাজনাথের

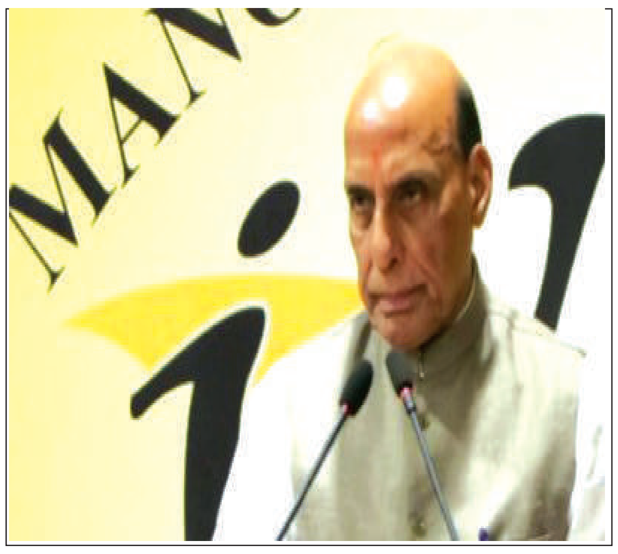

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর ঃ সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সাইবার হামলা মোকাবিলা, নতুন প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উপাদনের মতো ক্ষেত্রে ভারত ও আসিয়ানভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যৌথ গবেষণা ও সহযোগিতা বাড়ানোর প্রস্তাব দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর মতে, আলোচনার পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু প্রকল্প হাতে নিয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন।বুধবার নতুন দিল্লিতে আসিয়ান-ভারত প্রতিরক্ষা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ফোরামে রাজনাথ বলেন, ভারত ও আসিয়ানের মধ্যে সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সাইবার হুমকি, উদীয়মান প্রযুক্তি, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা নিয়ে একটি যৌথ গবেষণা কর্মসূচি তৈরি করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে দুই পক্ষের মধ্যে গবেষণার সমন্বয় বাড়বে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।প্রতিরক্ষামন্ত্রী গবেষকদের মধ্যে নিয়মিত আদানপ্রদানের উপরেও জোর দেন। বিশেষ করে তরুণ গবেষকদের ফেলোশিপ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ এবং যৌথ গবেষণাপত্র প্রকাশের মাধ্যমে একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সুযোগ তৈরি করার প্রস্তাব দেন তিনি।রাজনাথ বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রকল্প বেছে নেওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে সামুদ্রিক বিপর্যয় মোকাবিলায় মহড়া, ড্রোনবিরোধী প্রযুক্তি নিয়ে যৌথ গবেষণা এবং সমুদ্রে নিরাপদে তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো উদ্যোগ থাকতে পারে।সরকারি পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক বৈঠকের বাইরেও গবেষক, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার উপর জোর দেন তিনি। এ জন্য ' ট্র্যাক ১.৫' ও 'ট্র্যাক ২' পর্যায়ের আলোচনাকে আরও সক্রিয় করার প্রস্তাব দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।রাজনাথের কথায়, ভারত এমন একটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তুলতে চায়, যেখানে বড় ও ছোট-সব দেশই নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া, স্বার্থ রক্ষা করা এবং শান্তিপূর্ণভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। এই ফোরামের আলোচনা যেন বাস্তব সহযোগিতা, যৌথ গবেষণা এবং মানুষের নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার উন্নতিতে কার্যকর সমাধানের পথ তৈরি করে, সেই আহ্বান জানান তিনি।

## জয়পুরে জরুরি অবতরণ ফ্রাঙ্কফুর্ট-দিল্লি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের, নিরাপদ ২৫০ যাত্রী

জয়পুর, ১৪ অক্টোবর ঃ বোমাতঙ্ক এবং হাইজ্যাক সংক্রান্ত সতর্কতার খবরের পর ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানের জরুরি অবতরণ করানো হল জয়পুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। বুধবার সকালে অবতরণের পর বিমানে থাকা ২৫০ জন যাত্রী নিরাপদে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বিমান ও যাত্রীদের জিনিসপত্র তল্লাশি শুরু করেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি।প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার বিমানটি ১৩ অক্টোবর রাত প্রায় ৯টা ৪৫ মিনিটে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়। বুধবার সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে বিমানটির দিল্লিতে পৌঁছনোর কথা ছিল। কিন্তু উড়ানের সময় ভারতীয় আকাশসীমার কাছে বোমার হুমকির খবর সামনে আসে। এরই মধ্যে সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ আহমেদাবাদ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্কোয়াক-৭৫০০ কোডের সংকেত পায়। বিমান ছিনতাইয়ের পরিস্থিতিতে এই কোড ব্যবহার করা হয়। তবে কী কারণে ওই সংকেত পাওয়া গিয়েছিল, তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।এরপর নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য জয়পুর এটিসিকে জানানো হয়। সকাল প্রায় ৯টা ১০ মিনিটে বিমানটির গতিপথ পরিবর্তন করে জয়পুরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। সকাল প্রায় ৯টা ৪৫ মিনিটে বিমানটি নিরাপদে জয়পুর বিমানবন্দরে অবতরণ করে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির নজরদারিতে যাত্রীদের বিমান থেকে নামিয়ে টার্মিনালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বিমান এবং যাত্রীদের মালপত্র পরীক্ষা শুরু হয়। এখনও পর্যন্ত কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া গিয়েছে কি না, সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।সূত্রের খবর, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। দিল্লিতে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী (এনএসজি)-র কমান্ডো দলকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলটির জয়পুরে পৌঁছনোর সম্ভাবনার কথাও জানা গিয়েছে। বোমার হুমকি এবং হাইজ্যাক সংক্রান্ত সংকেতের উৎস ও প্রকৃত

## সৃজনশীলতা ও নতুন ভাবনার পাশাপাশি নিজেদের পরম্পরা ও সংস্কৃতিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে, পুজো উদ্বোধনে এসে অশুভ শক্তির বিনাশ ও সমাজের অন্ধকার দূর করার বার্তা বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের

হাওড়া,১৪অক্টোবরঃসৃজনশীলতা ও নতুন ভাবনার পাশাপাশি নিজেদের পরম্পরা ও সংস্কৃতিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। পুজো উদ্বোধনে এসে অশুভ শক্তির বিনাশ ও সমাজের অন্ধকার দূর করার বার্তা বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের। সোমবার সন্ধ্যায় হাওড়ার এক পুজো উদ্বোধনে এসে তিনি বলেন, মা এসেছেন অশুভ শক্তির সঙ্গে কীভাবে লড়াই করতে হয়, তা আবার মনে করিয়ে দিতে। আমাদের অন্তরের অন্ধকার, সমাজে যারা অন্ধকার তৈরি করছে, সেই অন্ধকার দূর না করলে বাড়ির ছোট ছোট লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতীদের হাসিমুখে রাখা সম্ভব নয়। মহাপুজোর দ্বিতীয়ায় গত সোমবার সন্ধ্যায় হাওড়ার ইছাপুর শিয়ালডাঙায় এ পি জি মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন তিনি। এবছর পুজো কমিটির ভাবনা ' পুজা মণ্ডপ ও প্রতিমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, দেবী দুর্গার আগমন শুধু উৎসবের আনন্দ নিয়ে আসে না, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এবং নিজেদের ভুল শুধরে নেওয়ার বার্তাও দেয়। তাঁর কথায়, সমাজের অন্ধকার দূর করার পাশাপাশি প্রত্যেককে নিজের মনের ভিতরে থাকা অন্যায় ও অশুভ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে। সেই সঙ্গে বাঙালির দুর্গাপুজোর ইতিহাস ও সনাতন ধর্মের পরম্পরা সম্পর্কে সচেতন থাকার বার্তাও দেন তিনি। রুদ্রনীল বলেন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের হাত ধরেই শরকালে দেবী দুর্গার অকালবোধনের প্রচলন হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, এই ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তাই ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে মন্তব্য করার আহ্বান জানান তিনি। বিধায়কের বক্তব্য, সৃজনশীলতা ও নতুন ভাবনার পাশাপাশি নিজেদের পরম্পরা ও সংস্কৃতিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের উচিত নিজেদের ভুল, পাপ ও অন্যায়ের জন্য মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেকে শুধরে নেওয়ার অঙ্গীকার করা। সমাজে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য অশুভ শক্তির বিনাশ কামনা করে সকলকে একসঙ্গে ভালো থাকার বার্তাও দেন তিনি। এদিনের পুজোর ভাবনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এপিজি মেমোরিয়াল পুজো কমিটির কর্ণধার তথা চেয়ারম্যান সন্দীপ মাল বলেন, শরকালের দুর্গাপুজোই আজ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু এই সময়ে দুর্গাপুজোর প্রচলনের সঙ্গে অকালবোধনের যে ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে, তা নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানে না। রাবণ বধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গারাধনা এবং ১০৮টি নীলপদ্মের কাহিনি বাঙালির পুজোর ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এবারের ভাবনা ' পুজোকে কেন্দ্র করে দর্শনার্থীদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ থাকবে বলেও আশাপ্রকাশ করেন সন্দীপ মাল। তাঁর কথায়, ভ আউট, ভরসা ইন। মানুষ আগেও পুজো দেখতে বেরোতেন। তবে এবছর তাঁদের মনে আলাদা ভরসা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা থাকবে। এপিজি ক্লাবে আরও বেশি মানুষের ঢল নামবে বলে আমরা আশাবাদী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুজো কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে ' পুজার মধ্য দিয়ে একদিকে দেবী দুর্গার আরাধনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য, অন্যদিকে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ও সমাজের অন্ধকার দূর করার বার্তা তুলে ধরল ইছাপুর শিয়ালডাঙার এপিজি মেমোরিয়াল অ্যাসো সিয়েশনের দুর্গোৎসব।

# জাতীয় শিক্ষানীতির ছয় বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনায় ত্রিপুরা এডুকেশন কনক্লেভ

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর বাস্তবায়নে ত্রিপুরা রাজ্য কতটা এগিয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে কী কী সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং কোথায় কোথায় রয়ে গিয়েছে ঘাটতি-এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার লক্ষ্যে আগামী ১৩ ও ১৪ অক্টোবর আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দুই দিনব্যাপী 'জাতীয় এডুকেশন কনক্লেভ-২০২৬'। বিদ্যা ভারতী শিক্ষা সমিতির ত্রিপুরা শাখা এবং মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই শিক্ষা সম্মেলনে জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন, বর্তমান অগ্রগতি এবং আগামী পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যা ভারতী শিক্ষা সমিতির ত্রিপুরা শাখার পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রভাব পর্যালোচনা করার পাশাপাশি বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, ২০২০ সালে দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পর ইতিমধ্যে ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরায় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে এবং নীতির সুফল শিক্ষার্থীদের কাছে কতটা পৌঁছেছে, তা সম্মেলনে আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠবে।আগামী ১৩ অক্টোবর সকাল ১১টায় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যা ভারতীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংগঠনমন্ত্রী ডঃ পবন তিওয়ারি।সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরায় জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের বর্তমান পরিস্থিতি, এখনও পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি এবং আগামী পাঁচ বছরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। বিশেষ করে বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এ যাবকালের সাফল্য পর্যালোচনা, বাস্তবায়নের পথে থাকা বিভিন্ন সমস্যা ও ঘাটতি চিহ্নিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।আয়োজকদের লক্ষ্য, ২০৩০ সালকে সামনে রেখে আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি সুস্পষ্ট রোড ম্যাপ বা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা। এর মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন, তা নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি, শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে কার্যকর সংযোগ গড়ে তোলার বিষয়েও আলোচনা হবে।এই শিক্ষা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরবেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। আলোচনায় অংশ নিতে বহিঃরাজ্য থেকে পাঁচজন রিসোর্স পার্সন উপস্থিত থাকবেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আয়োজকরা। ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে সম্মেলনের সমাপন অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন অরিন্দম লোধ, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ফরেনসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের।জাতীয় শিক্ষানীতির ছয় বছরের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে ত্রিপুরার শিক্ষাক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ নির্ধারণের এই উদ্যোগকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। দুই দিনের এই সম্মেলনে আলোচনার মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান চিত্র উঠে আসার পাশাপাশি আগামী দিনের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নতুন দিশা মিলবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

## বিকাশের মন্তব্যের পাল্টা দিলীপ, ' আরএসএস নিয়ে ওঁর সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই'

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর ঃ আরএসএসকে ঘিরে সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার সকালে নিউটাউনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে, আরএসএস গুণ্ডাবাহিনী তৈরি করছে বলে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সিপিএমকেই পাল্টা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করান দিলীপ। তাঁর বক্তব্য, আরএসএস কী করছে, তা গোটা দুনিয়া জানে। একইভাবে সিপিএম কী করছে, তা-ও মানুষের অজানা নয়। এই প্রসঙ্গেই সিপিএমের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে কটাক্ষ করেন তিনি। দিলীপ ঘোষ বলেন, ওরা কেন আরএসএসকে আটকাননি? চেষ্টা করেছেন কি? আটকাতে পেরেছেন কি? আরএসএস কী করছে, গোটা দুনিয়া জানে। আর সিপিএম কী করছে, সেটাও লোকে জানে। তাই সিপিএম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তাই ওঁর সার্টিফিকেট আমাদের লাগবে না। আরএসএসের ভূমিকা নিয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে আরএসএসের কার্যকলাপ নিয়ে সিপিএম নেতার সমালোচনা, অন্যদিকে সেই বক্তব্যের জবাবে সিপিএমের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ-দুই শিবিরের বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। আরএসএসের ভূমিকা নিয়ে দুই রাজনৈতিক নেতার এই পরস্পরবিরোধী অবস্থান রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের আবহ তৈরি করেছে।

## সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের হস্তক্ষেপ জরুরিঃপ্রধান বিচারপতি

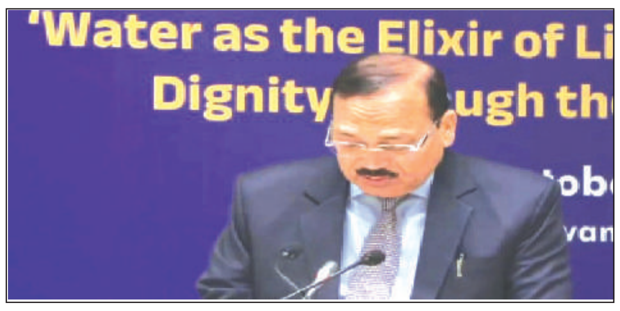


নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর ঃ সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে দেশের আদালতগুলিকে অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে-সোমবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই স্পষ্ট বার্তা দিলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। মানবাধিকার ও সবার জন্য নিরাপদ জল সুনিশ্চিত করার ওপর আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি মানবাধিকার কমিশন ও বিচারব্যবস্থার সমন্বয়ের ওপর জোর দেন।প্রধান বিচারপতি বলেন, নাগরিকদের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে বিচারব্যবস্থার হস্তক্ষেপ করা অপরিহার্য। পাশাপাশি তিনি মানবাধিকার কমিশনগুলির দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে উল্লেখ করেন, কমিশনের উচিত যে কোনও অভিযোগকে গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা, প্রশাসনিক বা পরিকাঠামোগত ব্যর্থতা চিহ্নিত করা এবং প্রতিকারের পথ দেখানো। তিনি আরও যোগ করেন, সমাজের অনেক সমস্যা বা মানুষের অধিকার হরণের বিষয় প্রায়শই লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায়। সেই সব অদৃশ্য ও উপেক্ষিত বিষয়গুলি যাতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নজর এবং সমাধান পায়, তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## পোপ চতুর্দশ লিও-র সফল অস্ত্রোপচার, দ্রুত আরোগ্য কামনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পোপ চতুর্দশ লিও-র সফল অস্ত্রোপচারের খবরে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর দ্রুত ও সম্পূর্ণ আরোগ্য এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার সমাজ মাধ্যম এক্স-এ নিজের বার্তায় জানান, পোপ লিও চতুর্দশের গত রাতের অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে জেনে তিনি আনন্দিত। তিনি পোপের দ্রুত সম্পূর্ণ সুস্থতা ও দীর্ঘস্থায়ী সুস্বাস্থ্যের জন্য শুভকামনা জানান।উল্লেখ্য, পোপ চতুর্দশ লিও-র আসল নাম রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভস্ট। ১৯৫৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগোয় তাঁর জন্ম। তিনি ভিলানোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে দর্শনশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৮২ সালের ১৯ জুন তাঁকে যাজক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চের ২৬৭-তম পোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী প্রথম পোপ।

## অক্টোপাসের থিমে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা, কুলতলির পুজোয় এবার অভিনব ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলিঃদেবীপক্ষ চলছে।চলছে পুজোর শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি।আর দুর্গাপুজো মানেই নতুন ভাবনা, অভিনব মণ্ডপ আর দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করার নানা আয়োজন। তবে শুধু মণ্ডপের সৌন্দর্য নয়, তার মধ্য দিয়ে পরিবেশ রক্ষার বার্তা তুলে ধরতেও উদ্যোগী হয়েছে এবার কুলতলির ট্যাংরাবিচি তিন পল্লী সাথী সংঘ। এবছর তাদের চতুর্থ বর্ষের দুর্গাপুজোয় অক্টোপাসের আদলে তৈরি মণ্ডপই হয়ে উঠেছে বিশেষ আকর্ষণ। অভিনব এই ভাবনার মধ্য দিয়ে নদী, জলাভূমি ও জলজ প্রাণীদের অস্তিত্ব রক্ষার বার্তা দিচ্ছেন পুজো কমিটি।সু ন্দরবন লাগোয়া কুলতলির এই এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে নদী, খাল ও জলাভূমির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। স্থানীয় মানুষের জীবিকা থেকে শুরু করে এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য, সব ক্ষেত্রেই জলজ পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের দূষণ ও বর্জ্যের কারণে ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ। সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এবারের পুজোয় অক্টোপাসের মতো সামুদ্রিক প্রাণীকে থিমের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। মণ্ডপের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং জলজ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন উদ্যোক্তারা।গত চার বছর ধরে ব্যতিক্রমী ভাবনাকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলেছে ট্যাংরাবিচি তিন পল্লী সাথী সংঘ। প্রতিবারই নতুন কোনও বিষয়কে সামনে রেখে মণ্ডপ সাজানোর পাশাপাশি সমাজ ও পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন ক্লাবের সদস্যরা।গত কয়েক বছরে বিশাল বৃক্ষ, অ্যানাকোন্ডা ও কিংকংয়ের মতো আকর্ষণীয় থিমের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের মন জয় করার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক বার্তা তুলে ধরা হয়েছিল এখানে। এবারে সেই ধারাবাহিকতায় নতুন সংযোজন অক্টোপাসের আদলে তৈরি মণ্ডপ।পুজোর এই অভিনব ভাবনা বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হয়েছেন সুশোভন মণ্ডল, সমীর সরদার, দেবাশীষ মণ্ডল ও শান্তনু গায়েন-সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা।পুজো কমিটির সদস্যরা বলেন,আমাদের শেষ মূহুর্তের কাজ চলছে ষষ্ঠী থেকেই দর্শনার্থীরা দেখতে পাবে।প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই তাদের এই ভাবনা।

## রাশিফল

**মেষঃ** প্রিয়জনদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। খোলামেলা মনে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করুন, এতে নেতিবাচকতা কমবে। শুভদিন

**বৃষঃ**আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম থাকবে, যা সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। আজ আপনি নিজের ভাবনা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যা সম্পর্কের মধ্যে নতুন সতেজতা নিয়ে যাবে।

**মিথুনঃ** আপনার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সারাতে হাসি চিকিসা ব্যবহার করুন কারণ এটি সব সমস্যার সেরা প্রতিষেধক। যারা শেয়ার বাজারে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেন তারা আজ ক্ষতির মধ্যে পড়তে পারেন।

**কর্কটঃ** আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। বিদেশী দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীদের আজ অর্থ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সাবধানতার সাথে চিন্তা করুন।

**সিংহ ঃ** আপনার চারপাশের পরিবেশ সহযোগিতাপূর্ণ থাকবে, যার ফলে আপনি অন্যদের সঙ্গে নিজের ভাবনা ভাগ করে নিতে পারবেন। বিবাহের যোগ হবে।

**কন্যাঃ**আজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত ভালো একটি দিন। আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং মানসিকতায় ইতিবাচকতা থাকবে, যা আপনাকে আরও ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। আপনার চিন্তাভাবনার ক্ষমতা এবং বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। ।

**তুলাঃ** আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কিছু মূল্যবান জিনিস কিনতে যেতে পারেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা টানটান করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হবে

**বৃশ্চিকঃ** আজ বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আজ আপনারা চারপাশের শক্তির প্রভাব অনুভব করবেন, যা আপনাদের ব্যক্তিত্বকে আরও গভীর ও আকর্ষণীয় করে তুলবে। যে।

**ধনুঃ** আপনার সঙ্গে আজ এমন একজনের দেখা হবে যিনি আপনাকে পছন্দ করেন। কারও মনের কেন্দ্রে থাকা উপভোগ করুন।

**মকরঃ** আপনি যে দিকেই এগিয়ে যান না কেন, সাফল্যের ইঙ্গিত পাবেন। সন্তান হতে পারে আজ।

**কুম্ভঃ**একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। যে কারও কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে। এই পদ্ধতিতে এটি আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে দুর্বল করতে পারে। তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করে এমন ক্রিয়াকলাপে জড়িত হওয়ার পক্ষে ভালো সময়।

**মীনঃ** আপনার মনে হতে পারে যে আপনি প্রিয়জনদের সঙ্গে ঠিকমতো সংযোগ স্থাপন করতে পারছেন না। সংসারে শান্তি ফিরে আসবে আজ।

## আবহাওয়া

উৎসবের প্রস্তুতির মাঝে হঠাৎ বৃষ্টিতে কি মাটি হবে আনন্দ? আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে সুখবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বড় কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভ্রূকুটি নেই বঙ্গে। আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপকূলের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি চললেও, ১৮ অক্টোবর থেকেই রাজ্যজুড়ে শুষ্ক ও ঝলমলে আবহাওয়া ফিরবে।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৭ তারিখ পর্যন্ত কলকাতা-সহ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং হাওড়ায় মাঝে মাঝে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে উপকূলের দূরে থাকা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই।১৮ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গজুড়ে পুরোপুরি শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও ১৬ ও ১৭ অক্টোবর পাহাড়ি চার জেলায়-দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও ১৮ তারিখের পর উত্তরেও বৃষ্টি থামবে। ফলে উৎসবের প্রাক্কালে ব। কোনও সতর্কতা নেই।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৮ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

## জোয়ার-ভাটা

**জোয়ার**-সকাল ০৬টা ৫১মনিট এবং রাত ১০টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৩৩মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৫মিনিটে হতে পারে।

## শহর ও শহরতলী

# মণ্ডপজুড়ে ঘুড়ির জাদু, ৫৬তম বর্ষে ব্যারাক অ্যাথলেটিক ক্লাবের পুজোর থিমে 'চাঁদিয়াল'

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,১৪ অক্টোবর ঃ মণ্ডপজুড়ে ঘুড়ির জাদু, ৫৬তম বর্ষে ব্যারাক অ্যাথলেটিক ক্লাবের পুজোর থিমে 'চাঁদিয়াল' মাটির টানে বাঁধা থেকেও স্বপ্ন যে ছুঁতে চায় আকাশ, সেই চিরন্তন অনুভূতিকেই এ বছর দুর্গাপুজোর মণ্ডপে শিল্পের ভাষায় তুলে ধরেছে হাওড়ার ব্যারাক অ্যাথলেটিক ক্লাব সার্বজনীন দুর্গোসব। ৫৬তম বর্ষে পা দিয়ে তাদের এবারের ভাবনা 'চাংদিয়াল' বাংলার আকাশে রঙিন ঘুড়ির ওড়া, ছোটবেলার দুরন্ত স্মৃতি, লোকসংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের হাত ধরে দর্শকদের এক অন্য রকম শারদীয় শিল্পযাত্রার স্বাদ দিতে প্রস্তুত পুজো উদ্যোক্তারা। শুধু মণ্ডপসজ্জার অভিনবত্ব নয়, বাংলার হারিয়ে যেতে বসা এক পরিচিত ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরাই এই ভাবনার অন্যতম উদ্দেশ্য। ঘুড়ি বাঙালির কাছে নিছকই একটি বিনোদন নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শৈশবের আনন্দ, উৎসবের উন্মাদনা, পাড়ার বন্ধুত্ব এবং খোলা আকাশে মুক্তির স্বপ্ন। সেই চেনা ঘুড়িকেই ত্রিমাত্রিক শিল্পভাষায় নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে ব্যারাক অ্যাথলেটিক ক্লাব। উদ্যোক্তাদের ভাবনায়, 'চাংদিয়াল' কেবল একটি শিল্পসংস্থাপন নয়, বরং বাংলার ঘুড়িকে ঘিরে গড়ে ওঠা ইতিহাস, লোকগাথা, উৎসব এবং স্মৃতির এক শিল্পিত উপাখ্যান। পুরাণের অলৌকিক কাহিনী থেকে রেশম পথের ঐতিহাসিক যাত্রা, বিশ্বকর্মা পুজোর আকাশ থেকে দুর্গোসবের আবহ-বিভিন্ন অনুষঙ্গকে এক সুতোয় বেঁধে তৈরি হয়েছে এবারের

শিল্পভাবনা। আকাশ, ঘুড়ি, আলো এবং স্মৃতির মেলবন্ধনে বাংলার ঐতিহ্যকে নতুন আঙ্গিকে অনুভব করার সুযোগ পাবেন দর্শনার্থীরা। এই ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে এক গভীর জীবনবোধও। ঘুড়ি যেমন সুতোয় বাঁধা থেকেও আকাশের দিকে উড়ে যেতে চায়, তেমনই মানুষও নিজের শিকড়কে আঁকড়ে ধরে স্বপ্নের সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনে সেই বার্তাকেই মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে পুজো কমিটি। সমগ্র ভাবনার রূপায়ণ ও মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছে ' ডেকোরেশনে কুণ্ডু ডেকোরেটর, আলোকসজ্জা ও সাউন্ডের দায়িত্বে এস কে ইলেকট্রিক্যাল এবং প্রতিমা নির্মাণে শিল্পী অমিত কর্মকার। সব মিলিয়ে ঘুড়ির রং, আকাশের বিস্তার এবং স্মৃতিমেদুর আবহে দর্শকদের কাছে 'চাঁদিয়াল হয়ে উঠতে পারে এবারের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ। ১৪ অক্টোবর, বুধবার চতুর্থীর সন্ধ্যায় ব্যারাক অ্যাথলেটিক ক্লাবের সংঘ ময়দানে ৫৬তম বর্ষের দুর্গাপুজোর শুভ উদ্বোধন। উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে থাকছে সঙ্গীতানুষ্ঠান, নৃত্য পরিবেশনা, বিভিন্ন শিল্পীর গান এবং ক্লাবের নিজস্ব থিম সং প্রকাশের আয়োজন। তবে ব্যারাক অ্যাথলেটিক ক্লাবের পুজো শুধুমাত্র শিল্প ও উৎসবের পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক দায়বদ্ধতাকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। পুজো উপলক্ষে দু ঃস্থ মানুষদের হাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। অষ্টমীর দুপুরে গোটা পাড়ার প্রায় ৪০০ জনের একসঙ্গে পাত পেড়ে খাওয়ার আয়োজন করা হবে। নবমীর ভোগ সারা পাড়ায় বিতরণ করা হবে। দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের পরেও থাকবে পাড়ার সকলকে নিয়ে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া ও আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার ব্যবস্থা। অর্থাৎ, ' ঘুড়ি যেমন আকাশের সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধনের প্রতীক, তেমনই এই পুজো হয়ে উঠতে চায় পাড়ার মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও মিলনের এক উৎসব। হাওড়ার কদমতলার ৪০ ও ৪০৪, সারদা চ্যাটার্জি লেনে, কদমতলা পাওয়ার হাউস পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে অবস্থিত এই পুজো মণ্ডপে এবার তাই দর্শনার্থীদের জন্য অপেক্ষা করছে ঐতিহ্য, শিল্প, স্মৃতি ও সামাজিক বন্ধনের এক অনন্য সমাহার। রঙিন ঘুড়ির হাত ধরে শৈশবের আকাশে ফিরে যাওয়া, আবার সেই আকাশ থেকেই নতুন স্বপ্নের সন্ধান-ব্যারাক অ্যাথলেটিক ক্লাবের ৫৬তম বর্ষের ' যেন সেই দুই যাত্রাকেই এক সুতোয় বেঁধে দিতে চায়।

## বাংলায় ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় কংগ্রেস! কলকাতার রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ?

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ অক্টোবর ঃ বাংলার রাজনীতিতে ফের শক্তি বাড়ানোর পথে কংগ্রেস। কলকাতা পুরসভার তৃণমূলের দুই প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন মেয়র পারিষদ এবার হাত শিবিরে যোগ দিতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর। বুধবার দুপুর ৩টেয় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এবং মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেস সভাপতি মানস সরকারের উপস্থিতিতে তাঁদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা। এই দুই নেতার দলবদল ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে কলকাতার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় তাঁদের সাংগঠনিক প্রভাব থাকায় এই যোগদান কংগ্রেসের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কাছে এই যোগদান বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় নিজেদের রাজনৈতিক জমি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে হাত শিবির। কখনও একা, কখনও বামেদের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামলেও প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি। সেই পরিস্থিতিতে পরিচিত রাজনৈতিক মুখদের দলে টেনে সংগঠন মজবুত করার সুযোগ তৈরি হতে পারে কংগ্রেসের সামনে। সূত্রের দাবি, তৃণমূলের এই দুই প্রাক্তন কাউন্সিলরের কলকাতার রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের পরিচিতি রয়েছে। শিয়ালদহ থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় তাঁদের রাজনৈতিক যোগাযোগ ও প্রভাব ছিল বলে জানা যাচ্ছে। পুর প্রশাসনে মেয়র পারিষদ হিসেবে দায়িত্ব সামলানোর অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁদের। তাই তাঁদের কংগ্রেসে যোগদান শুধু দলবদলের ঘটনা নয়, কলকাতার রাজনীতিতে সংগঠন বিস্তারের ক্ষেত্রেও তাপর্যপূর্ণ হতে পারে। স্থানীয় স্তরে পুরনো কর্মী ও সমর্থকদের একাংশকে কংগ্রেসের দিকে টেনে আনার ক্ষেত্রে তাঁরা ভূমিকা নিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই যোগদানের ফলে কংগ্রেসের সংগঠন কতটা শক্তিশালী হবে, তা নির্ভর করবে তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাবকে দল কতটা কাজে লাগাতে পারে তার উপর। শুধু পরিচিত মুখ দলে এলেই নির্বাচনী সাফল্য নিশ্চিত হয় না। বুথস্তরে সংগঠন, কর্মীদের সক্রিয়তা এবং জনসমর্থন ধরে রাখাই শেষ পর্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ। একসময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। কিন্তু গত দেড় দশকে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তন এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান এবং বিজেপির শক্তিবৃদ্ধির ফলে কংগ্রেসের নির্বাচনী জমি অনেকটাই সংকুচিত হয়েছে। গত কয়েকটি নির্বাচনে প্রত্যাশিত ফল না পাওয়ায় সংগঠন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে দলের অন্দরেও।

## বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,১৪ অক্টোবর ঃ বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে কর্মীদের বিক্ষোভ, আপাতত 'বন্ধ' ফেরি পরিষেবা। পুজোর মুখে বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে কর্মীদের বিক্ষোভে আপাতত বন্ধ হয়ে গেল হাওড়া ফেরিঘাটের লঞ্চ পরিষেবা। হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতির কর্মীদের অভিযোগ, দু'মাসের বেতন ও পুজোর বোনাস এখনও মেলেনি। দ্রুত প্রাপ্য টাকা মেটানোর দাবিতে আগেই পরিষেবা বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তাঁরা। সেইমতো চতুর্থীর দিন দুপুর ২টো নাগাদ বন্ধ করে দেওয়া হয় লঞ্চ চলাচল। এর জেরে এদিন সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রী ও সাধারণ মানুষ। পুজোর আগে এই অচলাবস্থার ফলে যাত্রী পরিষেবা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কবে বকেয়া মিটবে এবং কখন থেকে ফের স্বাভাবিক হবে লঞ্চ চলাচল এখন সেদিকেই তাকিয়ে যাত্রীরা।

## সুন্দরবনে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন শুরু করল বস্ত্র বিতরণ ড্রাইভ

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১৪ অক্টোবরঃ পুজোর ঢাকে কাঠি পড়েছে। বেজে উঠেছে শারদীয়ার গান। উৎসবের আবহে নেচে উঠেছে মানুষের মন। বাজারে বাড়ছে মানুষের ভিড়। পুজোতে নতুন পোশাক চাইতো। কিন্তু ওই মানুষ গুলো যারা আজও আধুনিক সমাজ থেকে অনেকটা দূরে, তারা কি করবে? কোথায় পাবে তাদের শিশু গুলো নতুন পোশাক ? তাদের যে পোশাক কেনার সামর্থ্য নেই। তবে কি তারা পরবে না নতুন পোশাক? দেখতে যাবে না ঠাকুর? তাদের এই দুশ্চিন্তা দূর করতে এগিয়ে এসেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশন। শারদীয়ার শুভমুহূর্তে সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের এমন দুস্থ পরিবারের শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে তারা পৌঁছে যাবে নতুন পোশাক নিয়ে। যার শুভ উদ্বোধন হলো পাথরপ্রতিমার পশ্চিম দ্বারকাপুরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিশুদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিয়ে। সেইসাথে তাদের পড়াশোনার জন্য দেওয়া হলো দুটি করে খাতা, বিস্কুট ও চকলেট। এই কাজে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশনের সদস্য শিক্ষক আনন্দ শংকর পানিগ্রাহী, শিক্ষক সরোজ দে, শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, সমীর সাহা, শিক্ষক বিদ্যুৎ তিয়ারি ও অমিত মান্না।

## পুরভোটের আগে ইভিএম-সংকট! তথ্য মুছতে কমিশনকে অনুমতি কলকাতা হাই কোর্টের, মানতে হবে বিশেষ শর্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ অক্টোবর ঃ হাতে পর্যাপ্ত ইভিএম নেই। অথচ রাজ্যে পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বড়সড় স্বস্তি পেল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সংরক্ষিত ইভিএমের তথ্য মুছে ফেলার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। তবে এই অনুমতি শর্তসাপেক্ষ। কলকাতা পুরসভার তিনটি ওয়ার্ড এবং কাঁথি পুরসভার নির্বাচনে ব্যবহৃত ইভিএমের তথ্য কোনওভাবেই মোছা যাবে না। বাকি ইভিএমগুলির তথ্য মোছার ক্ষেত্রে কমিশনকে ছাড় দিয়েছে আদালত। আসন্ন পুরভোটের আগে এই নির্দেশকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীঃদ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওমনারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। পর্যাপ্ত ইভিএম না থাকায় পুরনো মেশিনগুলির তথ্য মুছে সেগুলি পুনরায় ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই মামলাতেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন আদালতের দ্বারস্থ কমিশন? রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর একাধিক পুরসভায় নির্বাচন করানোর বিষয়ে উদ্যোগের কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী। সেই মতো পুরভোটের প্রস্তুতিও শুরু করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পুরভোট করানো সম্ভব। কিন্তু ভোট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ইভিএমের সংখ্যা পর্যাপ্ত না হওয়ায় সমস্যায় পড়ে কমিশন। আগে বিভিন্ন নির্বাচনে ব্যবহৃত একাধিক ইভিএমের তথ্য আদালতের নির্দেশে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। ফলে

সেগুলির তথ্য মুছে নতুন করে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা ছিল। এই পরিস্থিতিতে পুরভোটের প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে যেতে আদালতের অনুমতি চায় কমিশন।

কমিশনের বক্তব্য এবং আসন্ন নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে হাই কোর্ট নির্দিষ্ট কিছু ইভিএম বাদ দিয়ে বাকিগুলির তথ্য মুছে ফেলার অনুমতি দিয়েছে। ফলে নির্বাচনের কাজে ইভিএমের ঘাটতি মেটানোর পথ কিছুটা প্রশস্ত হল বলেই মনে করা হচ্ছে।

কোন ইভিএমের তথ্য মোছা যাবে না? আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, কলকাতা পুরসভার তিনটি নির্দিষ্ট ওয়ার্ড এবং কাঁথি পুরসভার নির্বাচনে ব্যবহৃত ইভিএমের তথ্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। ওই মেশিনগুলির তথ্য মুছে ফেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে এই নির্দিষ্ট ইভিএমগুলি বাদ দিয়ে অন্য সংরক্ষিত মেশিনের তথ্য মোছা যাবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব মাথায় রেখেই আদালত এই শর্ত দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে কমিশনকে একদিকে ইভিএমের ঘাটতি মেটাতে হবে, অন্যদিকে আদালতের নির্দেশে সংরক্ষিত তথ্যও অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

বর্তমানে রাজ্যের ১২টি জেলার প্রায় ১৫টি পুরসভায় নির্বাচিত পুরবোর্ড নেই বলে জানা গিয়েছে। সেখানে প্রশাসকের মাধ্যমে পুরসভার কাজকর্ম চলছে। দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন না হওয়ায় হাওড়া পুরনিগমের পরিস্থিতিও বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে।

হাওড়ায় শেষ পুরভোট হয়েছিল ২০১৩ সালে। ২০১৮ সালে পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে সেখানে আর নির্বাচিত বোর্ড গঠিত হয়নি। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে নির্বাচিত পুরবোর্ড ছাড়াই চলছে হাওড়া পুরনিগম।

এই পরিস্থিতিতে নভেম্বর-ডিসেম্বরে রাজ্যের সাতটি পুরনিগম ও পুরসভায় নির্বাচন হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। সম্ভাব্য ভোটের তালিকায় রয়েছে কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমও। তবে ভোটের চূড়ান্ত দিনক্ষণ এবং পূর্ণাঙ্গ নির্ঘণ্টের জন্য কমিশনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা রয়েছে।

সব মিলিয়ে, পুরভোটের আগে ইভিএমের তথ্য মুছে পুনর্ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে কমিশনের সামনে থাকা একটি বড় বাধা দূর করল কলকাতা হাই কোর্ট। এখন আদালতের শর্ত মেনে প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করানোই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

# পাওয়ারগ্রিড আয়োজিত শিলিগুড়িতে ২১তম অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সম্মেলন, ২০২৬

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর ঃ পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে ২০২৬ সালের ৯ ও ১০ অক্টোবর ২১তম 'অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স' বা সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্মেলন- 'মন্থন '২৬'-অনুষ্ঠিত হয়। পাওয়ারগ্রিড-এর সিএমডি শ্রী বুড়া বামসি রাম মোহন এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পার্সোনেল) ড. যতিন্দ্র দ্বিবেদী, পরিচালক (অপারেশনস) শ্রী নবীন শ্রীবাস্তব, পরিচালক (ফিন্যান্স) শ্রী অমোল বাবুলাল তাউরি, সিভিও শ্রী নবীন কুমার এবং পরিচালক (প্রজেক্টস) শ্রী অখিলেশ পাঠক। কর্পোরেট সেন্টার এবং সমস্ত অঞ্চলের নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

পাওয়ারগ্রিডের বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের নির্ভরযোগ্যতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালনগত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। ভারতের বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতে পাওয়ারগ্রিড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হয় এবং উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ মোকাবিলায় ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও উদ্ভাবনী সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

## শর্ট-সার্কিট থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে ছাই দাঁড়িয়ে থাকা দুটি গাড়ি, ক্ষতিপূরণের দাবি মালিকের

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৪ অক্টোবর ঃ কালনা-কাটোয়া এসটিকেকে রোডের গোয়ারা মণ্ডলপাড়া এলাকায় শর্ট-সার্কিট থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। বুধবার দুপুরে প্রথমে রাস্তার ধারে থাকা পাটকাঠির গাদায় আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি গাড়িতে। আগুনের তীব্রতায় নিমেষের মধ্যে গাড়ি দুটিই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা মানুষজন আচমকা আগুনের এমন ভয়াবহ রূপ দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে গোয়ারা মণ্ডলপাড়া এলাকায় বিদ্যু সংযোগের কাজ চলছিল। সেই সময়ই কোনওভাবে শর্ট-সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। প্রথমে পাটকাঠির গাদায় আগুন লাগলেও দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা দুটি গাড়িতে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ি দুটি আগুনের গ্রাসে চলে যায়। আগুন দেখে এলাকায় হইচই পড়ে

যায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কালনা দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তবে ততক্ষণে আগুনে পুড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে গাড়ি দুটির। দমকলের দ্রুত পদক্ষেপের ফলে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়া আটকানো সম্ভব হয় বলে জানা গিয়েছে।অন্যদিকে, আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির মালিকের দাবি, ঘটনার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ দফতরের কর্মীরা এলাকায় কাজ করছিলেন। তাঁর অভিযোগ, কাজ চলাকালীন বারবার জাম্পার নামানো ও তোলা হচ্ছিল। সেই কাজের জেরেই শর্ট-সার্কিট হয়ে আগুন লেগেছে বলে তাঁদের অনুমান। যদিও আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে।এই ঘটনায় ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন গাড়ির মালিক। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। তবে বিদ্যুৎ সরবরাহ দফতরের কাজের সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে।অগ্নিকাণ্ডের জেরে কালনা-কাটোয়া এসটিকেকে রোডে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দিনের ব্যস্ত সময়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে এমন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচলতি মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

## পূজা উপলক্ষে পূর্ব রেলের ১,৩৫৪টি বিশেষ ট্রেন ট্রিপ, নিরাপত্তা ও যাত্রী পরিষেবার সার্বিক উন্নয়ন

কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ দুর্গাপূজা উপলক্ষে সমগ্র অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন, নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে গৃহীত সার্বিক ও ব্যাপক প্রস্তুতির কথা আজ সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে। পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে আয়োজিত এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আইজি-কাম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার, প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর এবং পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শ্রী শিবরাম মাঝি-সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। দুর্গাপূজা ও ছটপূজা উপলক্ষে যাত্রীদের বিপুল ভিড় সামাল দিতে পূর্ব রেল ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিষেবা বৃদ্ধি করেছে। ২০২৬ সালে (০১১০২০২৬ থেকে ৩০১১২০২৬ পর্যন্ত) মোট ১,৩৫৪টি টিওডি বিশেষ ট্রেন ট্রিপ চালানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ২০২৫ সালে (১৫০৯২০২৫ থেকে ১৫১১২০২৫ পর্যন্ত) পরিচালিত মোট ১,২০৮টি ট্রেন ট্রিপের তুলনায় এটি ১২.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি। সমগ্র রেল নেটওয়ার্কে দুর্গাপূজা চলাকালীন (১৭.১০.২০২৬ থেকে ২১.১০.২০২৬ পর্যন্ত) বিশেষ রাত্রিকালীন শহরতলির ট্রেন পরিষেবার সংখ্যা ৬১.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

## জয়নগরে ডাকাতির পরিকল্পনার সন্দেহে গ্রেফতার তিন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ ডাকাতির পরিকল্পনার সংঃদহে তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মিত্রগঞ্জ এলাকা থেকে সংঃদহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার অভিযোগে তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের এই তপরতাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছ়ায়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছিল পুলিশের একটি দল। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মিত্রগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালান পুলিশ কর্মীরা। সেখানে তিন ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে প্রথমে তাঁদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁদের কথাবার্তা ও গতিবিধিতে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় পরে তাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম মাসুদ মোল্লা (২৭)। তাঁর বাড়ি মন্দিরবাজার থানার পূর্ব বলদেবপুর এলাকায়,সুদীপ হালদার( ৩২), বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু নাইয়া পাড়া এলাকায় ও শঙখ দাস (১৯),বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু দাস পাড়া এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই ওই তিন ব্যক্তি এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত ছিল কি না, কিংবা কোনও ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদেরকে জয়নগর থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

**কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল অধিদপ্তর, কলকাতা**

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর দফা (ক)-এর বিষয়ে

এবং

এর বিষয়ে **ত্রিভুবন প্রপার্টিজ লিমিটেড** (CIN U70109WB1993PLCO58495), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ইউনিট ৯এ, ৯ম তল, তিরুমালা ২২২২, ইস্ট তপসিয়া রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০ ০৪৬-এ অবস্থিত।

.. আবেদনকারী কোম্পানি

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিটি 'কোম্পানি আইন, ২০১৩'-এর ১৩ নম্বর ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের (আঞ্চলিক পরিচালক)-এর কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করছে। এই আবেদনের উদ্দেশ্য হলো কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'** থেকে **'দিল্লি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল'**-এ স্থানান্তরের লক্ষ্যে 'মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন' (সংঘস্মারক)-এর সংশোধনের অনুমোদন লাভ করা উল্লেখ্য যে, ১লা অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির 'অসাধারণ সাধারণ সভা'-য় (Extra Ordinary General Meeting) এই মর্মে একটি বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের এই প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের ফলে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা-সহ তাঁর আপত্তি জানাতে পারেন। এই আপত্তি **MCA-21** পোর্টালে (www.mca.gov.in) **'বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম'** (investor complaint form) পূরণের মাধ্যমে অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে 'আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক অধিদপ্তর' (Regional Director, Eastern Region Directorate)-এর ঠিকানায় (কর্পোরেট ভবন, ষষ্ঠ তল, প্লট নং **III F16, AA-IIIF** রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫) পাঠাতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে উক্ত আপত্তি জানাতে হবে এবং একই সাথে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় (নিচে উল্লিখিত) আপত্তির একটি প্রতিলিপি পাঠাতে হবে।

ত্রিভুবন প্রপার্টিজ লিমিটেড
**রিও ইউনিট ৯এ, ৯ম তল, তিরুমালা ২২২২, ইস্ট তপসিয়া রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০ ০৪৬**

ত্রিভুবন প্রপার্টিজ লিমিটেড-এর
পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে ও তাঁদের হয়ে
স্বাক্ষর /-
প্রভাব বহুগুণা
পরিচালক
(DIN): 09816812

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ১৪.১০.২০২৬

**মেসার্স শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (এসএআরপিএল)**

[বিভিন্ন এসএআরসি ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত] রেজিস্টার্ড অফিসঃ। শ্রীরাম হাউজ, নং. ৪, বার্কিট রোড, টি. নগর, চেন্নাই-৬০০০১৭। কর্পোরেট অফিসঃ। ইউনিট নং. এফএফ-এ-০৫, এ উইং। দ্বিতীয় তল, আর্ট গিল্ড হাউজ, ফেনিক্স মার্কেট সিটি, এলবিএস মার্গ, কুর্লা (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০৭০। ওয়েবসাইটঃ www.shriramarc.com, কাস্টমার কেয়ার নং.ঃ ১৮০০ ১২০ ২৩৮৯, ইমেলঃ customercare@shriramarc.com

**গণবিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি ই-নিলাম ও বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**
**সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এবং এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৯(১) বিধির বিধান)-এর আওতায় স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম।**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা, জামিনদার ও বন্ধকদাতাদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলো-যা সুরক্ষিত পাওনাদার-এর কাছে বন্ধকচার্জ করা হয়েছিল এবং বর্তমানে 'এসএআরপিএল' (অর্থাৎ, বিভিন্ন এসএআরপিএল ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে কর্মরত মেসার্স শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড)-এর মালিকানাধীন-নিলামে বিক্রি করা হবে। এসএআরপিএল-এর এই মালিকানা অর্জিত হয়েছে মূল ঋণদাতা/অ্যাসাইনার মেসার্স আদিত্য বিড়লা লিমিটেড (পূর্বনাম আদিত্য বিড়লা ফিন্যান্স লিমিটেড)-এর কাছ থেকে নিবন্ধিত অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি-র মাধ্যমে বিভিন্ন ঋণগ্রহীতার (যাদের নাম নিচে উল্লেখ করা হয়েছে) আর্থিক সম্পদ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট জামানতের অধিকার ও স্বত্ব হস্তান্তরের ফলে। মূল ঋণদাতা/অ্যাসাইনার এবং/অথবা শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (অর্থাৎ, এসএআরসি-ট্রাস্ট-০৩-এর ট্রাস্টি হিসেবে সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা ইতিমধ্যে এই সম্পত্তিগুলোর ভৌত দখল গ্রহণ করেছেন। বকেয়া অর্থ-যার সাথে অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং আনুষঙ্গিক খরচও অন্তর্ভুক্ত-আদায় করার লক্ষ্যে নিচে উল্লিখিত নিলাম সময়সূচি অনুযায়ী সম্পত্তিগুলো **"যেমন আছে, যেখানে আছে", "যেমন আছে, যা আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর শর্তাংশ এবং বিধি ৯(১) অনুযায়ী এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে।

ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতার বিবরণ, বকেয়া অর্থের পরিমাণ, স্থাবর সম্পত্তি বা সম্পত্তিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তার ওপর কোনো দায়ভার (যদি থাকে) থাকলে তার উল্লেখ, সংরক্ষিত মূল্য, জামানতের অর্থ, বিড বৃদ্ধির পরিমাণ, নিলামের তারিখ এবং পরিদর্শনের তারিখ নিচে দেওয়া হলোঃ

| ঋণ হিসাব নম্বর, ট্রাস্টের নাম ও স্বত্ব-হস্তান্তরকারী / মূল ঋণদাতার নাম | ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতার নাম | ১৩(২) ধারার দাবি-সংক্রান্ত নোটিশের তারিখ ও অর্থ | সংরক্ষিত মূল্য (টাকা) ও বিড বৃদ্ধির পরিমাণ, ইএমডি ও বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, নিলামের তারিখ, নিলামের সময়, পরিদর্শনের তারিখ ও দায়-দেনার বিবরণ (যদি থাকে)ঃ | ঋণ হিসাব নম্বর, ট্রাস্টের নাম এবং স্বত্ব-হস্তান্তরকারী মূল ঋণদাতার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানাঃ | যোগাযোগের ব্যক্তি ও বিস্তারিত তথ্যঃ এও এবং সেবা |
|---|---|---|---|---|---|
| HCFKO1TER0000 1000574CFKO1T ER00001000572, HCFKO1TER0000 1000571MINACSO 168101, HCFKO1TER0000 1000575 [ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট নং- এসএআরসি-ট্রাস্ট-৩] **মূল ঋণদাতা-** আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড (পূর্বে আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড নামে পরিচিত) | ১. মেসার্স শোমুক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনসালটেন্সি সার্ভিসেস এর স্বত্বাধিকারী অনিরুদ্ধ ব্যানার্জীর মাধ্যমে, (ঋণগ্রহীতা), ২. শোমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, আর.পি. জিতেন্দ্র লোহিয়া (সহ-ঋণগ্রহীতা)-র মাধ্যমে ৩. অনিরুদ্ধ ব্যানার্জী (সহ-ঋণগ্রহীতা) এবং ৪. শুভার্থী ব্যানার্জী (সহ-ঋণগ্রহীতা) **সকল রেজিস্টার্ড অফিসঃ** ১. ২২৪, এ জে সি বোস রোড, স্যুট নং ৬১৪, কৃষ্ণা বিল্ডিং, কলকাতা- ৭০০০১৭। ২. ৬ই, কেয়াতলা রোড, থানা- লেক, এখন- রবীন্দ্র সরোবর, ওয়ার্ড নং ৮৬, কলকাতা- ৭০০০২৯। ৩. প্রাঙ্গণ নং ১১২বি, মেঘনাদ সাহা সরণি, থানা- লেক, কলকাতা-৭০০০২৯। ৪. ২/৭, শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ২য় তল, মিন্টো পার্কের কাছে, কলকাতা-৭০০০২০ (আরপি শ্রী জিতেন্দ্র লোহিয়ার ৭০০০২০) | দাবি নোটিশ তারিখ ২৮-১০-২০২২ ২৪,৯৭,১১,৮৬৩.৭৫ টাকা (চব্বিশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ এগারো হাজার আটশ তেষট্টি টাকা ও পঁচাত্তর পয়সা মাত্র) পরিমাণের জন্য, যা ১৮.১০.২০২২ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ও প্রদেয়। | সম্পত্তি নং ১ঃ ফ্ল্যাট নং ১১২বি, মেঘনাদ সাহা সরণি, কলকাতা ৭০০০২৯ **সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্যঃ** ১,২৯,০০,০০০/- টাকা (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **বিড ইনক্রিমেন্টঃ** ১,০০,০০০ টাকা এবং এর গুণিতকসমূহ **ইএমডি মূল্য (নির্ধারিত মূল্যের ১০%)ঃ** ১২,৯৬,০০০/- টাকা (বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি নং ২ঃ** ফ্ল্যাট নং ৩০১ ও ৪০১, প্রাঙ্গণ নং ৬ই, কেয়াতলা রোড, কলকাতা ৭০০০২৯ **সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্যঃ** ৩,৬৪,৫০,০০০/- টাকা (তিন কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **বিড ইনক্রিমেন্টঃ** ১,০০,০০০ টাকা ও তার গুণিতক অথবা নির্ধারিত মূল্যের ১%-এর মধ্যে যেটি বেশি। **ইএমডি মূল্য (নির্ধারিত মূল্যের ১০%)ঃ** ৩৬,৪৫,০০০/- টাকা (ছত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ** ০২.১১.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত। | নিলামের তারিখঃ ০৩.১১.২০২৬ নিলামের সময়ঃ সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ১:০০টা পর্যন্ত পরিদর্শনের তারিখঃ ২৬.১০.২০২৬ থেকে ০১.১১.২০২৬ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৩:০০টা পর্যন্ত এবিসিএল/এসএআরপিএল-এর জানা মতে বকেয়া ও দায়ভারসমূহ ডিআরটি-কলকাতা-র নিকট এসএ নং ২০২৬-এর ৪২৬ এবং এএস নং ২০২৫-এর ৯১ বিচারাধীন রয়েছে। | সুমেশ নিলামকারী ৯৯৯৩৫৮৭৭৯৭ সৌরভ শর্মাঃ ৯১৮৮২৮২০৪২০৮ রাম শর্মাঃ (নিলাম বাঘ) ৮০০০২৩২৯৭, ০৭৯-৬৮১৩৬৮৮০/ ৬৮১৩৬৮৩৭, ৯২৬৫৫৬২৮২১/১৮ ইমেলঃ support@auctiontiger.net |

**বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ**

**সম্পত্তি (১)**- উক্ত ভবনের সম্পূর্ণ তৃতীয় তলার ফ্ল্যাটটি, যার সুপার বিল্ট-আপ আয়তন ১৫০০ বর্গফুট (কিছু কম-বেশি হতে পারে) এবং যাতে তিনটি শোবার ঘর, দুটি শৌচাগার, একটি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর ও একটি বারান্দা রয়েছে (ভবনটি ৫২ বছরের পুরনো এবং সম্পূর্ণ মোজাইক মেঝেযুক্ত) এটি ১১২ বি, ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণি, থানা- লেক, কলকাতা ৭০০০২৯ ঠিকানায় অবস্থিত। এর সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উক্ত ফ্ল্যাটের আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ বা জমির মালিকানা স্বত্ব এবং ভবনের অন্যান্য ফ্ল্যাট/ইউনিটের মালিক ও / বা দখলদারদের সাথে যৌথভাবে ব্যবহারের জন্য ভবনের সাধারণ এলাকা, সুযোগ-সুবিধা ও স্থাপনাগুলোর মধ্যে আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপঃ উত্তরে- ১২২সি, ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণি দক্ষিণে- ২০ ফুট চওড়া কে.এম.সি. রাস্তা যা ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণি (পূর্বনাম সাউদার্ন অ্যাভিনিউ) নামে পরিচিত পূর্বে- ২২৭, ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণি পশ্চিমে- ১২২এ, ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণি।

**সম্পত্তি (২)**- উক্ত ভবনের সম্পূর্ণ তৃতীয় তলায় অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০১ এবং সম্পূর্ণ চতুর্থ তলায় অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৪০১ (যাদের মোট সুপার বিল্ট-আপ আয়তন ৩৮২০ বর্গফুট) এর সাথে নিচতলায় অবস্থিত দুটি সেবকের কক্ষ (প্রতিটির আয়তন কম-বেশি ৬৫ বর্গফুট) এবং তিনটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান যা ৬ই, কেয়াতলা রোড, থানা-লেক, কলকাতা-৭০০০২৯ ঠিকানায় অবস্থিত জমিতে নির্মিত। এর সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উক্ত ফ্ল্যাটগুলোর আনুপাতিক অবিভক্ত জমির অংশ বা শেয়ার এবং উক্ত ভবনের সর্বোচ্চ তলার ছাদের সম্মুখভাগের (আয়তন কম-বেশি ৭০০ বর্গফুট) ওপর অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ-যা এতদসঙ্গে সংযুক্ত মানচিত্র বা নকশায় লাল রঙে চিহ্নিত। এছাড়াও রয়েছে সাধারণ অংশ/এলাকা, সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধা ও অধিকার যা বিক্রেতা কর্তৃক উক্ত ভবনে প্রদান করা হবে (যার মধ্যে নিচে লিখিত তৃতীয় তফসিল-এ উল্লিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত), যা ভবনের অন্যান্য ফ্ল্যাট/এলাকা/অংশ/ইউনিটের সহ-মালিক এবংঅথবা দখলদারদের (যাদের ক্রেতাদের মতোই অনুরূপ অধিকার রয়েছে) সাথে যৌথভাবে ভোগ করা হবে। উক্ত ফ্ল্যাট, দুটি সেবকের কক্ষ, তিনটি গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান এবং ছাদের সম্মুখভাগ এতদসঙ্গে সংযুক্ত মানচিত্র বা নকশায় লাল সীমানা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে যার সীমানা নিম্নরূপঃ উত্তরে-৫/১ এম, কেয়াতলা রোড পূর্বে- কেয়াতলা রোড (৩০ ফুট চওড়া) পশ্চিমে-৬ডি, কেয়াতলা রোড দক্ষিণে-১৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ।

১. বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলী, বিড ফর্ম এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার/অ্যাসাইনি/মেসার্স শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট https://www.shriramarc.com অথবা আমাদের নিলামকারী সংস্থার ওয়েবসাইট https://sarfaesi.auctiontiger.net ভিজিট করুন। যেকোনো সহায়তার জন্য support@auctiontiger.net-এ ইমেল করতে পারেন অথবা উপরের তালিকায় উল্লিখিত নম্বরে আমাদের ব্যবসায়িক সহযোগী আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি এই শর্তাবলীতেও বিডকারীকে স্বাক্ষর করতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি অনুমোদিত কর্মকর্তাসুরক্ষিত পাওনাদারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে।

২. আগ্রহী দরদাতাদের ইএমডি-এর অর্থ এসএআরসি-ট্রাস্ট-০৩-এর অনুকূলে ডিডি অথবা আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে ব্যাংকের নামঃ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, শাখার ঠিকানাঃ মুম্বই-কামানি কুর্লা পশ্চিম, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ১৯৬২০৫০০৪৬২৯ আইএফএসসি কোড- আইসিআইসি০০০১৯৬২।

**সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ৯(১)-এর শর্তানুযায়ী বিক্রয় সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিশ**

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, ই-নিলামের তারিখের আগেই তাঁদের ওপরোক্ত উল্লিখিত অর্থ, সেইসাথে হালনাগাদ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, সম্পত্তিটি নিলামবিক্রি করা হবে এবং বকেয়া কোনো অর্থ থাকলে তা সুদ ও খরচের সাথে আদায় করা হবে।

স্থানঃ কলকাতা / পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ১৫.১০.২০২৬

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
(এসএআরসি-ট্রাস্ট-৩-এর ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায়)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩১৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ২৭ আশ্বিন, ১৪৩৩

## মহিষাসুরমর্দিনী

রেকর্ডিং-এর সময় পূজারীর বেশ। গ্রন্থনায় এমনই অভিভূত, একাত্ম-দু'চোখ বেয়ে নেমে আসছে দর-বিগলিত অশ্রুরাশি। নিজেই বলতেন-'এ আমার পাঠ নয়, পূজা!' অনেকেই জেনে খুশি হবেন 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠান শুধু কলকাতা বেতারে শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বলে বিবেচিত হয়নি, শ্রোতাদের বিচারে ভারতীয় বেতারেও সর্বোত্তম অর্ঘ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বাণীকুমার,পঙ্কজকুমার মল্লিক ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সম্মিলিত প্রয়াসে কলকাতা বেতারের অসামান্য একটি অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'। পুরাণ থেকে প্রাসাঙ্গিক অংশ নির্বাচন করে চমৎকার নৈপুণ্যে বাণীকুমার আলেখ্যটি সাজিয়েছেন। সেখানে প্রাণসঞ্চার করেছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। বাণীকুমার ছদ্মনাম নিয়ে বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য অমর হয়ে থাকবেন শুধুমাত্র 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানের জন্য। যেমন অমর হয়ে আছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও পঙ্কজ মল্লিক। 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৩৬ সাল থেকে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সবাই তখন উপস্থিত হতেন শুচিশুদ্ধ হয়ে। শেষ রাতে স্নান করে গরদের বস্ত্র পরতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, সংগীতশিল্পীরা আসতেন নতুন জামাকাপড় পরে। এমনকি ঘোষক - ঘোষিকারাও শুদ্ধ ভাবে আছেন কিনা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন তিনি। বাণীকুমার এই অনুষ্ঠানটি সেরা করে তোলার জন্য ভীষণ আন্তরিক থাকতেন। লাইভ অনুষ্ঠানের যুগে তিনি আসতেন রাত তিনটের আগে। প্রথমে ১নম্বর গারস্টিন প্লেস পরে ১৯৫৮ থেকে 'আকাশবাণী' ভবন। সমসাময়িক খ্যাতনামা সব কণ্ঠ শিল্পী এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। একটি কথা খুব সুস্পষ্ট ভাবে বলা উচিৎ 'মহিষাসুরমর্দিনী' শুধুমাত্র দেবীর আবাহনী গাথা হিসেবে জনপ্রিয় নয় বরং সেটি হয়ে গিয়েছে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনধারার অঙ্গ। 'মহিষাসুরমর্দিনী' শুনে সর্বাগ্রে সবার মনে বিরাজ করে যে-নামটি, সে নাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। 'মহিষাসুরমর্দিনী'-তে বীরেন ভদ্রের গ্রন্থনাটাও সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনবার শঙ্খধ্বনির পর সমবেত স্তোত্রগান- 'যা চণ্ডী মধুকৈটভাদি দৈত্যদলনী'! তারপরের গ্রন্থনা-'আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জরী'-সেটি মধ্যমে ধ্বনিত। এরপর কোমল ধৈবতে উচ্চারিত- 'প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমনবার্তা।' তারপরই তার ষড়জে- 'আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নব ভাব মাধুরীর সঞ্জীবন!' এরপর আবার ফিরে আসা কোমল ধৈবতে-'তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে'- বলেই মধ্যমে 'মৃন্ময়ীতে আবাহন'। গ্রন্থনাপাঠেও মালকোষের আরোহণ ও অবরোহণ। বিভিন্ন রাগরাগিণীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ওঠা-নামা করেছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর, তাঁর গ্রন্থনা। তারই সঙ্গে মিলেমিশে গেছে তাঁর ভক্তিরসের ভাবানুভূতি। তাই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁর আর্তি-'জাগো-জাগো মা!' হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানে পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গে কাজ করেন।

## পঞ্চমুণ্ডির আসন

গল্পটি ফুরালো নোটেগাছটি মুরালো। এতদিন ধরে ৬৪ টি নানাধরনের নানা রীতিনীতির দুর্গঠাকুরের সম্পর্কে জানাতে, আরো অনেক বাকি রয়ে গেল। উদ্দেশ্য নাস্তিককে আস্তিক বানানো নয় , বা আপনাকে আলাদা করে ভগবানে বিশ্বাস করানো নয়, উদ্দেশ্য বঙ্গে ছড়িয়ে থাকা নানা ইতিহাস সম্পর্কে জানানো, যা কালের নিয়মে হারিয়ে যাবে, তাদের ইতিহাস বিকৃত হবে ধীরে ধীরে। যারা এতদিন জুড়ে ছিলেন সাথে, ধন্যবাদ জানাবেন। বঙ্গের প্রাচীন দুর্গাপুজো স্পেশাল এর কথা শুরু করি। পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার ২ নং ব্লকের অন্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রাম। এই গ্রামেরই এক প্রাচীন দোচালা মন্দিরে গত ৫০০ বছর ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং গুপ্ত তন্ত্রসাধনার আবহে পূজিতা হয়ে আসছেন দেবী দুর্গা। এই ঐতিহাসিক পুজোর সূচনা করেছিলেন স্বর্গীয় শ্রী কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর থেকেই বংশপরম্পরায় এই পুজো হয়ে আসছে। তবে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার কীভাবে 'সিদ্ধান্ত' বাড়ি নামে পরিচিত হলো? এর পেছনে রয়েছে এক পাণ্ডিত্যের ইতিহাস। এই পরিবারের তৃতীয় পুরুষ স্বর্গীয় কার্তিক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত বিদ্যায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সেকালে 'সিদ্ধান্ত' উপাধি লাভ করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর পাণ্ডিত্যের সম্মানে এই পরিবার 'সিদ্ধান্ত বাড়ি' নামে পরিচিতি পায়। পরবর্তীতে এই পরিবারের সদস্যরা আচার্যগিরি বা যজমানির পেশা গ্রহণ করায় তাঁরা 'ভট্টাচার্য' উপাধিও ধারণ করেন। সিদ্ধান্ত বাড়ির পুজোর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এবং বিরল দিকটি হলো এখানকার বেদি। দোচালা মন্দিরের ভেতরে মায়ের বেদির ঠিক পাশেই, ঈশান কোণে রয়েছে একটি অতি প্রাচীন 'পঞ্চমুণ্ডির আসন'! সাধারণত যেকোনো গৃহস্থ বাড়ির মন্দিরে বা ঠাকুরদালানে এ ধরনের পঞ্চমুণ্ডির আসন দেখা যায় না। পঞ্চমুণ্ডির আসন হলো গভীর তন্ত্রসাধনার এক শক্তিশালী প্রতীক। গৃহস্থের অন্দরমহলে এই আসনের উপস্থিতিতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই পুজোয় ভক্তির পাশাপাশি প্রাচীন তন্ত্রাচারের কতটা গভীর প্রভাব লুকিয়ে রয়েছে। মায়ের প্রতিমা নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই পরিবার এক বিশেষ প্রাচীন রীতি মেনে চলে। প্রতি বছর পুণ্য তিথিতে গঙ্গা থেকে পবিত্র মাটি নিয়ে এসে প্রথমে তার পুজো করা হয়। এরপর পরিবারের সদস্যরাই নিজেদের হাতে মায়ের কাঠামোতে সেই প্রথম মাটি লেপন করেন। পরিবারের হাতের ছোঁয়া পাওয়ার ঠিক দু'মাস পর মৃৎশিল্পী বাড়িতে এসে মায়ের মূর্তি গড়ার মূল কাজ শুরু করেন। পুজোর রীতিনীতির ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত পরিবার অত্যন্ত কঠোর। দুর্গাপুজোর সময় বাইরের কোনো ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত দিয়ে পুজোর কাজ করানো যায় না।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

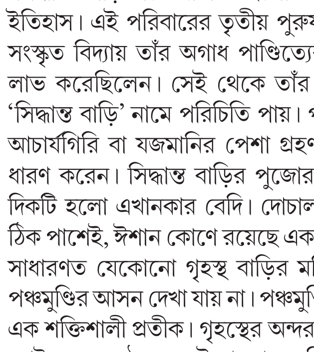

ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা।

মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। আসল শক্তি দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তিশালী হতে পারেন না। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। রূপদায়িনী। জ্ঞানদায়িণী। মহা মন্ত্রদায়িণী। তিনি অভয় দান করে থাকেন।

## বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। নরেনকে জয় করার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা থাকেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি।

তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। শক্তিকে গ্রহণ করে কোনও পথ ধরে এগিয়ে চললে জয় করা সম্ভব তার উপায় বের করতে হবে। সেই পথটা তিনি দেখান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস।মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

# ঘটক, গাইন, সাউ বাড়ির দুর্গা পুজো

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

(টাকি এবং ধান্যকুড়িয়ার জমিদাররা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁরা পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলায় জমিদার করতেন। ইচ্ছামতির দুই পাড় তাদের দখলে ছিল। তারা সেখানে একচেটিয়াভাবে জমিদারি করে গিয়েছেন। উত্তর ২৪ পরগনায় যতগুলি জমিদাররা রয়েছেন তাদের মধ্যে টাকি এবং ধান্যকুড়িয়ার জমিদার বিখ্যাত। টাকির রায়চৌধুরী জমিদার বাড়ি খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। তারপরে রয়েছে ধান্যকুড়িয়ার জমিদাররা। তাদের ঐতিহ্যও বাংলার অন্যান্য জমিদার দের চেয়ে কম ছিল না। এখনও বাংলাদেশের বহু প্রজারা এখনও টাকির জমিদার বাড়ির পুজো দেখতে আসে। ধান্যকুড়িয়ার জমিদার বাড়ির পুজো বাদ যায় না। তারা সেখানে পুজোর চারদিন বসবাস করে আবার বাংলাদেশে ফিরে যায়। বাংলা সীমানা দিয়ে ভাগ হয়ে গেলে বাংলার মানুষেরা নিজেদের ভাগ করে নেয়নি। দুই বাংলার মানুষ আজও এক রয়েছে সেটা প্রমাণ বহু পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা তখন পূর্ব বাংলাকে সহযোগিতা করেছিল। সেকথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার স্মরণ করেন। যাই হোক এই ইছামতির নদীর পাড়ে যেসব জমিদাররা বাসবাস করতেন তারা খুবই জাঁকজমক করে দুর্গা পুজো করতেন। প্রজাদের জন্য বস্ত্রদান থেকে শুরু করে তাদের আর্থিক সহায়তাসহ পুজোর চারদিন ধরে ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

**ঘটক বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগর মহকুমা অন্তর্গত শ্যামনগরের নওয়াপাড়ার ঘটক বাড়ির দুর্গা পুজো আজও সমান রীতিনীতি বহন করে পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। ১৬৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পুজো এবারে ৩২৯ বছরে পা দিল। পণ্ডিত রাম রাম বাচস্পতি এই পরিবারের আদি পুরুষ। তিনি গোবর ডাঙ্গা খান্টুরা থেকে পায়ে হেঁটে উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগরের নওয়া পাড়াতে এসে উপস্থিত হন। স্বপ্নে একটি শিবলিঙ্গ দেখে তাঁর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। নাম রাখা হয়েছিল রত্নেশ্বর। তাঁর হাত ধরেই ঘটক বাড়ির দুর্গা পুজোর প্রচলন শুরু হয়েছিল ১৬৯৮ সালে। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা পণ্ডিতদের মধ্যে একজন ছিলেন রাম রাম বাচস্পতি। তাঁর পুত্র অনন্তরাম রাজপরিবারের একটি ভালো বিয়ের সম্বন্ধ করে দেওয়ার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে ঘটকেশ্বরী উপাধিতে সম্মানিত করেন। তারপর থেকে এই পরিবার চট্টোপাধ্যায় থেকে ঘটক পরিবার হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। একবার এই পুজোর করা কোনও আর্থিক সঙ্গতি না থাকার ফলে দেবী স্বপ্ন দিয়ে ছিলেন থোরের নৈবেদ্য এবং গঙ্গাজল দিয়ে তাঁর পুজো করতে। সেই থেকে থোরের নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি রয়েছে। বংশ পরম্পরায় বাড়ি সদস্যরাই এই পুজো করে থাকেন। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজো হয়। তারপরে প্রতিমা নির্মাণ শুরু হয়ে থাকে। সন্ধি পুজোর সময়ে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রদীপের আলোতে মাকে সবাই ভক্তি ভরে ডাকেন। দশমীর দিন সিন্দুর খেলা থেকে শুরু করে আনন্দের সঙ্গে মাকে বিদায় জানানোর দুঃখ থাকে। রত্নেশ্বর ঘাটে বাঁশ দিয়ে পালকির মনতো দোলা তৈরি করে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া রীতি রয়েছে। গত বছর দশম পুরুষ অমর নাথ ঘটক প্রয়াত হওয়ার ফলে এবারে তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ ঘটক পুজোর সার্বিক

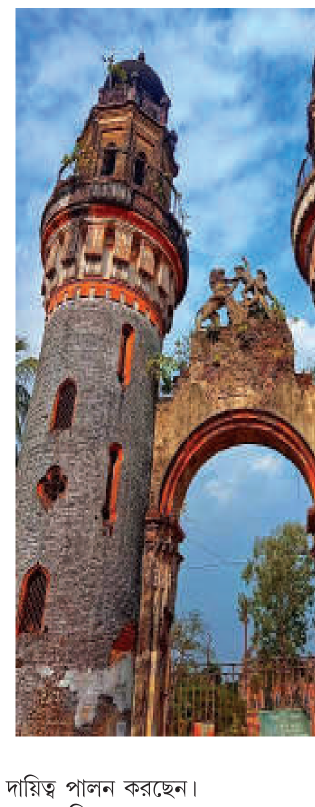

দায়িত্ব পালন করছেন।

ধান্যকুড়িয়া আগে সুন্দরবন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঘন বনাঞ্চল এবং লবণাক্ত জলাশয়ে পরিপূর্ণ ছিল এই এলাকাটি। ১৭৫২ সালে জগন্নাথ দাস তাঁর পরিবার নিয়ে এখানে আসে বসবাস করতে শুরু করেন। দাস পরিবার ধান্যকড়িয়া স্থাপন করার পর পাইন, সাউ, বল্লভ এবং মণ্ডলের মতো বহু ব্যবসায়ীরা এখানে এসে উপস্থিত হয়ে ব্যবসা করতে শুরু করে। তারা বহু ঐতিহ্যময় বসতবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। ধান এবং আখের খেত ছিল প্রচুর। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতি দিয়ে তাঁরা নিজেদের বসত বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন যা আজও ঐতিহ্যময়। ১৮৮৫ সালে মহেন্দ্র নাথ গাইন এবং উপেন্দ্রনাথ সাউ প্রথম ইংরেজি ধান্যকুড়িয়ায় স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে সাউ পরিবার গ্রামে দাতব্য চিকিৎসাচল স্থাপন করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে একটি মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল। দুভিক্ষের সময়ে ধান্যকুড়িয়া জমিদার পরিবারের থেকে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

**গাইন জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** ধান্যকুড়িয়াতে গাইন ক্যাসেল রয়েছে যা বাংলার ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা আজকে সরকার অধিগ্রহণ করেছে। এটি গাইনদের বাগান বাড়ি ছিল। বিলাতের উইণ্ডসর ক্যাসেলের মতো দেখতে লাগে। গাইন পরিবারের আর একটি বাড়ি রয়েছে যা গাইন ম্যানসন নামে পরিচিত। এই বাড়িতে গাইন পরিবারের সব সদস্যরা বসবাস করেন। তিন তলা টাওযাব রয়েছে নজর মিনার। এই নজর মিনার দিয়ে কারা গ্রামে আসছে তার দিকে লক্ষ্য রাখতো সেখানকাব রক্ষীরা। গাইন পবিবাব তাদেব. সম্পত্তি রক্ষা করতে সব সময়ে লেঠেল বাহিনী রাখতো। সেই সব লেঠেল রক্ষীরা গাইন বাড়ি বা প্রসাদকে রক্ষা কবতো। এমনকী প্রয়োজন হলে গুলি বন্দুক ব্যবহার করতে গাইন পরিবার দ্বিধাবোধ করতো না। ডাকাতরা ভয়ে গাইন বাড়িতে ডাকাতি করতো যেত না। তবে তাদের দুর্গা পুজোর সময়ে বাড়ির মেয়েরা কারোর সমানে এসে উপস্থিত হতো না। সবাই পর্দার আড়াল থেকে পুজো দেখতে বা অঞ্জলি দিত। তবে এখন সেসব রীতি উঠে গিয়েছে। গাইন পরিবারের বড় বৌ প্রজাদের সঙ্গে পুজোর সময়ে একদিন মিলিত হয়ে আলাপ করতেন। প্রজারা কে কেমন আছে তার খবর তিনি নিতেন। তারপরে আর বাড়ির মেয়েরা ঘর থেকে বাইরে বের হতো না। তবে জানা গিয়েছে ঘরের মেয়েরা লেখাপড়ায় অংশ গ্রহণ করতো। গান বাজনা শিখত। নাচও তারা শিখত। ইসলামিক শৈলীতে নির্মিত এটি। মহেন্দ্রনাথ গাইন এই বাড়িটি নির্মাণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। গাইন ম্যানসনে রয়েছে তাদের কুল দেবতা শ্যামসুন্দর জিউ এর মন্দির। রয়েছে ঠাকুর দালান। এখানেই দুর্গা পুজোর আয়োজন করে থাকেন গাইন পরিবারের সদস্যরা। শ্যামসুন্দর জিউ এর মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল ১৮২১ সালে। এখানে রাসমঞ্চ রয়েছে। নয়টি চূড়া রাসমঞ্চ। ধান্যকুড়িয়াতে বৈষ্ণব মত প্রচলিত ছিল। তার ফলে সেখানে রাস মেলা হতে দেখা যায়।

**সাউ বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** গাইন ম্যানসনের উল্টোদিকে রয়েছে সাউ বাড়ি। সেখানকার দরজা খিলান করিন্থিয়ান স্তম্ভ। সেখানে কাচের নকসা। প্রায় পতিত চন্দ্র সাউ এই কাচ নিয়ে এসে প্রসাদের কক্ষে লাগিয়ে সৌন্দর্যকে আর সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। কাচের খিলান সব সময়ে দর্শকদের জন্য খোলা থাকে। এখানে সাউ পরিবারের বাগান বাড়ি রয়েছে। সুন্দর ঠাকুর দালানও রয়েছে। সেখানেই মা দুর্গা পুজিত হয়ে থাকেন। বাড়ির মহিলারা পুজোয় অংশ গ্রহণ করে। আগেকার সময়ে বাড়ির মহিলাদের বাইরে আসা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল সেটা আর আজকে নেই। সবই উঠে গিয়েছে। এখন বাড়ির মহিলারা পুজোয় অংশ গ্রহণ করে এবং গাইন এবং বল্লভ বাড়ির পুজোর দল বেধে দেখতে যায়। সেই সময়ে গাইন সাউ বাড়ির মহিলা থেকে শুরু করে বল্লভ বাড়ি মহিলারা একত্রে বেশ খানিকক্ষণ সময় ধরে আড্ডা জমায়। তবে বেশিক্ষণ আড্ডা দিতে পারে না মহিলারা। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাঁদের বাড়িতে নিজস্ব মা দুর্গা পুজো রয়েছে। রয়েছে আরতি থেকে শুরু করে পরবর্তী আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন। তবে বিজয়া দশমির পরে এই বল্লভ, গাইন এবং সাউ পবিরারের মহিলারা একত্রে মিলিত হয়ে মিষ্টি মুখ করে থাকে। বিজয়ার আর্শিবাদ এবং প্রণাম গ্রহণ করে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ পরিবারের পুরুষরাও মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে আলিঙ্গনবদ্ধ হন। ঠাকুর দালানে পৌঁছানোর জন্য গর্ভগৃহ রয়েছে। সাউ পরিবারের বাগান বাড়িও রয়েছে। ঠিক একেবারে গাইন পরিবারের বাগান বাড়ির মতোই সুন্দর। সাউ পরিবারের দুর্গা পুজো বেশ জাঁক জমক করে হয়ে থাকে। আগে বহু বহু প্রজারা ওপার বাংলা থেকে উপস্থিত হতো। তারা সাউ পরিবারের জমিতে এই চাষিরা চাষবাস করতো। তাদের জন্য অন্ন এবং নতুন বস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। সাউ চাষিরা কোনও সময়ে দুঃখ পাক এটা একেবারে পচ্ছন্দ করতো না। **বল্লভ বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** বল্লভ ম্যানসন রয়েছে সাউ ম্যানসনের পিছনের দিকে। সেখানে একটি পুকুর রয়েছে। এই বল্লভ ম্যানসনটি নির্মাণ করেছিলেন শ্যামাচরণ বল্লভ।

# 'চন্দ্রভিলা'র চন্দ্রনাথ দে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন

**অভিজিৎ ব্যানার্জি**

আমহার্স্ট স্ট্রীটের 'চন্দ্র ভিলা'-এখানে যে অধিকাংশ ছবি দেখছেন, সেগুলি বহুবাজার স্ট্রীট , আমহার্স্ট স্ট্রীট ও নেবুতলা লেন (পূর্বনাম- সেন্ট জেমস স্ট্রীট) অর্থাৎ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, রাজা রামমোহন সরণি ও শশিভূষণ দে স্ট্রীটের সংযোগস্থলের উত্তর- পশ্চিম কোণের দিকে ১৫২বি (বিভাজনের পূর্বে ১৫২)-নং আমহার্স্ট স্ট্রীট অর্থাৎ রাজা রামমোহন সরণিতে অবস্থিত 'চন্দ্র ভিলা'-র।

এই 'চন্দ্র ভিলা', যাঁর নামে, তাঁর পরিবারের পুরাতন কলকাতার গল্প শুরু তাঁর পিতা মাধবচন্দ্র দে থেকে শুরু। তিনি মারা গেলে, তাঁর স্ত্রী সহমৃতা হন। দুই পুত্র আশ্রয় পান রিষড়ায় মামার কাছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীকুমারের একটি পুত্র ছিল। যখন বিয়ে আসন্ন, তখন কলেরায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মাধবচন্দ্র দের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকুমার মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে এম.ডি. করেন। তিনি ১৮৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত ছাত্র হন। তিনি জুনিয়াস ভোগেল-এর লেখা হেমেটোলজির জার্মান বই 'ডিসঅর্ডারস অফ দ্যা ব্লাড' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ১২টি ইউরোপীয়াণ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক এবং ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ প্রস্তাবের অন্যতম স্বাক্ষরকারী।

চন্দ্রকুমার দের পুত্র- নন্দলাল, নরেন্দ্রলাল, উপেন্দ্রলাল ও সুরেন্দ্রলাল দে'রা। নন্দলাল ও উপেন্দ্রলাল নিঃসন্তান ছিলেন, হয়তো বা অকৃতদার। নন্দলাল দে কলকাতা এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ছিলেন এবং বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ১০টি ইউরোপিয়ান ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

নরেন্দ্রলাল দে ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী। কলিকাতা পুলিশ আদালতে বার লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন। স্বনামধন্য অধ্যাপক। দার্জিলিং সেন্ট পলস্ স্কুল ও কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ল্যাটিন, ফরাসি, গণিত, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ইংরাজী, দর্শন এতগুলি বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ওঁনার কাছ থেকে ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর দুই সন্তান- কন্যা সরযূবালা ও পুত্র মন্মথনাথ।

সরযূবালার বিয়ে হয় যতীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে। সরযূ অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন, কিন্তু কুড়ি বছর বয়স হওয়ার আগেই নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মন্মথলাল ওরফে মোনা দে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়ে, মেম বিয়ে করে সেখানেই রয়ে যান।

হতাশ নরেন্দ্রলাল মৃত্যুকালে তাঁর সমস্ত বিষয় আশয় সুরেন্দ্রলালের দুই পুত্র- ধীরেন্দ্রলাল ও বীরেন্দ্র লালকে দিয়ে যান। শুধুমাত্র নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি রেখে যান মন্মথলালের জন্য। সে টাকা নিতে প্রথমবার বাড়ি ফিরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে মন্মথলাল মলমূত্র মাখামাখি হয়ে শয্যাশায়ী অবস্থায় মারা যান। বীরেন্দ্রলাল দে আজীবন গান্ধীবাদী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। খদ্দর ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র পরিধান করতেন না। ব্রিজ খেলার প্রবর্তক ও একজন নামী ব্রিজ খেলোয়াড় ছিলেন।

সম্পত্তির অধিকার নিয়ে ধীরেন্দ্র-বীরেন্দ্রর মধ্যে মামলা বাধে। বাড়ি দু টুকরো হয়ে যায়। দক্ষিণের অংশ পান ধীরেন্দ্র, সেই অংশেই ছিল চন্দ্রকুমার ও তাঁর পুত্রদের বিশাল গ্রন্থ সংগ্রহ। অপুত্রক ধীরেন্দ্রলালের দুই মেয়ে সেই সব সম্পদ ও বাড়ি হস্তান্তর করেছেন, সেখানে এখন বহুতল। উত্তর দিকের অংশ পান বীরেন্দ্রলাল। বীরেন্দ্রনাথ দের একমাত্র পুত্র ভূপেন্দ্র কুমার। তিনি ছিলেন সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের স্বনামধন্য আইনজীবী। একজন দরদী সমাজসেবী ছিলেন। মধ্য কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। কলিকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন, এবং কলিকাতা হোমগার্ড অর্গানাইজেশনের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল ক্যালকাটা স্পোর্টিং ক্লাব কলকাতা ময়দানে ফুট ও ক্রিকেট খেলায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসায় আর্থিক সাহায্য দান করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিরাময় চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কাজ করে চলছে। শতাব্দী প্রাচীন আবাস 'দি রিফিউজ' প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন।

তাঁর একমাত্র পুত্র আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ বিশ্বরূপ দে। তিনিই মাধবচন্দ্র দের একমাত্র বংশধর। দুর্গাপূজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গাপূজা এই বাড়িটির পাশ দিয়ে দেখতে যাবে। কিন্তু তাঁদের নজরে এই বাড়িটি ও এটির পুরাতন কলকাতার গল্প পড়বে কি?

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মধ্য কলকাতা ছিল বিপ্লবীদের ঘাঁটি। মধ্য কলকাতা শুধু বিপ্লবীদের ঘাঁটি হিসাবে ইতিহাসের পাতায় পরিচিত তা নয়, পাশাপাশি বাংলার নবজাগরণে মধ্য কলকাতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে ইতিহাসের পাতার উল্লেখ রয়েছে। মধ্য কলকাতায় গড়ে উঠেছে সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে ভারত বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই মধ্য কলকাতায় বসবাস করেছেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, স্যার জেমস লং, আলেকজাণ্ডার ডাফ, ডেভিড হেয়ার, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দানবীর মতিলাল শীল, কেশব চন্দ্র সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, রাজা ঋষিকেশ লাহা, রাজা সুবোধ মল্লিক, মধুসূদন গুপ্ত, বিধানচন্দ্র রায় এর মতো আরও বহু বিখ্যাত মনীষীরা। মধ্য কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিপ্লবীদের মধ্যে মধ্য কলকাতায় বসবাস করতেন অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখ্যার্জি, গিরিন ব্যানার্জি, হরিশ সিকদার সহ জানা অজানা আরও বহু বিপ্লবীরা। মধ্য কলকাতার কানাই ধর লেন থেকে বিপ্লবীদের 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হত। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল মধ্য কলকাতা থেকেই। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্য কলকাতায় বসু মল্লিকদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখান থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ছাত্র এবং ব্যক্তিদের নিয়ে কলেজ স্কোয়ারে (বর্তমান বিদ্যাসাগর উদ্যান) রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়ে এক মহামিছিল করেন। 'বাংলার মাটি বাংলা জল গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মহামিছিল এগিয়ে চলতে শুরু করে। সেই মিছিল বড় মসজিদ (নাখোদা মসজিদ) গিয়ে উপস্থিত হলে কবিগুরু সবার হাতে রাখি পরিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দু মুসলিম এক হয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠার ফলে ব্রিটিশ সরকার ভীত হয়ে পড়ে। পরে সেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মহামিছিল (হিন্দু মুসলিম এক হয়ে) বাগবাজারে বসু বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে সবাই প্রীতি ভোজনে অংশ গ্রহণ করে শপথ গ্রহণ করে যে বাংলাকে ভাগ হতে দেওয়া চলবে না। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একদিন অরন্ধন দিবস পালন করা হবে বাংলা জুড়ে।

কারোর বাড়িতে উনুন জ্বলবে না। রবীন্দ্রনাথ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যো পাধ্যায় সহ আরও বাংলার তৎকালীন দেশ নেতারা কলকাতা টাউন হলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভার আয়োজন করেছিল।

সেই সভায় উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এসরাজ বাজিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গানের সঙ্গে। মধ্য কলকাতা জুড়ে বাংলার বিপ্লবীদের ঘাঁটি তৈরি হতে থাকে। মধ্য কলকাতায় গড়ে উঠেছিল 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসো সিয়েশন' (ভারত সভা)। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ভারত সভার সদস্যরা অংশ গ্রহণ করে। মধ্য কলকাতা ছিল বিপ্লবী ঘাটি।

# কথা সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

**সমৃদ্ধ দত্ত**

কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরলোকগমন করেন ১৩ অক্টোবর, ১৯৬৪ সালে। বাল্যকাল থেকেই কল্পনাপ্রবণ ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ছিলেন তিনি। তিনি পালিয়ে বোম্বাই যান এবং ওস্তাদ করম তুল্লার নিকট সেতারবাদন শেখেন। কিছুকাল পরে কলকাতায় ফিরে তিনি চৌরঙ্গীর একটি ক্রীড়া সামগ্রীর দোকানে চাকরি করেন। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত হন এবং বৈকালী, যাদুঘর, হিন্দুস্তান, ভারতবর্ষ , সংকল্প, নাচঘর ও ভারতী পত্রিকায় কাজ করেন। আকাশবাণীর বাংলা মুখপত্র বেতারজগৎ-এর তিনিই ছিলেন প্রথম সম্পাদক। তিনি। ওঁর পরিচালিত অন্যান্য ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'ভারত-কী-বেটী', 'অবতার', 'চিরকুমার সভা', 'ইহুদী কী লেড়কী', প্রভৃতি। ওঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আনার কলি', 'বাজীকর', 'চাষার মেয়ে', 'কল্পনা দেবী' এবং 'মহাস্থবির জাতক'। এদের মধ্যে 'মহাস্থবির জাতক' নিঃসন্দেহে ওঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

জন্ম - ফরিদপুরে তাঁর জন্ম। পিতা মহেশচন্দ্র আতর্থী ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রচারক ও লেখক। শৈশবকাল থেকেই প্রেমাঙ্কুর কলকাতায় বসবাস করেন। সেখানে ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে তাঁর প্রথম অধ্যয়ন শুরু হয়। পরে একে একে ডাফ স্কুল, কেশব একাডেমী, সিটি স্কুল এবং ব্রাহ্ম বয়েজ বোর্ডিং অ্যান্ড ডে স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন। কিন্তু কোথাও স্থায়িভাবে অধ্যয়ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা লাভ করা সম্ভব না হলেও নিজ চেষ্টায় তিনি দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কর্মজীবন - প্রেমাঙ্কুর পুনর্জন্ম নামে একটি বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। পরে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনাও করেন। প্রথমে লাহোরের একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানে এবং পরে কলকাতার নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডে তিনি চিত্র পরিচালনা করেন। তাঁর পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে দেনা পাওনা, কপালকুণ্ডলা, দিকশূল, ভারত কী বেটী, সুধার প্রেম, ইহুদী

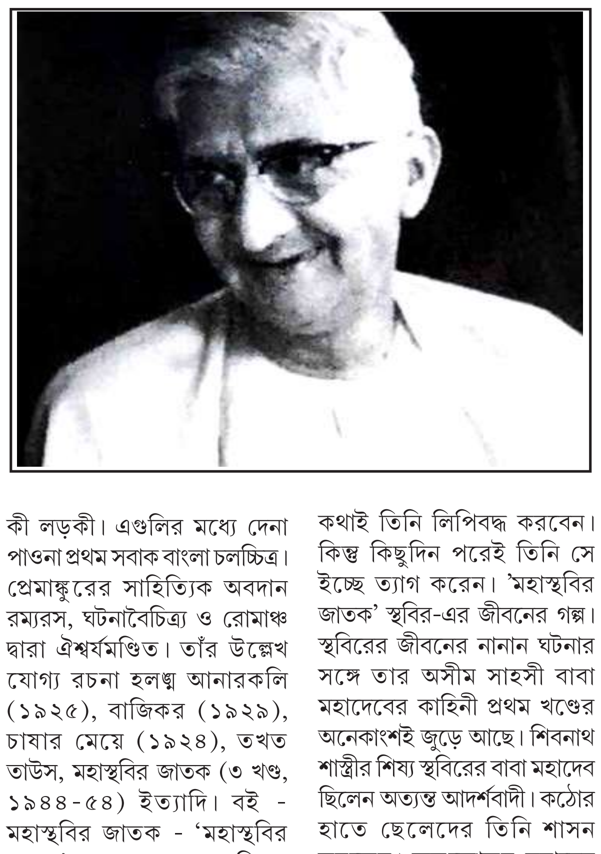

কী লড়কী। এগুলির মধ্যে দেনা পাওনা প্রথম সবাক বাংলা চলচ্চিত্র। প্রেমাঙ্কুরের সাহিত্যিক অবদান রম্যরস, ঘটনাবৈচিত্র্য ও রোমাঞ্চ দ্বারা ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তাঁর উল্লেখ যোগ্য রচনা হলঞ্জ আনারকলি (১৯২৫), বাজিকর (১৯২৯), চাষার মেয়ে (১৯২৪), তখত তাউস, মহাস্থবির জাতক (৩ খণ্ড, ১৯৪৪-৫৪) ইত্যাদি। বই - মহাস্থবির জাতক - 'মহাস্থবির জাতক'-এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় 'মহাস্থবির' (প্রেমাঙ্কুর আতর্থী) লিখেছিলেনঞ্জ মানুষের জীবনের কাহিনীই সব-চাইতে বিচিত্র উপন্যাস - উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের জন্য আশা করি কারও কাছে কোনও জবাবাদিহিতে পড়তে হবে না। চার-খণ্ডের সম্পূর্ণ বইটি লিখে ও বলে শেষ করতে ওঁর লেগেছিল কুড়ি বছর। চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয় প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মৃত্যুর পরে। এই খণ্ডটি লেখার সময়ে তিনি প্রায় দশ বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। কবি উমা দেবীকে মুখে মুখে বলতেন, আর তিনি সেগুলো লিপিবদ্ধ করতেন। চতুর্থ পর্ব-এর নিবেদনে উমা দেবী লিখেছিলেনঞ্জ মহাস্থবির জাতকের প্রথম পর্ব যখন লেখা হচ্ছিল, তখন একদিন কথা প্রসঙ্গে (প্রেমাঙ্কুর আতর্থী) বলেছিলেন, যে, পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ের কথাই তিনি লিপিবদ্ধ করবেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি সে ইচ্ছে ত্যাগ করেন। 'মহাস্থবির জাতক' স্থবির-এর জীবনের গল্প। স্থবিরের জীবনের নানান ঘটনার সঙ্গে তার অসীম সাহসী বাবা মহাদেবের কাহিনী প্রথম খণ্ডের অনেকাংশই জুড়ে আছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর শিষ্য স্থবিরের বাবা মহাদেব ছিলেন অত্যন্ত আদর্শবাদী। কঠোর হাতে ছেলেদের তিনি শাসন করতেন। অকুতোভয় মহাদেব একটি বিধবা মেয়েকে দুজন আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য খালি হাতে তাদের সঙ্গে যুঝেছিলেন - তার বিস্তৃত বিবরণ বইটিতে রয়েছে। বাস্তব জীবনে প্রেমাঙ্কুরের আদর্শবাদী শাসন-প্রিয় ব্রাহ্ম পিতা মহেশচন্দ্র দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা করতে গিয়ে আহত হন। বইটিতে রয়েছে স্থবিরের একাধিক বার বাড়ি ছেড়ে পালানোর কাহিনী - প্রথম বার পনেরো বছর বয়সে এক নিস্ফল প্রেমের পরে; তবে মুম্বাইয়ে নয় - কাশীতে। ঘটনাবহুল মহাস্থবির জাতক-এ বহু চরিত্র একের পর এক এসেছে। রম্যরস, ঘটনাবৈচিত্র্য ও রোমাঞ্চপূর্ণ চারখণ্ডের এই বইটি একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে থাকা কঠিন। চতুর্থ খণ্ডের শেষে রয়েছেঞ্জ আজ সর্ব-সমক্ষে এই কথা বলে যেতে পারি যে প্রান্তরের গান আমার এই জাতকে আমি কোনও কৃত্রিম ঘরবাড়ি বসাই নি। মানুষকে দেখেছি, কিন্তু তাকে সাজাই নি। তার বিষ ও তার অমৃত দুই-ই দু'হাতে ভরে নিয়ে সর্বাঙ্গে লেপেছি। কোনও ছেঁদো-কথার জাল ফেলে উড়ন্ত-পাখির ডানা বাঁধতে চাই নি।

চিত্র-পরিচালক হিসেবে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর যা পরিচিতি তার ঢের বেশি পরিচিতি লেখক হিসেবে। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ মিলিয়ে ওঁর রচনা সংখ্যা প্রচুর। তবে আর কিছু না লিখে শুধু মহাস্থবির জাতক - বইটি লিখলেও বাংলা সাহিত্য জগতে ওঁর আসনটি পাকা হয়েই থাকতো। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আত্মজীবনীমূলক এই বইয়ে নিজের জীবনের মাত্র ২৫ টি বছর উনি ধরে রাখবেন স্থির করেছিলেন। নইলে সেই সময়কার সিনেমা জগতের একটি সুন্দর পরিচিতি আমরা এই দক্ষ লেখকের হাত থেকে পেতাম। ভারতী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হেমেন্দ্র কুমার রায় আর চলচ্চিত্রকার পশুপতি চট্টো পাধ্যায়ের সঙ্গে নাচঘর পত্রিকাও কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন। ১৯২৯ সালে উনিই অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র বেতার-জগৎ পত্রিকাটি শুরু করেন। কৃষ্ণ হালদার ছদ্মনাম নিয়ে অভিনয় জগতের শুরু। নির্বাক চিত্র পুনর্জন্ম (১৯২৭) ছিল ওঁর প্রথম বই। পরে ১৯৩২ সালে নতুন করে সবাক পুনর্জন্ম তৈরি করা হয়। ১৯২৭ সাল থেকেই বি এন সরকারের কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

# ঢাকের তালে নারী জাগরণ, গ্রাম বাংলা থেকে শহরের রাজপথে এবার মুর্শিদাবাদের রাইহাটের মহিলা ঢাকিরা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৪ অক্টোবর ঃ পিতৃ পক্ষের অবসান, মাতৃপক্ষের সূচনা। শরতের আকাশে

এখন পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ভেলা, মাঠে মাঠে কাশফুলের দোলা। বাতাসে শিউলির গন্ধ, ভোরের শিশিরে আগমনীর সুর। বছর ঘুরে আবার ঘরে ফিরছেন উমা, সঙ্গে তাঁর ছেলে-মেয়েরা। ঢাকের বোলে, ধুনুচির ধোঁয়ায়, কাঁসরের তালে তালেই তো জেগে ওঠেন মা। আর সেই ঢাকের বোল এবার বাজছে একটু অন্য সুরে, একটু অন্য হাতে। পুরুষের কাঁধ ছেড়ে ঢাক উঠেছে গ্রামের মেয়েদের কাঁধে। মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার রাইহাট গ্রাম। চারিদিকে এখনও মাটির গন্ধ, ধানের ক্ষেত, পুকুর পাড়ে বিকেলের আড্ডা। এই গ্রামেরই ঘর সামলে, সন্তান সামলে, সংসারের হাজারো কাজের ফাঁকে একদল মহিলা এখন কাঁধে ঢাক তুলে নিয়েছেন। আর মাত্র দুটো দিন, তারপরেই ষষ্ঠীর বোধন। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে যখন পুরোহিত মন্ত্র পড়বেন, তখন তাদের ঢাকের বোলে জেগে উঠবেন মা। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। কখনও প্রশিক্ষকের উঠোনে, কখনও গ্রামের ফাঁকা মাঠে বসছে মহড়া। পুরুষ ঢাকিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, কোথাও তাদের ছাপিয়ে যাওয়ার এক অদম্য জেদ তাদের চোখে-মুখে। এই গল্পের শুরুটা ২০১৭ সালে। রাইহাট গ্রামের বাসিন্দা নিমাই দাস। পেশায় ঢাকি, নিজের একটি পুরুষ ঢাকির দলও আছে তাঁর। বিভিন্ন পুজো, অনুষ্ঠানে বাজাতে যান। সেখানেই একদিন দেখলেন, মঞ্চে মেয়েরা গিটার বাজাচ্ছে, কিবোর্ড বাজাচ্ছে, ড্রাম বাজাচ্ছে। তখনই মাথায় ভাবনাটা খেলে গেল। তিনি জানান, অন্যেরা যখন পারছে, আমাদের গ্রামের মেয়েরা কেন পারবে না? তারা কেন শুধু ঘরের চার দেওয়ালেই আটকে থাকবে? তারাও তো দেশ-দুনিয়া দেখতে পারে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। শুরুটা হয়েছিল নিজের বাড়ি থেকেই। বাড়ির ও পাশের বাড়ির দু-একজন বউকে নিয়ে। ঢাক তুলে দিয়েছিলেন তাঁদের কাঁধে। প্রথম প্রথম গ্রামের অনেকেই বাঁকা চোখে দেখেছিল। মেয়েরা ঢাক বাজাবে? এ আবার কেমন কথা? কটূক্তি, হাসি- ঠাট্টা কম শুনতে হয়নি। কিন্তু নিমাই দাস হাল ছাড়েননি। এরপর একজন, দুজন করে বাড়তে লাগল দল। তৈরি হলো - 'রাইহাট সরস্বতী মাতা উন্নয়ন ঢাক সমিতি'। আজ সেই দলে প্রায় কুড়ি- পঁচিশ জন মহিলা। কেউ গৃহবধূ, কেউ কলেজ পড়ুয়া, কেউ আবার দুই সন্তানের মা। সংসারের সব কাজ সেরে, দুপুরের বিশ্রামটুকু ভুলে তারা ছুটে আসেন ঢাকের টানে। দলের সদস্যা কাকলি দাস বলেন, আমাদের গুরুদেব নিমাই দা হাতে ধরে শিখিয়েছেন। শুধু বাজনা নয়, আত্মবিশ্বাসটাও উনি আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আগে ভাবতাম আমরা পারব না। এখন বুঝেছি, ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। আমরা সবাই সমান। চাই আরও মেয়েরা আমাদের দলে আসুক, শিখুক। আর এক সদস্যা রিয়া দাসের গলায় আরও দৃঢ়তা, মেয়েরা পারে না, এমন কোনও কাজ নেই। সারা পৃথিবীতে মেয়েরা আজ প্লেন চালাচ্ছে, পাহাড়ে চড়ছে। আমরা যদি ঘরে বসে থাকি, তাহলে তো আরও পিছিয়ে পড়ব। যারা একদিন আমাদের নিন্দে করত, আজ তারাই এসে বাহবা দিচ্ছে। এইটাই আমাদের বড় পাওয়া। আমাদের দেখে যদি আর পাঁচটা মেয়ে অনুপ্রাণিত হয়, সেটাই আমাদের জয়। প্রশিক্ষক নিমাই দাসের চোখে এখন অন্য স্বপ্ন। তিনি বলেন, আমার পুরুষ ঢাকির দল নিয়ে তো অনেক জায়গায় গেছি। কিন্তু এই মহিলা দল নিয়ে যে আনন্দ পাই, তা আলাদা। এরা অনেক বেশি নিষ্ঠাবান, অনেক বেশি পরিশ্রমী। রাইহাট থেকে শুরু করে আজ আমরা আশেপাশের অনেক গ্রাম, বহরমপুর, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এমনকি কলকাতাতেও অনুষ্ঠান করে এসেছি। সবাই অবাক হয়ে দেখে, মহিলারা ঢাক বাজাচ্ছে! সম্মানও দেয়। তিনি একটা আক্ষেপের কথাও জানালেন। কিছুদিন আগে বিদেশ থেকেও ডাক এসেছিল তাদের অনুষ্ঠানের জন্য। কিন্তু অনেকেরই পাসপোর্ট না থাকায় যাওয়া হয়নি। নিমাই বাবুর ইচ্ছে, আগামী দিনে সবার পাসপোর্ট করিয়ে নিতে পারে তাহলে রাইহাটের এই ঢাকের বোল শুধু বাংলায় নয়, দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের মাটিতেও বাজবে। পুজো আসছে। মা দুর্গা আসছেন। তিনি নিজেই তো নারী শক্তির প্রতীক। অসুরদলনী, দশভুজা। সেই শক্তি্র আরাধনায় যখন পুরুষতান্ত্রিকতার বেড়া ভেঙে গ্রামের সাধারণ মেয়েরা কাঁধে ঢাক তুলে নেন, তখন তা শুধু একটা বাদ্যযন্ত্রের প্রদর্শনী থাকে না। তা হয়ে ওঠে এক জাগরণের প্রতীক।

**NOTICE INVITING 03 NOS E-TENDER No WB/BDO/BLR/NIeT-09/2026-27, Dated-13.10.2026**

E- Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractor for 03 nos. construction work under Balarampur Development Block. Period for downloading of bid documents 14.10.2026 from 10.00 A.M. up to 27.10.2026 to 6.55 P.M. and the time & date of opening of technical bid on 30.10.2026 at 11 A.M. The Financial bid to be notified.

For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in in any working day before the last date for submission of bid documents.

**Sd/- Block Development Officer**
**Balarampur Development Block**

**সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি**

**পাবলিক নোটিশ / সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটস্থিত DL&LRO বিচারাধীন-L.R. Appeal Case No. 162/2025 বর্তমানে সক্রিয় রয়েছে। উক্ত মামলার আবেদনকারী হলেন আমার মক্কেল, কল্পনা সেন শীল পিতা/ অংশঃ স্বর্গীয় নলিনী কান্ত শীল।

**বিতর্কিত সম্পত্তির বিবরণ**

**অবস্থান ও মৌজাঃ** মৌজা- পতিরাম (জে.এল, নং ১৮৭), জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর ব্লক- বালুরঘাট, থানা- পতিরাম।

**দাগের বিবরণঃ** এল.আর, দাগ নং ৩১, আর.এস. দাগ নং ১৭

**শ্রেণি ও পরিমাণঃ** জমির শ্রেণি - বাস্তু। মোট পরিমাণ ০.২৪ একর।

উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় সর্বসাধারণকে এই জমি ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধক রাখা বা দলিলের কোনো পরিবর্তন না করার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করা হচ্ছে। মামলা চলাকালীন কেউ কোনো প্রকার লেনদেন করলে তা নিজ দায়িত্বে ও ঝুঁকিতে করবেন এবং তা এখতিয়ারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত রায়ের ওপর নির্ভরশীল ও আইনগতভাবে বাতিলযোগ্য হবে।

স্থানঃ জলপাইগুড়ি
তারিখঃ ০৭.১০.২০২৬

**Advocate**
**Noornowaz**
**Enrollment No: F/4013/3250/2022**

**কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ**

**ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল-টিআরডি-১৭-২৬-২৭ তারিখঃ** ০৭-১০-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **ডাক সংখ্যা. ইএল-টিআরডি-১৭-২৬-২৭। কাজের নামঃ** "কাটিহার মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধিনে ০৩ (তিন) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার, সামসি, ডালখোলা, গুঞ্জারিয়া, রাঙ্গাপানী, আরারিয়া, বাঙ্গালবাড়ি, বুনিয়াদপুর এবং কালিয়াগঞ্জ ট্রাকশন উপ ষ্টেশনের শান্ট কেপাসিটির ব্যাঙ্ক এবং টিএসএসের জন্যে ২৫ কেভি এসির ন্যুমারিক্যাল রিলে শামিল করে কন্ট্রোল এবং রিলে প্যানেলের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা"র সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ (ডালখোলা এবং কালিয়াগঞ্জ অলিন্দ মেক কন্ট্রোল এবং রিলে প্যানেল)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬২,৩০,৪০০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,২৪,৬০০/- টাকা। **ডাক সমাপ্তির তারিখঃ ২৯-১০-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **২৯-১০-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

**জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার**
**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**DHAVAL EXPORTS LIMITED**
**Regd. Office**: P-9, Shibtolla Street, 4th floor, Kolkata-700007
E-mail : mrgroup.del@gmail.com
**CIN: L51900WB2005PLC101305**

**NOTICE**

This is to inform you that as per **Regulation 29** of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Board of Directors of the Company have decided to meet on Saturday, the 14th day of November, 2026 at 3 P.M at the Registered Office of the Company to consider and take on record the unaudited Financial Result for the Quarter ended **30.09.2026.**

**For Dhaval Exports Ltd.**
**Sd/- ASHISH MORE**
**(Director)**
**DIN - 07155893**
Place : Kolkata
Date : 14.10.2026

**Abridged Notice Inviting e-Tender**

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 30 nos. various works in **NIT No-WBS24/BDO/Namkhana/NIT04/2627, Dated: 08/10/26**. For details visit **www.tenders.wb.gov.in** Tender ID: **2026_ZPHD_5078705_1 to 2026_ZPHD_5078705_30**. Last Date and time **27-10-2026, 6:55pm.**

**Sd/-**
**Executive Officer,**
**Namkhana Panchayat Samiti,**
**District South 24 Parganas**

# বিলুপ্তির পথে বাঁশ-শিল্প! আক্ষেপের মাঝেও ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন কুটিরশিল্পীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৪ অক্টোবর ঃ আধুনিকতার রমরমা আর প্লাস্টিকের অবাধ ব্যবহারের ভিড়ে আজ বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। বাজারে আধুনিক জিনিসপত্রের আধিপত্যের কারণে মার খাচ্ছে এই প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতি। তবে সব প্রতিকূলতা ও অভাব অনটনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী পেশাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে রয়েছেন বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত বাতাসপুর এলাকার একাধিক পরিবার। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এই এলাকার ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। সাংসারিক

নানা কাজের ফাঁকে সারাদিনের ব্যস্ততার মাঝেও কিছুটা সময় বের করে হাতে তুলে নিচ্ছেন বাঁশ ও বেত। বাড়ির নারী থেকে শুরু করে পুরুষ সকলেই সমান তালে হাত লাগাচ্ছেন তাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মে। এই মানুষগুলোর নিখুঁত হাতের জাদুতে তৈরি হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় ঝুড়ি, পেছে, ধামা ও কুলোর মতো ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র। ঠিক তেমনই একদম ছোটবেলা থেকে এই পেশার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন বাতাসপুরের বাসিন্দা। শত কষ্টের মাঝেও এই হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখাই যেন তাঁর জীবনের ব্রত। আধুনিকতার যুগেও তিনি এই কাজকেই নিজের জীবন-জীবিকার প্রধান সম্বল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বর্তমানে কঠোর পরিশ্রম আর অদম্য জেদ বজায় রেখে প্রতি মাসে সে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০টি ঝুড়ি, পেছে, ধামা ও কুলো তৈরি করছেন। এই সমস্ত বাঁশের জিনিসপত্র বাজারে বিক্রি করে মাসের শেষে তাঁর সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে নিট লাভ থাকছে প্রায় আট থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত। এই সামান্য আয়েই কোনওমতে সংসার চলে যায় তাঁর। একদিকে যখন প্লাস্টিকের দাপটে এই শিল্প ধুঁকছে, ঠিক তখনই বংসু দোলুইয়ের মতো স্থানীয় কারিগরদের এই নিরলস লড়াই গ্রামীণ অর্থনীতি ও বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে। তবে স্থানীয় কারিগরদের আশা, উপযুক্ত সরকারি সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই শিল্প আরও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। এখন দেখার বাতাসপুরের এই শিল্প বাঁচাতে ভবিষ্যত দিনে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয় কি না।

# ডুয়ার্সে হাতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর ঃ ডুয়ার্সে ফের হাতির মৃত্যু। বুধবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের সুকানি বস্তিতে রামকৃষ্ণ স্কুলের পিছনে একটি ধানখেত থেকে পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। হাতিটির মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বুধবার সকালে ধানখেতে হাতিটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে। পরে বন দফতরকে খবর দেওয়া হয়। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও তদন্তের পরেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

**কাটিহার ডিভিশনের অধীনে 'এটি' ওয়েল্ডিং পোর্শন-এর নির্মাণ ও সরবরাহ**

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ KIR/Engg./51 of 2026, তারিখঃ 08-10-2026।** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ডিইএন/।/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে সিঙ্গেল শট ক্রুসিবুল মেথড ও কম্প্রেসড এয়ার প্রিহিটিং ওয়েল্ডিং সিস্টেম ব্যবহার করে ৬০কেজি/৬০ইআই আর ২৬০/৫২কেজি ৯০ ইউটিএস রেল-এর জন্য 'এটি' ওয়েল্ডিং পোর্শন-এর নির্মাণ ও সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৭,৭৬,৭৯৬.৭৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৩৫,৫০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**আলিপুরদুয়ার জং. -এ ইলেকট্রিক্যাল কাজ**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এপি/ইএল/১৪/২৬-২৭/আরটি; তারিখ:** ০৮-১০-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম:** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে: ইলেকট্রিক্যাল কাজ : সিনিয়র ডিইএন/।/ আলিপুরদুয়ার জংশন-এর এখতিয়ারভুক্ত রাণীনগর জলপাইগুড়ি জং.-জলপাইগুড়ি রোডের মধ্যে বিআর নং ৩৩/এ কিমি ৩২/১-২, নিউ ময়নাগুড়ি - বেতগাড়া মধ্যবর্তী কিমি ৫০/৫-৬ এ ৫৬এ, আলতাগ্রাম-ধূপগুড়ির মধ্যবর্তী কিমি ৬১/৭-৮ দূরত্বে ৬৬/এ এবং ফালাকাটা - গুমানিহাট ইত্যাদির মধ্যে কিমি ৯৪/২-৩ এ ১০৪/এ -তে সাম্প/ছাদের আচ্ছাদনের সাথে যুক্ত এলএইচএস/ আরইউবি -এ জলজট নিষ্কাশনের জন্য কভার শেড, সাম্প ছাদ এবং পাম্পিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ওয়াল, রিটার্ন ভ্যালভ সহ ড্রেনিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, এলএইচএস/আরইউবি-এর অ্যাপ্রোচ রোডের উভয় প্রান্তে হাম্প এবং পাম্প হাউসের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ২৭,০৬,০১৯.২৮/-টাকা; **বায়না মূল্য:** ৫৪,১০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **৩০-১০-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলা ১৫:৩০** টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

**সিনিয়র ডিইই/জিএন্ডসিএইচজি./এপিডিজে**
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**Tender/Quotation Notice**
**Labpur Development Block**
**Labpur, Birbhum**
**Vide NIeT No: 02/VBGRAMG/LAB/2026-27**

E-Tenders are invited for Supply work. Bid submission start-14/10/2026. Ends-27/10/2026. For more details, please visit **www.tenders.wb.gov.in** or office notice board.

**Sd/- Block Development Officer**
**Labpur Development Block**

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICR**
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213.
Memo. No. 2969/BDO/JLD-II Dated: 14/10/2026

**Notice**

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: NIeT No.-07(e)/BDO/JLD-II/2026-27 dt.14.10.2026, for 3 nos. scheme **(Tender ID 2026_DM_5080064_1 to Tender ID 2026_DM_5080064_3)** within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is 29.10.2026 up to 4-00 pm respectively. Details may be obtained from website: **https://tenders.wb.gov.in.**

**S/d-**
**Block Development Officer**
**Jhalda II Development Block**

**হাওড়া পৌর নিগম**
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
**WB-HMC/NIT/ED/23/EE-11/26-27 Dated: 12-10-2026**
**WB-HMC/NIT/ED/24/EE-11/26-27 Dated: 12-10-2026**
**WB-HMC/NIT/ED/25/EE-11/26-27 Dated: 14-10-2026**

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি**

হাওড়া পৌরনিগম এলাকার বিভিন্ন স্থানে সিমেন্ট কংক্রিটের রাস্তা মেরামত ও উন্নয়নের কাজের জন্য, সমজাতীয় কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য ও সক্ষম ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য **https://wbtenders.gov.in** ই-টেন্ডার পোর্টাল থেকে পাওয়া যাবে। **অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমাঃ ০৩.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.০০টা এবং ১৩.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.০০টা।** কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

৯৩ (৩) / ২৬-২৭
১৪।১০ ।২০২৬
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

# দূর্গাপূজায় পদ্মফুলের চাহিদা তুঙ্গে উঠবে, ভালো আয়ের আশায় বাঁকুড়ার চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৪ অক্টোবর ঃ মা দূর্গা আসছেন। নিম্নচাপের দাপট অনেকটাই কম ফলে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে জেলার ফুল চাষীরা। পূজোর মরশুমে গাঁদা ও পদ্ম ফুলের চাহিদা ওঠে তুঙ্গে। কিন্তু লাগাতার অতি বর্ষনে এই দুই ফুল চাষে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। পদ্মচাষীরা জানান যে গত কয়েক বছর ধরে তারা পদ্ম চাষ করে আসছেন। সারা বছর পদ্মের চাহিদা থাকলেও জৈষ্ঠ্যে মাসে শিবের পূজা থেকে বাড়তে থাকে এবং দুর্গা পূজা পদ্মের চাহিদা তুঙ্গে ওঠে। এবছর পদ্মফুলে বাজার চড়া। পদ্মফুল জাতীয় ফুল ও বিজেপির প্রতিক হওয়ায় নির্বাচনী প্রচারে এবং বিজয় উৎসবে ব্যাপক চাহিদা ছিল পদ্ম ফুলের। তাছাড়া দৈনিক বাজারে পূজার জন্য পদ্মের চাহিদা বেড়েছে। অযোধ্যা, নাকাইজুড়ি, বেল বনি, রামপুর ইত্যাদি এলাকার পদ্ম চাষীদের বক্তব্য, পদ্ম চাষ করে এবার প্রায় সকলে লাভবান হয়েছে। পুকুরে পুকুরে বৃষ্টির জল ধরা থেকে পদ্ম গাছের বীজ সংগ্রহ করা প্রায় কিছুতেই স্থানীয় পরিবেশবিদ সংস্থা সহযোগিতা করে চলছে। ইতিমধ্যে মা দূর্গার পূজায় মানত পূরণের বহু মানুষ ১০৮টি করে পদ্ম সরবরাহের অর্ডার পেয়েছেন। অন্যদিকে বাঁকুড়া পৌরসভা সংলগ্ন এলাকার ফুল বিক্রেতা চন্ডী মাল, চকবাজার বি ফাঁড়ি বাজারের ফুল বিক্রেতা মদন মাকুড় ও লালবাজার সবজি বাজারের ফুল বিক্রেতা ভরত লায়েক জানান পদ্মফুলের চাহিদা বেড়ে চলেছে। বাড়ির লক্ষ্মী, নারায়ণ, বিষ্ণু, গোপাল, মহাদেব ও দুর্গা সহ প্রায় সব দেবদেবীর পূজায় পদ্মফুল লাগে। এক-একটি পদ্মফুল গড়ে ১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গড়ে ৫০-৬০ টি পদ্ম বিক্রি হয়। তাদের বক্তব্য, বর্তমানে ফুল দোকান মানেই পদ্ম রাখতে হবে। অন্যদিকে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সহ জেলার বিভিন্ন শহরের হোটেলগুলিতে পদ্মপাতায় খাবার পরিবেশনের রেওয়াজ রয়েছে। এজন্য প্রতিদিন পদ্মপাতার ভাল চাহিদা রয়েছে। পদ্মফুল ও পাতার চাহিদা বৃদ্ধি তে ফুল চাষীদের বক্তব্য পদ্ম চাষ ক্রমেই একটা জীবিকা হয়ে উঠছে।

**ডোমকল ব্লক এফপিও কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড**
গ্রাম-মোক্তারপুর, পোষ্ট-রায়পুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ
রেজিঃ নং- ০৪ / এমএসডি, ২০২৪-২০২৫, তারিখ- ২২.০৫.২০২৪

**বিজ্ঞপ্তি**

ডোমকল ব্লক এফপিও কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর সকল বৈধ সদস্য / সদস্যাকে জানানো হচ্ছে যে, সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচনের জন্য আগামী ০৫.১১.২০২৬ তারিখে বেলা ১১ টায় সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সাধারণ সভায় সকলকে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অনুরোধ করা হচ্ছে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করবেন মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের সহ নিয়ামক তথ্য রিটার্নিং অফিসারের নিয়োগ প্রাপ্ত এই সমিতির সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

তারিখঃ ১৪.১০.২০২৬

**সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক**
**ডোমকল ব্লক এফপিও কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড**

**উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি**

**(ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ১৮.০৮.২০২৬ তারিখের আদেশবলে গঠিত ডব্লিউ.পি. (ক্রিমিনাল) নং ২৮০২০২৬ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ)**

**শিক্ষা সদন, ১৭ রাউস অ্যাভিনিউ, নতুন দিল্লি**

**গণবিজ্ঞপ্তি**

ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট, **১৮ আগস্ট ২০২৬** তারিখে ডব্লিউ.পি. (ক্রিমিনাল) নং ২০২৬-এর ২৮০ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত আদেশের মাধ্যমে, একটি পাঁচ সদস্যের **উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি (এইচপিইসি)** গঠন করেছে। এই কমিটির কাজ হলো জুলাই ২০২৬ মাসে দিল্লির যন্তর মন্তর এবং দিল্লির বাইরের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সহিংসতা ও তসংশ্লিষ্ট বৃহত্তর বিষয়গুলোর সকল দিক তদন্ত করা।

এই কমিটি মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ১৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখের আদেশের ১২ ও ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করবে। এক্ষেত্রে উক্ত আদেশের ১২(i), ১২(vi), ১২(vii) ও ১৩(iii) নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়সমূহ এবং মাননীয় আদালতের ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের আদেশের ৫(i) নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এই বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে-অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি-**পেলেট গানের ব্যবহার, সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করে সহিংসতা ও নারী আন্দোলনকারীদের হয়রানি, এবং উভয় পক্ষের দ্বারা সংঘটিত অত্যধিক সহিংসতা ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।**

**১৮ আগস্ট ২০২৬** এবং **১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬** তারিখের আদেশনামার অনুলিপি-যেখানে এইচপিইসি-এর গঠন এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সহ কমিটির কাছে প্রেরিত বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে-সেগুলো এইচপিইসি-র পোর্টালে **http://hpec.nic.in/supreme-court-orders** পাওয়া যাচ্ছে।

মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রিট পিটিশনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে এইচপিইসি-র সাথে যোগাযোগ করার এবং তাদের বিবেচনায় প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, দালিলিক প্রমাণ ও পরামর্শ-এইচপিইসি-র চেয়ারপারসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে-জমা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

মাননীয় আদালত অভিযোগকারী ও সাক্ষীদের পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে বেনামে অভিযোগ, আবেদন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্র জমা দেওয়ারও অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়া, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের আদেশে মাননীয় আদালত এইচপিইসি-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন ঝুঁকিপূর্ণ সাক্ষীদের যথাযথ সুরক্ষা প্রদান করা হয় এবং তাদের পরিচয় গোপন ও প্রকাশ না করা হয়। মাননীয় আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, এইচপিইসি-র সামনে ঝুঁকিপূর্ণ সাক্ষীদের দেওয়া জবানবন্দি ও উপস্থাপিত প্রমাণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।

মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে, এবং ঝুঁকিপূর্ণ সাক্ষীদের স্বার্থ রক্ষা ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের তথ্য বা নথিপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে, এইচপিইসি একটি অনলাইন পোর্টাল তৈরি করেছে। পোর্টালটি এই ঠিকানায় দেখা যাবেঃ **http://hpec.nic.in**।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সাক্ষী এবং অন্যান্য পক্ষের সুবিধার্থে, এইচপিইসি তথ্য ও নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ফরম্যাট বা কাঠামোও নির্ধারণ করেছে।

সেই অনুযায়ী, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, সাক্ষী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষ এইচপিইসি পোর্টালে গিয়ে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত ফরম্যাট নির্বাচন করে তাদের অভিযোগ, আবেদন, বিবৃতি, নথিপত্র এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি জমা দিতে পারেন।

এছাড়াও, ১৮ আগস্ট ২০২৬ এবং ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের আদেশের অধীনে এইচপিইসি-এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কিত কোনো তথ্য কেউ প্রদান করতে চাইলে, তারা উক্ত পোর্টালের মাধ্যমেই তা জমা দিতে পারেন। যারা অভিযোগ, আবেদন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সশরীরে জমা দিতে ইচ্ছুক, তারা সব কর্মদিবসে দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে এইচপিইসি-এর কার্যালয়ে (ঠিকানাঃ শিক্ষা সদন, ১৭, রাউস অ্যাভিনিউ ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, নয়াদিল্লি ১১০০০২) তা জমা দিতে পারেন। এছাড়া ডাকযোগে উপরের ঠিকানায় অথবা **hpec2026.enquiry@nic.in** ইমেইল ঠিকানায়ও নথিপত্র পাঠানো যেতে পারে।

এই ধরনের সকল তথ্য বা নথিপত্র অবিলম্বে জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

**সদস্য সচিব**
**হাই পাওয়ারড এনকোয়ারি কমিটি**
**নয়াদিল্লি**

**cbc 19101/11/0016/2627**

# গভীর রাতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে পরপর দুর্ঘটনা, গাড়িতে আগুন ও উল্টে গেল রাসায়নিকবোঝাই ট্যাঙ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৪ অক্টোবর ঃ গভীর রাতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে পরপর দুটি পৃথক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জ এলাকায়। রানিসায়ের মোড়ে চলন্ত চারচাকা গাড়িতে আগুন লাগার পর চুনাভাটি এলাকায় রাসায়নিকবোঝাই একটি ট্যাঙ্কার উল্টে যায়। দুটি ঘটনাতেই সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় যান চলাচল। তবে গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। প্রথম ঘটনাটি ঘটে রাত প্রায় ১ টা নাগাদ রানিসায়ের মোড়ে। কলকাতা থেকে ধানবাদের দিকে যাওয়ার পথে চলন্ত একটি চারচাকা গাড়িতে আগুন লেগে যায়। গাড়িতে থাকা তিন যাত্রী দ্রুত নেমে আসায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভায়। তবে ততক্ষণে গাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এর প্রায় এক ঘণ্টা পর, রাত ২টা ১৫ মিনিট নাগাদ ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের চুনাভাটি এলাকায় দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে। হলদিয়া থেকে হিমাচল প্রদেশের দিকে যাওয়ার পথে রাসায়নিকবোঝাই একটি ট্যাঙ্কার ট্রেলার থেকে উল্টে রাস্তায় পড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ট্যাঙ্কারে শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত অদাহ্য তরল রাসায়নিক ছিল। দুর্ঘটনায় ট্যাঙ্কারের ভাল্‌ভ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রাস্তার উপর রাসায়নিক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ, দমকল এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং জাতীয় সড়কের ওই অংশের একটি লেন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। দমকলকর্মীরা জল ও বালি ব্যবহার করে রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়া তৈলাক্ত রাসায়নিকের আস্তরণ সরানোর কাজ শুরু করেন। পরে ক্রেন এনে উল্টে থাকা ট্যাঙ্কারটি সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর দুটি দুর্ঘটনায় রাতের জাতীয় সড়কে যান চলাচল ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। ট্যাঙ্কার দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে কি না, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায়নি।

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল খুকু বেরা, স্বামী-শক্তিপদ বেরা, সাং- মাশিলা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া। বিগত ইংরাজী-০৬/১০/২০২৩ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৫৭৪৯ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা রেখা রায় (সর্দ্দার), স্বামী- গঙ্গারাম ওরফে দেবকুমার রায় দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মাশিলা মৌজায় জে. এল.-২৪ নং ভুক্ত, এল. আর.- ২২২৬, ২২২৭ নং খতিয়ানে এল. আর.- ১৯৫৪ নং দাগে ডাঙ্গা ০১ কাঠা ০৭ ছটাক ৩৩ বর্গফুট বা ০২.৪৬ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী-২০১১ সালে হাওড়া ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৯৮২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে জয়দেব কাঁঠাল পিতা সন্ন্যাসী চরন কাঁঠাল, সাং ও পোঃ- মাশিলা, থানা- সাঁকরাইল জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**Rimo Bhakta**-Advocate
Judges Court Howrah

# নাদনঘাটে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি-সহ গ্রেফতার দুই, তদন্তে পুলিশ

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৪ অক্টোবর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত কালিতলা এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি-সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল নাদনঘাট থানার পুলিশ। গতকাল রাতে পুলিশের এই অভিযানে ধৃত দুই ব্যক্তির নাম কৃষ্ণা গুলগুলিয়া ও সাহিল বেদ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত কৃষ্ণা গুলগুলিয়ার বাড়ি ঝাড়খণ্ডের সুদামডিহি থানা এলাকায়। অন্যদিকে, সাহিল বেদের বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি থানা এলাকায়। তাঁদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার পরই ধৃত দু'জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। কী উদ্দেশ্যে তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি নিয়ে কালিতলা এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে নাদনঘাট থানার পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, কিংবা তাঁদের কোনও অপরাধমূলক পরিকল্পনা ছিল কি না, সেই বিষয়গুলিও তদন্তের আওতায় রয়েছে। ধৃত দু'জনকে আজ কালনা আদালতে পেশ করে নাদনঘাট থানার পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনার নেপথ্যে থাকা প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুই ব্যক্তির গ্রেফতারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে ধৃতদের কী উদ্দেশ্য ছিল, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল অনুপ রায়, পিতা-শৈলেন রায়, সাং- মাশিলা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ০৬/১০/২০২৩ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৫৭৪৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা বরুন সদ্দার ওরফে রায় পিতা নিমাই সদ্দার ওরফে রায় দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মাশিলা মৌজায় জে. এল.-২৪ নং ভুক্ত, এল. আর.- ২২২৪, ২২২৫ নং খতিয়ানে এল. আর.-১৯৫২ নং দাগে ডাঙ্গা ০১ কাঠা ১৪ ছটাক ৪০ বর্গফুট বা ০৩.২০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী-২০২০ সালে হাওড়া ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৬৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে জয়দেব কাঁঠাল পিতা সন্ন্যাসী চরন কাঁঠাল, সাং ও পোঃ-মাশিলা, থানা- সাঁকরাইল জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**Rimo Bhakta**-Advocate
Judges Court Howrah

# স্টিং অপারেশন বিতর্কে সিদ্দারামাইয়ার বড় স্বস্তি, ভিডিও সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আদালতের!

বেঙ্গালুরু, ১৪ ঃতথাকথিত স্টিং অপারেশনের ভিডিও ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই বড় স্বস্তি পেলেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তাঁর বিরুদ্ধে ছড়িয়ে পড়া বিতর্কিত ভিডিও সম্প্রচার, আপলোড, শেয়ার কিংবা অন্য কোনও মাধ্যমে প্রচারের উপর অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বেঙ্গালুরুর একটি আদালত। সোশ্যাল মিডিয়া-সহ সমস্ত প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ কার্যকর হবে। সিদ্দারামাইয়ার অভিযোগ, তাঁকে রাজনৈতিকভাবে হেয় করার উদ্দেশ্যেই ওই ভিডিও তৈরি ও প্রচার করা হয়েছে। এই ঘটনায় ৪২টি সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। আদালতের এই নির্দেশে আপাতত স্বস্তি পেলেও বিতর্ক থামার কোনও লক্ষণ নেই। বরং ভিডিওটির উৎস এবং এর নেপথ্যে কারা রয়েছেন, তা নিয়ে কর্নাটকের রাজনীতিতে নতুন করে সংঘাত শুরু হয়েছে। সিদ্দারামাইয়ার দাবি, বিতর্কিত ভিডিওটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়িয়ে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে বেঙ্গালুরুর আদালত ভিডিওটির সম্প্রচার ও প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে ভিডিওটি আপলোড করা, শেয়ার করা এবং অন্য কোনও মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো কার্যকলাপও। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে কোনও মিথ্যা বিষয়কে সত্যি হিসেবে তুলে ধরা সহজ হয়ে গিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা। তাঁর বক্তব্য, তিনি মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে কাউকে রাজনৈতিকভাবে হেয় করার চেষ্টা কখনওই সমর্থনযোগ্য নয়। নিজের প্রায় পাঁচ দশকের রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গ তুলে সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, কর্নাটকের মানুষ তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অবগত। তাই এই ধরনের প্রচারে সত্য চাপা পড়বে না বলেই তাঁর বিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবে বলে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন তিনি।এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে কর্নাটকের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা জনতা দল (সেকুলার)-এর নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী গোটা ঘটনার তদন্তে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে দায়িত্ব দেওয়ার দাবি তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, তথাকথিত স্টিং অপারেশনের ভিডিওটি কোথা থেকে এল এবং এর পিছনে কারা রয়েছেন, তা নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে খুঁজে বের করা প্রয়োজন। কুমারস্বামীর দাবি, ভিডিওটি ২০২৩ সালে ধারণ করা হয়েছিল এবং সম্প্রতি কয়েকটি স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলে তা

সম্প্রচারিত হয়। যদিও ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি। ফুটেজে বিএস ইয়েদুরাপ্পা ও সিদ্দারামাইয়াকে কথোপকথন করতে দেখা গেলেও তাঁদের বক্তব্য স্পষ্টভাবে শোনা যায় না বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ভিডিওটির সঙ্গে কোনও ধরনের যোগসূত্র থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সিদ্দারামাইয়া। ফলে ভিডিওটির প্রেক্ষাপট, সত্যতা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। বেঙ্গালুরু পুলিশ এই ঘটনায় দু'জন সঃ দহভাজনকে আটক করেছে বলেও জানা গিয়েছে। তবে তদন্তের চূড়ান্ত ফলাফল এখনও সামনে আসেনি। এই ঘটনা এমন এক সময়ে সামনে এসেছে, যখন কর্নাটকের রাজনীতিতে বিভিন্ন ইস্যুতে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে সংঘাত চলছে। বিতর্কিত ভিডিওটি নিয়ে একদিকে সিদ্দারামাইয়ার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারের অভিযোগ, অন্যদিকে কুমারস্বামীর সিবিআই তদন্তের দাবি- সব মিলিয়ে বিষয়টি নতুন মাত্রা পেয়েছে। আদালতের নিষেধাজ্ঞা ভিডিওটির প্রচার আপাতত আটকে দিলেও এর সত্যতা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়নি। ভিডিওটি কে তৈরি করেছিলেন, কী উদ্দেশ্যে তা প্রকাশ করা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র জড়িত কি না, তা জানতে তদন্তের ফলাফলের দিকেই নজর রয়েছে।এরই মধ্যে সিদ্দারামাইয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্য নিয়েও অতীতে নানা আলোচনা হয়েছে। গত জুলাইয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে আর নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে চান না। প্রবীণ কংগ্রেস নেতার বক্তব্য ছিল, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি হতাশ। তাঁর অভিযোগ, রাজনীতিতে দুর্নীতির প্রভাব বেড়েছে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে প্রার্থীদের বিপুল অর্থ খরচ করতে হয়। বয়সজনিত সমস্যার কথাও নির্বাচনে না লড়ার সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। তবে রাজনীতিতে না দাঁড়ানোর ঘোষণা তাঁর রাজনৈতিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ সরে যাওয়ার ইঙ্গিত কি না, তা নিয়ে পৃথক আলোচনা রয়েছে। সব মিলিয়ে স্টিং অপারেশনের ভিডিও ঘিরে বিতর্কে আপাতত আইনি স্বস্তি পেলেন সিদ্দারামাইয়া। তবে আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশেই শেষ কথা নয়। ভিডিওটির সত্যতা, উৎস এবং প্রচারের নেপথ্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তদন্তে কী উঠে আসে, এখন সেদিকেই নজর কর্নাটকের রাজনৈতিক মহলের।

# বাণিজ্যচুক্তিতে কৃষিপণ্যই কাঁটা! ক্ষুব্ধ দিল্লিকে বোঝাতে ভারতে আসছেন ট্রাম্পের দূত মার্কো রুবিও

নয়াদিল্লি,১৪ অক্টোবর ঃ কিছুতেই কাটছে না ভারত-আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তির জট। দফায় দফায় আলোচনা হলেও এখনও পর্যন্ত ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন। বিশেষ করে কৃষিপণ্যের বাজার খুলে দেওয়ার প্রশ্নে দুই দেশের মধ্যে মতবিরোধ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। তার উপর রুশ জ্বালানি কেনাকে কেন্দ্র করে আমেরিকার শুল্ক হুঁশিয়ারি দুই দেশের সম্পর্কে নতুন করে অস্বস্তি তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে আলোচনার টেবিলে ফের সক্রিয় করতে উদ্যোগী হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই লক্ষ্যেই ফের ভারত সফরে আসছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও। তাঁর এই সফর ঘিরে কূটনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।মার্কিন বিদেশ দপ্তরের ঘোষণা অনুযায়ী, ১৭ অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ভারত সফর করবেন রুবিও। চলতি বছরে এটি তাঁর দ্বিতীয় ভারত সফর। সফরের শুরুতে মুম্বইয়ে পৌঁছনোর কথা তাঁর। এরপর জামনগরেও যাবেন মার্কিন বিদেশ সচিব। ভারত সফর শেষে উজবেকিস্তানের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। আনুষ্ঠানিকভাবে এই সফরের মূল লক্ষ্য দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সম্পর্ক আরও মজবুত করা, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা এবং জ্বালানি ক্ষেত্রে সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা। পাশাপাশি, বাণিজ্যিক বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি এবং ভারতের শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকের কর্মসূচিও রয়েছে বলে মার্কিন বিদেশ দপ্তর জানিয়েছে।

তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই সফরের গুরুত্ব শুধু কূটনৈতিক সৌজন্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভারত-আমেরিকার অমীমাংসিত বাণিজ্যচুক্তি এবং জ্বালানি সংক্রান্ত মতবিরোধই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসতে পারে। বাণিজ্যচুক্তিতে সবচেয়ে বড় বাধা কৃষিপণ্য-দীর্ঘদিন ধরেই ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। দুই দেশই পারস্পরিক বাণিজ্য বাড়াতে আগ্রহী। কিন্তু চুক্তির শর্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কৃষিপণ্যের বাজার। আমেরিকা চাইছে, ভারতীয় বাজারে মার্কিন কৃষিজ পণ্যের প্রবেশ আরও সহজ হোক। ওয়াশিংটনের কাছে এটি তাদের কৃষি রপ্তানি বাড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। কিন্তু ভারতের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল। মার্কিন কৃষিপণ্য ব্যাপক হারে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করলে দেশীয় কৃষকদের প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষত ছোট ও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না নয়াদিল্লি।রএ ছাড়া কৃষকদের অসন্তোষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কৃষিপণ্যের বাজার খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। ফলে আমেরিকার দাবি মেনে কৃষিক্ষেত্রে বড়সড় ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক ভারত। এই টানাপড়েনের জেরেই বাণিজ্যচুক্তির আলোচনা নতুন করে পিছিয়ে গিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি।র রুশ তেল কেনা নিয়ে বাড়ছে অস্বস্তি- বাণিজ্যচুক্তির পাশাপাশি ভারত-আমেরিকা সম্পর্কে আরেকটি বড় সমস্যা রুশ জ্বালানি কেনা। রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি আমদানি করা দেশগুলির উপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানোর সম্ভাবনা নিয়ে আমেরিকায় নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ ঘিরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এমন পদক্ষেপ কার্যকর হলে ভারতের বাণিজ্য ও জ্বালানি নীতির উপর তার প্রভাব পড়তে পারে।ভারতের অবস্থান, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই আমদানি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং দেশের চাহিদা মেটানোও নয়াদিল্লির কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার প্রশ্নে আমেরিকার চাপ ভারতের কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। এদিকে রাশিয়ার জ্বালানি সংক্রান্ত বাণিজ্যে আমেরিকার নিজস্ব ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারিকে নয়াদিল্লির একাংশের কাছে দ্বিচারিতা বলে মনে হচ্ছে। রুবিওর সফরে কি মিলবে সমাধান? এই টানাপড়েনের মধ্যেই মার্কো রুবিওর ভারত সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষিপণ্যের বাজার, বাণিজ্যিক বিনিয়োগ এবং জ্বালানি সহযোগিতা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে নতুন করে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ওয়াশিংটন চাইবে বাণিজ্যচুক্তির পথে বাধাগুলি সরিয়ে দ্রুত সমাধানে পৌঁছতে। অন্যদিকে, কৃষকদের স্বার্থ ও দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখাই ভারতের কাছে অগ্রাধিকার পাবে। তবে রুবিওর সফরেই বাণিজ্যচুক্তির জট কাটবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আনুষ্ঠানিক আলোচনার ফলাফল এবং দুই দেশের পরবর্তী পদক্ষেপের উপরই নির্ভর করছে চুক্তির ভবিষ্য। আপাতত কৃষিপণ্য ও রুশ জ্বালানি নিয়ে মতবিরোধের মধ্যেই নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্কের পরবর্তী কূটনৈতিক চালের দিকে নজর আন্তর্জাতিক মহলের।

## যখন তখন আন্দোলনের কৌশল রাহুলের, মোকাবিলায় ২০ অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লিতে অতিরিক্ত ২৭ হাজার আধাসেনা

**১-র পাতার পর**-সকলে যেন প্রস্তুত থাকেন। মনে করা হচ্ছে উৎসবের দিনগুলির মধ্যেও আচমকা দিল্লিতে কোনও আন্দোলনের ডাক দিতে পারেন রাহুল। দিল্লির এই বাড়তি নিরাপত্তা বহাল হয়েছিল গত ১০ অক্টোবর সিজেপির যন্তর মন্তর অভিযানকে কেন্দ্র করে। ওইদিন যন্তর মন্তর অভিযান পুলিশ ভেস্তে দিলেও নানা জায়গায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। দিল্লি জুড়ে বিক্ষোভকারীদের জমায়েত ছিল লক্ষণীয়। আসলে যন্তর মন্তরে অবস্থান-বিক্ষোবের অনুমতি না পেয়ে গোটা রাজধানী জুড়ে সেদিন বিক্ষোভকারীরা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পুলিশ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বুঝতে পেরেছে যন্তর মন্তরকে আন্দোলন থেকে দূরে রাখা গেলেও বিক্ষোভকারীদের রাজধানীতে প্রবেশ আটকানো যায়নি। গোটা দিল্লি জুড়েই সেদিন বিক্ষোভ জমায়েত হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্ত হয়েছে আপাতত আন্দোলনের রাশ টানা হলেও রাজধানীর নিরাপত্তা বলায় অক্ষুন্ন রাখা হবে। ১০ অক্টোবর দিল্লিতে ৫০ হাজারের বেশি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছিল। এরমধ্যে ২৭ হাজার ছিল একাধিক আধা সেনাবাহিনীর জওয়ান। পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্য থেকে দ্রুততার সঙ্গে তাদের বিমানযোগে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়। দিল্লি পুলিশের অনুরোধ মেনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অতিরিক্ত আধা সেনা আপাতত রাজধানীতেই বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০ অক্টোবরের পর ফের নিরাপত্তা পরিস্থিতি

## যাদবপুর, এসআরএফটিআই-এর পর প্রেসিডেন্সি

**১-র পাতার পর**-অডিটোরিয়ামে 'অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের' একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠান ঘিরেই পড়ুয়াদের একাংশ আপত্তি জানান। কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে এই ধরনের সংগঠনের অনুষ্ঠান হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। পড়ুয়াদের অভিযোগ, অনুষ্ঠানের ব্যানার নিয়ে আপত্তি জানাতে গেলে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় এবং মারধর করা হয়। কয়েকজন পড়ুয়া ও শিক্ষক আহত হন বলেও অভিযোগ। অন্যদিকে, এবিজিপি-র সদস্যদের দাবি, পড়ুয়ারা তাঁদের পোস্টার ও ব্যানার ছিঁড়ে অনুষ্ঠান ভন্ডুল করার চেষ্টা করেন এবং তাঁদেরও মারধর করা হয়। অর্থাৎ, দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তোলে। এই নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত হয়েছিল।

## পুলিশের 'মারে' কানের পর্দা ফেটেছে এক ছাত্রীর!

**১-র পাতার পর**- পদত্যাগের দাবিতে এবং ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে চলা এই বিক্ষোভে দিল্লি পুলিশের এই আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে আগে থেকেই সরব হয় বিরোধীরা। কনট প্লেস সহ মধ্য দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় সপ্তাহজুড়ে চলা এই আন্দোলনে হাজার হাজার বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ। কংগ্রেসের যুব নেতাদের অভিযোগ, আটক করার পর প্রিজন ভ্যানে বা বাসের মধ্যে তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয় এবং গোপনাঙ্গেও লাথি মারা হয়। পাশাপাশি, অনেক নাবালককে আটক করা হয় বলেও অভিযোগে জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, ছেড়ে দেওয়ার সময় অই নাবালকদেরেকে তাদের ফোন এবং টাকা ফেরানো হয়নি। পাশাপাশি তাদের বাড়ি ফেরার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি এবং মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে।

## সমস্যা মেটাতে আগের সংরক্ষিত ইভিএমের তথ্য

**১-র পাতার পর**-শুরু হয়ে গিয়েছে। এখানে বলে রাখা দরকার, এই মুহূর্তে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে ২১ হাজার ১৮৪টি ব্যালট ইউনিট রয়েছে। কন্ট্রোল ইউনিট রয়েছে ১৯ হাজার ৫৬৪টি। বর্তমানে রাজ্যের ১২টি জেলার অন্তত ১৫টি পুরসভায় কোনও নির্বাচিত পুরবোর্ড নেই প্রশাসক বসিয়েই আপাতত নাগরিক পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নজিরবিহীন পরিস্থিতি হাওড়া পুরসভায়, যেখানে গত ১৩ বছর ধরে কোনও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। হাওড়ায় শেষ পুরভোট হয়েছিল ২০১৩ সালে এবং ২০১৮ সালে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে সেখানে নির্বাচিত বোর্ড নেই। রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বকেয়া পুরভোট দ্রুত সেরে ফেলার পক্ষে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। সেই মতোই এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে কমিশন।

**NAME CHANGE**

I, Samsul Hooda (Old Name) S/O– Md Abdus Samad Mondal resident of Naital, Ps- Jalangi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Samsul Hooda to Md Samsul Hooda and henceforth I shall be known as Md Samsul Hooda (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/10/2026 . My name Md Samsul Hooda & Samsul Hooda both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Motaherul Islam (Old Name) S/O– Nasiruddin Mondal residing at Barnia , Barnia , Tehatta , Nadia , West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Motaherul Islam to Motaherul Islam Mondal and henceforth I shall be known as Motaherul Islam Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/10/2026 . My name Motaherul Islam Mondal & Motaherul Islam both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Bidhan Das (Old Name) S/O– Binoy Das residing at Nutangram , Benali , Hanskhali , Nadia , West Bengal 741502 do hereby declared that I have changed my name from Bidhan Das to Bidhan Chandra Das and henceforth I shall be known as Bidhan Chandra Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/10/2026 . My name Bidhan Chandra Das & Bidhan Das both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Rebeka Begam Mondal (Old Name) W/O– Motaherul Islam Mondal residing at Barnia , Barnia , Tehatta , Nadia , West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Rebeka Begam Mondal to Rebeka Mondal and henceforth I shall be known as Rebeka Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/10/2026 . My name Rebeka Mondal & Rebeka Begam Mondal both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Samjaddi Sk (Old Name) S/O– Sattar Sk residing at Sardanga , Harishchandrapur , Bharatpur , Murshidabad , West Bengal 742161 do hereby declared that I have changed my name from Samjaddi Sk to Samjaddi Sekh and henceforth I shall be known as Samjaddi Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/10/2026 . My name Samjaddi Sekh & Samjaddi Sk both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I , Sahanaz Khatun, W/O- Raja Mallick resident of Malir Bagan, P.O. -Bajepratappur, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SAHANAZ MALLICK in all purpose vide Affidavit No.-41709, dated 01/10/2026 sworn before The Executive Magistrate, Sadar, at Purba Bardhaman. That Sahanaz Khatun and Sahanaz Mallick both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, SHIKHA SK W/O JAKIR HOSSAIN SK R/O VILL GAHARAPOTA P.O DINGEL P.S KALIGANJ DIST NADIA IN MY DAUGHTER'S BIRTH CERTIFICATE MY NAME AS "SHIKHA BIBI" AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 23/6/2026. SHIKHA BIBI AND SHIKHA SK IS SAME PERSON. MY HUSBAND JAKIR, HOSSAIN SK AND JAKIR HOSSEN SK. ALL ARE THE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS SHIKHA SK HOSSAIN ACTUAL NAME IS JAKIR HOSSAIN SK

**NAME CHANGE**

I ,SAFIKUL ISLAM SEKH S/O LATE TASLIM SEKH R/O JOMPUKUR SCHOOL PARA PO DEBAGRAM P.S KALIGANJ DIST NADIA - PIN 741137 MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY AADHAAR CARD AS SEKH SAFIKUL ISLAM S/O TASLIM. AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 6/10/2026. SAFIKUL ISLAM SEKH S/O TASLIM SEKH AND SEKH SAFIKUL ISLAM S/O TASLIM IS THE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS SAFIKUL ISLAM SEKH. S/O TASLIM SEKH.

## উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, সাব-এসওসি-এর উদ্বোধন

গোরখপুর, ১৪ অক্টোবরঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে সাইবার নিরাপত্তা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে, ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকরের উপস্থিতিতে, ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস ইঞ্জিনিয়ারটেলি, শ্রী অভিষেক ভূষণ ঠাকুর, গোরখপুরের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়ে স্থাপিত সাব-সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (সাব-এসওসি) ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শ্রী প্রকাশ চন্দ্র জয়সওয়াল, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার, শ্রী রাজেশ কুমার, প্রিন্সিপাল ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার, শ্রীমতী বন্দনা শর্মা, এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সুপারভাইজারগণ

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা, ডিজিটাল পরিষেবা এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেল তার সাইবার নিরাপত্তা ইকোসিস্টেম প্রসারিত করছে। রেলওয়ে বোর্ডে স্থাপিত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা অপারেশন সেন্টার (এসওসি) ছাড়াও, ভারতীয় রেল জুড়ে ২৬টি উপ-নিরাপত্তা অপারেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সাইবার হুমকি পর্যবেক্ষণ, সময়মতো সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ শনাক্ত করা এবং সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনায় দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য এই উদ্যোগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এই অনুষ্ঠানে, মহাব্যবস্থাপক শ্রী বরওয়ানকর রেল কর্মচারীদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন থাকার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠিত সাইবার নিরাপত্তা নিয়ম ও নির্দেশিকা মেনে চলতে, ডিজিটাল সম্পদ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে এবং যেকোনো সন্দেহজনক ইমেল, লিঙ্ক বা অনলাইন কার্যকলাপের বিষয়ে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানান।

## রেলকর্মীদের জন্য ৭৮ দিনের উপাদনশীলতা-ভিত্তিক বোনাস-এর অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা

১৪ অক্টোবরঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রেলকর্মীদের অসাধারণ কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ১১,৪০,৭৭০ জন রেলকর্মীকে ৭৮ দিনের উপাদনশীলতা-ভিত্তিক বোনাস বাবদ ২,০০৯.৬১ কোটি টাকা প্রদানের অনুমোদন দিয়েছে। যোগ্য রেলকর্মীদের প্রতি বছর দুর্গাপূজা বা দশেরার ছুটির আগেই এই বোনাস প্রদান করা হয়। এ বছরও প্রায় ১১.৪০ লক্ষ নন-গেজেটেড রেলকর্মীকে ৭৮ দিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বোনাস হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। এই বোনাস প্রদান রেলকর্মীদের কাজের মান ও রেলের সামগ্রিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করে। একজন যোগ্য রেলকর্মী ৭৮ দিনের জন্য সর্বোচ্চ ১৭,৯৫১ টাকা বোনাস পাবেন। ট্র্যাক মেইনটেইনার, লোকো পাইলট, ট্রেন ম্যানেজার (গার্ড), স্টেশন মাস্টার, সুপারভাইজার, টেকনিশিয়ান, টেকনিশিয়ান হেল্পার, পয়েন্টসম্যান, মিনিস্টেরিয়াল কর্মী এবং অন্যান্য গ্রুপ 'সি' কর্মীর মতো বিভিন্ন শ্রেণীর রেলকর্মীদের এই অর্থ প্রদান করা হবে।২০২৫-২৬ সালে রেলওয়ের কর্মদক্ষতা অত্যন্ত ভালো ছিল। এ সময় রেলওয়ে রেকর্ড পরিমাণ ১,৬৭০ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহন এবং প্রায় ৭.৪১ বিলিয়ন যাত্রীকে পরিষেবা প্রদান করেছে।

## সাইবার হাইজিন ও ব্যাঙ্কিং জালিয়াতি বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ সমৃদ্ধির জন্য সততা শীর্ষক ভাবনাকে কেন্দ্র করে আযোজিত সতর্কতা সচেতনতা অভিযানের অংশ হিসেবে পূর্ব রেলের ভিজিল্যান্স বিভাগ ১৪ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে শিয়ালদহের বি. সি. রায় অডিটোরিয়ামে সাইবার হাইজিন ও ব্যাঙ্কিং জালিয়াতি বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সাইবার নিরাপত্তা, নিরাপদ ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি এবং ডিজিটাল আর্থিক জালিয়াতি প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার (এ.জি.এম), বিভিন্ন বিভাগের প্রিন্সিপাল হেডস, শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডি.আর.এম) এবং হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডি.আর.এম)। এছাড়াও পূর্ব রেলের সদর দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, আধিকারিক ও কর্মীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শিয়ালদহ ও হাওড়া ডিভিশনের অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (এ.ডি.আর.এম) এবং শাখা আধিকারিকরাও এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। পাশাপাশি, রেলের উচ্চপদস্থ ভিজিল্যান্স আধিকারিক, দক্ষিণ পূর্ব রেলের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (পি.এস.ইউ) ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের চিফ ভিজিল্যান্স অফিসাররাও (সি.ভি.ও) উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতি ভিজিল্যান্স ও সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্মিলিত অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটায়। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে সাইবার হাইজিন, নিরাপদ ডিজিটাল ব্যবহারের অভ্যাস এবং ব্যাঙ্কিং জালিয়াতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেন। সমৃদ্ধির জন্য সততা ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি রেলের আধিকারিক ও কর্মীদের সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি বজায় রাখার আহ্বান জানান। সেমিনারে বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সাইবার অপরাধ বিভাগের ডিজি ও আইজিপি শ্রী সঞ্জয় সিং, আইপিএস। তিনি সাইবার হাইজিন বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাধারণ সাইবার হুমকি, অনলাইন প্রতারণা এবং ফিশিং আক্রমণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধে নিরাপদ ডিজিটাল ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য সুরক্ষিত রাখার গুরুত্বের উপর তিনি বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। এছাড়াও, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (এসবিআই) কলকাতার পূর্বাঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার ও ডিএ শ্রী সূর্য নারাযণ পানিগ্রাহী ব্যাঙ্কিং জালিযাতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি জালিয়াতি প্রতিরোধের বিভিন্ন পদক্ষেপ, নিরাপদ ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি এবং ডিজিটাল আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। সমৃদ্ধির জন্য সততা ভাবনার মূল চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই সেমিনার সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা জোরদার করা এবং কর্মক্ষেত্র ও দৈনন্দিন জীবনে সতর্কতা ও সজাগতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

## দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক 'স্বচ্ছতা পক্ষ-২০২৬' ও ' অভিযান ৬.০' পালন

কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ১ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত তাদের চারটি ডিভিশন বা বিভাগে 'স্বচ্ছতা পক্ষ-২০২৬' এবং 'বিশেষ অভিযান ৬.০' পালন করছে। এই উদ্যোগগুলির মূল লক্ষ্য হলো রেলওয়ে চত্বরে পরিচ্ছন্নতার প্রসার, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আরও শক্তিশালী করা।১৩ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে আদ্রা ডিভিশন পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন এবং সচেতনতা বিষয়ক বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। রেলওয়ে কলোনির 'বাল্ক ওয়েস্ট জেনারেটর' (বিশাল পরিমাণ বর্জ্য উপাদনকারী) ইউনিটগুলিকে 'সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড'-এর পোর্টালে নথিভুক্ত করা হয়। জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনে 'রেল জন সংবাদ' অভিযান চালানো হয়। আদ্রার বিএনআর স্কুলে মিডল ও সিনিয়র বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আদ্রা সাউথ সেটলমেন্ট এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি সচেতনতা কর্মসূচি পালিত হয়। জয়চণ্ডী পাহাড় ও পুরুলিয়া স্টেশনে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। এছাড়া, তালগারিয়া ও চাস রোড স্টেশনে পানীয় জলের গুণমান যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ করে রেলওয়ের চিকিসা ও প্রকৌশল বিভাগ।১৩ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে রাঁচি ডিভিশন হাতিয়া স্টেশনে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার ও রেলওয়ে চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনঅংশগ্রহণকে উসাহিত করার জন্য 'রেল জন সংবাদ' কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। যাত্রীদের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে রেলওয়ে ট্র্যাক ও চত্বর থেকে আবর্জনা অপসারণ করা হয়। পাশাপাশি প্ল্যাটফর্ম ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান (ডিপ ক্লিনিং) চালানো হয়।১৩ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে খ।গপুর ডিভিশন পরিচ্ছন্নতা ও কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রসারে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। 'বাল্ক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি-২০২৬' সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার চালানো হয়।

**NAME CHANGE**

I, Prasenjit Halder (Old Name) S/O– Samar Halder residing at Bhatupara , Lalbazar , Tehatta , Nadia , West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Prasenjit Halder to Prasanjit Haldar and henceforth I shall be known as Prasanjit Haldar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/10/2026 . My name Prasanjit Haldar & Prasenjit Halder both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Isha Sk (Old Name) S/O–Nurul Haque residing at Jot Sundar , Khodarampur , Raghunathganj , Murshidabad, West Bengal 742213 do hereby declared that I have changed my name from Isha Sk to Isha Shaikh and henceforth I shall be known as Isha Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/10/2026 . My name Isha Shaikh & Isha Sk both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Najifannesa Bibi (Old Name) W/O– Md Hossain Ali residing at Badua , Burwan , Murshidabad, West Bengal 742147 do hereby declared that I have changed my name from Najifannesa Bibi to Najibun Nesha Begam and henceforth I shall be known as Najibun Nesha Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/10/2026 . My name Najibun Nesha Begam & Najifannesa Bibi both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Nasima Bibi (Old Name) W/O– Laltu Sarkar residing at Vill- Shaikhpara , Sahebbazar , Babaltali , PO-Shaikhpara , PS-Raninagar , Dist-Murshidabad, West Bengal 742308 do hereby declared that I have changed my name from Nasima Bibi to Nasima Banu and henceforth I shall be known as Nasima Banu (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/10/2026 . My name Nasima Banu & Nasima Bibi both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Abdulla Mondal (Old Name) S/O– Idrish Ali Mandal residing at Vill- Gobindapur , PO-Patharghata , PS-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal 741103 do hereby declared that I have changed my name from Abdulla Mondal to Abdulla Mandal and henceforth I shall be known as Abdulla Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/10/2026 . My name Abdulla Mandal & Abdulla Mondal both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Susanta Sikder (old name) D/o- Gopal Banik residing at Vill.-Basakpara, P.O. & P.S.-Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, Pin-743235 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Susanta Sikder which is my husband's name to Aparna Sikder and henceforth I shall be known as Aparna Sikder (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas dated 12/12/2026.

**নাম পরিবর্তন**

আমি Subrota Ghosh, S/O Dipak Ghosh, সাঁইথিয়া লাউতোর, ওয়ার্ড নম্বর ১২, পো থানাঃ সাঁইথিয়া, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার বাবার সঠিক নাম Dipak Ghosh. কিন্তু WBBSE রেজিস্ট্রেশন, এডমিড এবং সার্টিফিকেটে বাবার নাম Dipak Kumar Ghosh লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ০৮.১০.২০২৬ তারিখ সিউড়ি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম কোর্টের ৩২৭৬ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার বাবা Dipak Ghosh Dipak Kumar Ghosh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

**NAME CHANGE**

I, Asirul Sk (Old Name) S/O–Matiar Rahaman Molla resident of Hajipara , Hatinagar , Muktinagar , Berhampore , Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Asirul Sk to Asirul Molla and henceforth I shall be known as Asirul Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/10/2026 . My name Asirul Molla & Asirul Sk both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Pradip Ghosh (Old Name) S/O– Shambhu Ghosh resident of Dayabari Donbosco Para , Dayabari , Ranaghat , Nadia , West Bengal, Pin-741256 do hereby declared that I have changed my name from Pradip Ghosh to Prodip Ghosh and henceforth I shall be known as Prodip Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/10/2026 . My name Prodip Ghosh & Pradip Ghosh both are same and one identical person

# শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লির মাঠেই পৌষমেলা, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত বিশ্বভারতীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ১৪ অক্টোবর ঃ শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী পূর্বপল্লি মেলার মাঠেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বহুল প্রতীক্ষিত পৌষমেলা। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে বেজায় খুশি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পর্যটকেরা। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সালে করোনা অতিমারি এবং পরিকাঠামোগত নানা কারণ দেখিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পৌষমেলা আয়োজন থেকে বিরত থাকে। সেই সময় বোলপুর ডাকবাংলো ও স্টেডিয়াম মাঠে বিকল্প পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর ২০২৩ সালে মেলাটি তার চিরচেনা ঠিকানা পূর্বপল্লি মেলার মাঠে ফিরে আসে। তবে সে বছর বিশ্বভারতী সরাসরি মেলার আয়োজন না করলেও, কিছু নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে জেলা প্রশাসনকে মেলার অনুমতি দিয়েছিল। ২০২৪ ও ২০২৫ সালেও পুরোনো ঐতিহ্য বজায় রেখে পূর্বপল্লির মাঠেই পৌষমেলা সফলভাবে সম্পন্ন হয়। চলতি বছরে মেলা কীভাবে আয়োজিত হবে, তা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই শান্তিনিকেতনে নানা মহলে চর্চা চলছিল। এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ, বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন, জেলা পুলিশ সুপার ভিদিত রাজ ভূদেশ এবং বোলপুরের মহকুমাশাসক ব্রততী দত্ত-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারিকেরা। বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, এ বছরও পুরনো ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিক বজায় রেখেই পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলা পরিচালনায় বিশ্বভারতীকে সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে রাজ্য সরকার ও প্রশাসন। বৈঠক শেষে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক ভাস্কর দাস জানান, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে এদিনের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি পৌষমেলার সফল আয়োজন নিয়েও কথা হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য দফতর আমাদের সর্বাত্মক সাহায্য করবে। প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক নিশ্চিত করেছেন যে, সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এ বছরও জাঁকজমকপূর্ণভাবে পুরনো মেজাজেই ফিরছে পৌষমেলা। আগামী নভেম্বর মাসে আয়োজিত পরবর্তী বৈঠকে মেলার রূপরেখা নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা করা হবে বলে জানা গেছে।

# নারী সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে যাত্রী সুরক্ষা মজবুত করছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ

মালিগাঁও, ১৪ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ধারাবাহিক নজরদারি, নারীকেন্দ্রিক বিশেষ পদক্ষেপ এবং দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে যাত্রীদের সুরক্ষা মজবুত প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যাত্রার সময় সুরক্ষা এবং সময়োচিত সহায়তার মাধ্যমে মহিলা যাত্রীদের, বিশেষ করে একা ভ্রমণ করা মহিলাদের সুরক্ষা, মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো 'মেরি সহেলি' যার আওতায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ২২টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে বিশেষ টিম মোতায়েন করা হয়েছে। এই টিমগুলি মহিলা যাত্রীদের, বিশেষ করে একা ভ্রমণ করা যাত্রীদের মতবিনিময় করে এবং তাদের যাত্রা আরও সুরক্ষ ও আরামদায়ক করে তুলতে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও আশ্বস্ততা প্রদান করে। এছাড়াও, আরপিএফ কর্মীরা সমস্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এলাকায় প্রতিদিন গড়ে ৪৫টি ট্রেনে সুরক্ষা প্রহরা প্রদান করেন এর মধ্যে পুরুষ ও মহিলা আরপিএফ কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত মিশ্রিত এসকর্ট টিম দ্বারা দায়িত্ব পালন করা ১৩টি মেইল / এক্সপ্রেস ট্রেন রয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি ট্রেনে সুরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করে এবং প্রয়োজনে যাত্রীদের দ্রুত সহায়তা প্রদান সহজতর করে। মহিলাদের কামরায় অননুমোদিত প্রবেশ রোধ করতে, রেলের নিয়ম লঙ্ঘনকারী পুরুষ যাত্রীদের বিরুদ্ধে আরপিএফ নিয়মিত বিশেষ অভিযান চালায়। জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর সময়ের মধ্যে রেলওয়ে আইনের ধারা ১৬২-এর অধীনে ২,৪৬৬ জন ব্যক্তিকে আটক ও তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, ১৯ জুন এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে 'জন বিশ্বাস আইন'-এর আওতায় ২১৯ জনকে আটক করা হয় এবং প্রায় ৪.৪ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। প্রয়োগ করা এই পদক্ষেপগুলি মহিলা যাত্রীদের জন্য সুরক্ষিত ও আরামদায়ক ভ্রমণ পরিবেশ বজায় রাখার প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করে। 'মাতৃশক্তি' অভিযানের অধীনে, যা সন্তান প্রসবের সময় সহায়তার প্রয়োজন থাকা গর্ভবতী মহিলা যাত্রীদের সহায়তা কেন্দ্রিত, আরপিএফ কর্মীরা, বিশেষ করে মহিলা আধিকারিক, সময়মতো সহায়তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই বছরে, আরপিএফ কর্মীরা রেলওয়ে চত্বরে সন্তান প্রসবের দুটি ঘটনায় সহায়তা প্রদান করেছেন, যা জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদানে তাঁদের নিষ্ঠারই পরিচয় দেয়। রেলওয়ে সুরক্ষা এবং মহিলা যাত্রীদের জন্য উপলব্ধ সহায়তার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে,

আরপিএফ / এনএফআর-এর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সচেতনতামূলক ভিডিও প্রচার করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী বিপদে পড়া যাত্রীদের সুরক্ষা এবং মানব পাচার রোধে তাদের তৎপরতা আরও শক্তিশালী করেছে। 'নন্হে ফরিশতে' অভিযানের আওতায়, জানুয়ারি ও সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে ট্রেন ও রেলওয়ে চত্বর থেকে মোট ৫৫১ জন শিশুকে, যার মধ্যে ৩৪৭ জন ছেলে ও ২০৪ জন মেয়ে ছিল, উদ্ধার করা হয়েছে। এই শিশুগুলি ঘর থেকে পালিয়ে আসা, কেও ছেড়ে যাওয়া, নিঃস্ব বা নিখোঁজ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। একই সময়ে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী পাচারের হাত থেকে ২২ জনকে উদ্ধার করে, যার মধ্যে ১৩ জন নাবালক (আটজন ছেলে ও পাঁচজন মেয়ে) এবং নয়জন মহিলা অন্তর্ভুক্ত ছিল, পাশাপাশি ১০ জন সন্দেহভাজন পাচারকারীকে আটক করে। মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বিশেষ পদক্ষেপ, ট্রেনে নিয়মিত সুরক্ষা প্রহরা, অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী রেলওয়েতে আরও সুরক্ষিত পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা যাত্রী-সুরক্ষাকে প্রদান করা অগ্রাধিকারকে পুনর্ব্যক্ত করে, যেখানে মহিলা, শিশু এবং সমাজের অন্যান্য অসহায় শ্রেণির সুরক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

# ঐতিহ্যের হুগলির জনাইয়ের চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপূজা

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৪ অক্টোবর ঃ হুগলি জেলার জনাই ও সংলগ্ন বাকসা এলাকার ঐতিহ্যবাহী চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপূজা অন্যতম। প্রায় তিন থেকে চারশো বছরের পুরনো এই পুজো কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি যেন বাংলার জমিদারী আমলের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল। প্রবীণদের মতে, চৌধুরী পরিবারের এই দুর্গোৎসবের সূচনা হয়েছিল সুদূর অতীতে, যখন এই অঞ্চলে এই পরিবারের প্রবল প্রতিপত্তি ও জমিদারী ছিল। কালের নিয়মে জাঁকজমকপূর্ণ রাজত্ব বা জমিদারী আজ অতীত হলেও, একটুও ভাটা পড়েনি তাদের পুজোর্চনার নিয়মরীতিতে। বংশপরম্পরায় আজও সেই সাবেকিয়ানা, নিষ্ঠা ও আভিজাত্য ধরে রেখেছেন পরিবারের বর্তমান উত্তরসূরিরা। বছরের এই কটি দিনের টানে দূরদূরান্ত থেকে পরিবারের সদস্যরা শিকড়ের টানে এসে জড়ো হন এই পুরানো ঠাকুরদালানে। চৌধুরী বাড়ির পুজোর বেশ কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একে অন্য দশটি সাধারণ পুজো থেকে আলাদা করেছেঃ এই বাড়ির প্রতিমা তৈরিতে আধুনিক কোনো থিম বা কারুকার্যের ছোঁয়া থাকে না। খড়, মাটি আর সনাতনী কাঠামোর ওপর খাঁটি একচালা ডাকের সাজের প্রতিমা গড়াই এখানকার বহুদিনের নিয়ম। এই পুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো এখানে দুর্গোৎসবের পাশাপাশি বৈষ্ণব সংস্কৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা যায়। প্রতিমা ও আরাধনার ধরনে রাধা কৃষ্ণের বৈষ্ণব রীতির স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী-প্রতিটি দিনেই প্রাচীনশাস্ত্র এবং পারিবারিক ট্র্যাডিশন মেনে মহা সমারোহে হোম, প্রতীকি বলিদান এবং বিশেষ ভোগ নিবেদনের প্রথা কঠোরভাবে পালিত হয়। পুজোর কদিনের পরিবেশঃ মহালয়ার আমেজ শুরু হওয়ার পর থেকেই চৌধুরী বাড়ির অন্দরমহল ও ঠাকুরদালানে এক অন্যরকম প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়। সন্ধ্যার সময় ঢাকের বাদ্য, ধুনুচি নাচ আর উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ। পুজোর কদিন বাড়ির রান্নাঘরে তৈরি হয় খাঁটি বাঙালি ঐতিহ্যের নানা পদের ভোগ, যা বিলি করা হয় অতিথি ও প্রতিবেশীদের মধ্যে।

# প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কুকথা, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৪ অক্টোবর ঃ নিজের সমাজ মাধ্যমের পাতায় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য এবং আপত্তিকর ছবি পোস্ট করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করলো সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জের চাঁদপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে সাদ্দাম শেখ (৩২)। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থানার সাকারঘাটি এলাকায়। গত কয়েকদিন ধরেই ঝাড়খণ্ডের ওই যুবক নির্দিষ্ট কয়েকটি ইস্যুর ভিত্তিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে বিভিন্ন রকম কুরুচিকর মন্তব্য এবং আপত্তিকর ছবি নিজের সমাজ মাধ্যমের পাতায় পোস্ট করছিলেন। বিষয়টি সম্প্রতি সামশেরগঞ্জ থানার এক ব্যক্তির নজরে আসে। এরপর তিনি সামশেরগঞ্জ থানায় মোস্তাফিজুরের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃত ওই যুবক ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে তিনি বেশিরভাগ সময় সামশেরগঞ্জ থানা এলাকায় থাকতেন। গতকাল রাতে পুলিশ খবর পায় অভিযুক্ত ওই যুবক বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের সীমানা ভর্তি সীমান্তবর্তী চাঁদপুর বাজারে এসেছেন। এর পরই পুলিশ ওই যুবকের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করতে শুরু করে। এরপর রাতে তাকে চাঁদপুর বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে আটক করে পরে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , ধৃত ওই যুবক নিজের মোবাইল ফোন থেকেই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য এবং আপত্তিকর ছবি পোস্ট করতে। পুলিশ ইতিমধ্যে ওই যুবকের মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সে আর কোনও বিষয়ে আপত্তিকর পোস্ট করেছিল কিনা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ওই যুবকের মোবাইল ফোন খতিয়ে দেখে তাঁদের ধারণা ওই যুবক কট্টর মৌলবাদী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন। সেই কারণে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনাকে নিয়ে সে নিয়মিত দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য এবং আপত্তিকর ছবি পোস্ট করছিলেন। পুলিশের বক্তব্য, ওই যুবক যে ধরনের ছবি পোস্ট করতেন এবং সমাজ মাধ্যমে মন্তব্য করতেন তাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ধৃত যুবকের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে বুধবার তাকে জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। সমাজের মাধ্যমে ওই যুবক যে ধরনের মন্তব্য করত তার পেছনে কেউ প্ররোচনা দিয়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সামশেরগঞ্জের বিজেপি নেতা প্রবীর সাহা বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কোনও ধরণের খারাপ মন্তব্য মেনে নেওয়া যায় না।

# বেআইনি দোকান নির্মাণ, ভেঙে দিল পৌরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১৪ অক্টোবর ঃ পৌরসভার অনুমতি ছাড়াই দোকান নির্মাণের অভিযোগে উচ্ছেদ অভিযান চালাল জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভা। বুধবার দুপুরে জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের রাধাবল্লভতলা এলাকায় জালাল মোল্লার তৈরি একটি দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। জয়নগর থানার পুলিশের উপস্থিতিতে পৌরসভার আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে এই অভিযান চালানো হয়।


**NIQ, Govt. of West Bengal**

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1 "Temporary IT Infrastructural Works in Connection with the Proposed Visit of VVIP at Kalajharia Village, Jhargram on 21.10.2026." 2. Temporary Installation of CCTV Surveillance System in Connection with the Proposed Visit of VVIP at Kalajharia Village, Jhargram on 21.10.2026. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No:WBPWD/EE/BIT/NIQ-107 & 108 of 2026-27 Last date of submission of Quotation: 19.10.2026 up to 11:00 AM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (https://www.pwdwb.in)

**Sd/- EE,**
**Bidhannagar IT Division, PWD**

**NIQ**
**O/o the Exe. Engineer**
**Jhargram Electrical Division, PWDte.**

**WBPWD/EE/JED/NIQ23/ 2026-27**
**Bid submission last date: 18/10/2026 up to 01:00 PM**
**For details follow www.pwdwb.in or visit the office.**

**দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে যান্ত্রিক পরিস্কারকরণের ঠিকা**

ডাক নং. জিইএম/২০২৬/বি/৮১৫১৩০৬ তারিখঃ ১৩-১০-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** ০৪ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে গুডস য়ার্ড, স্টেশন পরিসর, চতুর্দিকের এলাকা, প্ল্যাটফর্ম এবং ট্র্যাকের সঙ্গে দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে যান্ত্রিক পরিস্কারকরণের ঠিকা (১৪৬১ দিন)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৩৬,১০,০৬০.৩৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৬,৭২,২০০/- টাকা। **ডাক সমাপ্তির তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫-১১-২০২৬ তারিখের **১২.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৬-১১-২০২৬ তারিখের **১২.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

**ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন**
**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**পূর্ব রেলওয়ে**

**সংশোধনী**

**সংশোধনী নং ১ টেন্ডার নং: ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এসডিএএইচ-০১-২৬-২৭, তারিখ ০৭.১০.২০২৬**-এর কাজের জন্য ই-টেন্ডার নোটিশ- "পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে চাঁদপাড়া (সিডিপি), বনগাঁও (বিএনজে), গেদে (জিইডিই), নৈহাটি (এনএইচ), কল্যাণী (কেওয়াইআই), কল্যাণ ঘোষপাড়া (কেএলওয়াইজি), সোনারপুর (এসপিআর), ক্যানিং (সিজি), দমদম (ডিডিজে), ব্যারাকপুর (বিপি), শান্তিপুর (এসটিবি), কৃষ্ণনগর সিটি (কেএনজে), বেথুয়াডহরী (বিটিওয়াই), বহরমপুর কোর্ট (বিপিসি) এবং শিয়ালদহ (এসডিএএইচ) স্টেশনে অবশিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড এবং অ্যাকোস্টিক ডিজাইন করা পিএ সিস্টেম সংস্থানের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন টেলিকম সামগ্রী/যন্ত্রপাতির সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন।" উপরে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ই-টেন্ডার নোটিশ নং: ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এসডিএএইচ-০১-২৬-২৭, তারিখ ০৭.১০.২০২৬ পূর্বে ডেপুটি সিপিএম/এস অ্যান্ড টি/জিএসইউ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ২য় তলা, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক প্রকাশিত। টেন্ডার নথিগুলি সংশোধন করা হয়েছে এবং সংশোধিত টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** পোর্টালের ডকুমেন্ট সেকশনে ক্রম নং ১-এ, ডকুমেন্টের বিবরণ: "শিয়ালদহ এবিএসএস টেন্ডার ডকুমেন্ট রিভাইসড" এবং ফাইলের নাম: "শিয়ালদহ এবিএসএস টেন্ডার ডকুমেন্ট_১৩.১০.২০২৬ রিভাইসড. পিডিএফ" হিসেবে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

SDAH-263/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পুরানো ক্ষয়প্রাপ্ত পাইপ ভেঙে/খুলে ফেলা**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **DBWS-NIET-16-2026-27; তারিখঃ 12-10-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** ডিবিডব্লিউএছ-এ পুরানো ক্ষয়প্রাপ্ত পাইপ ভেঙে/খুলে ফেলা, লিকেজ পরীক্ষা করা এবং এয়ার ব্রেক পাইপ লাইনে সিঙ্গেল/ডাবল ফেরুল সংযোজন করা। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ** ৭৯,৫৬,৫৪৫.০০/- টাকা @১৮% জিএসটি সহ; **বিড সিকিউরিটিঃ** ১,৫৯,১০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৩-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৩-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায় **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ০৩-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার/ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ/ডিব্রুগড়
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**Office of the Suti-I Panchayat Samity**
**Ahiran: Murshidabad**
**TENDER NOTICE**

Executive Officer, Suti I Panchayat Samity invites sealed tender for:
1. NIT No:- 38/BEUP-59/PS., under Rural Road - BEUP, 59-Raghunathganj LAC, vide Memo No: 656 (39)/PS., Dated: 13.10.2026, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application: 28.10.2026 upto 12.00 PM.
Details visit the website **https://tenders.wb.gov.in**
All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti I Panchayat Samity.

**Sd/-**
**Executive Officer Suti-I Panchayat Samity**
**Ahiran: Murshidabad**

**SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY**
**Nager Bazaar, Kolkata - 700 074**

**Tender Notice No. 388** **Tender Notice Date: 14/10/2026**

**NOTICE INVITING E-TENDER**

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 388/10/2026-2027** dated 14/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
**Last date of E-Submission: 27/10/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
**South Dum Dum Municipality**

**রিকভারি অফিসারের কার্যালয়**
**ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)**
অষ্টম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১
সূত্রঃ মামলা নং. TRP/6/2015
(O.A. No. 311 of 2010)
**ইনভেন্ট অ্যাসেটস সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন (প্রাঃ) লিমিটেড**
**বনাম**
**মেসার্স দিব্যাংশ ও অন্যান্য**
**বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

নিম্নলিখিত সম্পত্তিটি ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২১.০৯.২০২৬ তারিখে প্রদত্ত ৭৬ নং আদেশ অনুযায়ী, বিক্রয় প্রক্রিয়াটি নিচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবেঃ

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণঃ**

মৌজা- চণ্ডীবেড়িয়া, জে.এল. নং ১৫, ব্লক- রাজারহাট, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৬৫, সি.এস. দাগ নং ২২৩, খতিয়ান নং. ১৫ (বর্তমানে ১৬ /১), হোল্ডিং নং RGM/15/23/ 5-এর অন্তর্গত ৬০ ডেসিমেল পরিমাণের জমি এবং তার ওপর অবস্থিত ভবন যা রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ড এবং কসিপুর, দমদম সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের আওতাধীন (জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা) এলাকায় অবস্থিত। সম্পত্তিটি 'যেমন আছে যেখানে আছে' ভিত্তিতে এবং ২১.০৯.২০২৬ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক জারি করা বিক্রয় ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী বিক্রি করা হবে।

এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত শর্তাবলী ও তৎসংক্রান্ত বিধিনিষেধ এবং অতিরিক্ত নিম্নলিখিত শর্তাবলীর সাপেক্ষে সম্পন্ন হবে। তফসিলে উল্লিখিত লট বা অংশ অনুযায়ী সম্পত্তিটি বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা হবে। যদি সম্পত্তির একাংশ বিক্রির মাধ্যমেই আদায়যোগ্য অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তবে অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে বিক্রি অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সম্পত্তিটির জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত মূল্য হলো ২,৭৭,২০,০০০.০০ টাকা (দুই কোটি সাতাত্তর লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)। আগ্রহী ক্রেতাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যেন তাঁরা বিড আবেদনপত্র, সম্পত্তির বিবরণ, প্যান কার্ডের প্রতিলিপি, ঠিকানার প্রমাণপত্র ও পরিচয়পত্র, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব বা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সংক্রান্ত নথিপত্রসহ সংরক্ষিত মূল্যের **১০ অর্থাৎ ২৭,৭২,০০০.০০ টাকার** 'আমানত অর্থ' বা আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট -যা The Recovery Officer, DRT - III, Kolkata-এর অনুকূলে এবং কলকাতায় প্রদেয় একটি ডিমান্ড ড্রাফট হতে হবে-এবং উক্ত জমার রসিদ / কাউন্টার ফয়েলসহ একটি সিলমোহরযুক্ত খামে ভরে 'রিকভারি অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩, কলকাতা'-র ঠিকানায় সরাসরি (হাতে-হাতে) অথবা রেজিস্টার্ড/ স্পিড পোস্টের মাধ্যমে জমা দেন। জমা দেওয়ার সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রাপ্ত EMD ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হবে না। বিড বা দর প্রস্তাব জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হলো ১৩.১১.২০২৬ তারিখের দুপুর ২.০০টা (১৪.০০ ঘণ্টা) বা তার আগে ট্রাইব্যুনালের কার্যালয়ে এই সময়ের মধ্যে তা জমা দিতে হবে। বিড ইনক্রিমেন্ট (দর বৃদ্ধির ধাপ) হলো সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ, অর্থাৎ ২,৭৭,২০০.০০ টাকা।

নিলামে বিজয়ী দরদাতাকে নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পরদিন (অর্থাৎ দুপুর ২.৩০-এর মধ্যে) নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে বিক্রয়মূল্যের ২৫ শতাংশ অর্থ জমা দিতে হবে (আগে জমা দেওয়া ইএমডি বা আর্নেস্ট মানি সমন্বয়ের পর)। যদি পরদিন ছুটির দিন বা রবিবার হয়, তবে পরবর্তী প্রথম কর্মদিবসে এই অর্থ জমা দিতে হবে। এরপর, সম্পত্তি বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে (বিক্রয়ের দিনটি বাদ দিয়ে) ক্রেতাকে অবশিষ্ট ৭৫শতাংশ বিক্রয়মূল্য জমা দিতে হবে যদি ১৫তম দিনটি রবিবার বা অন্য কোনো ছুটির দিন হয়, তবে ১৫তম দিনের পরবর্তী প্রথম কর্মদিবসে উপরে উল্লিখিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে তা জমা দিতে হবে। এছাড়াও, ক্রেতাকে 'রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-৩ , কলকাতা'-র কাছে 'পাউন্ডেজ ফি' জমা দিতে হবে- যার হার হবে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত ২ শতাংশ এবং ১,০০০ টাকার অতিরিক্ত অংশের ওপর ১ শতাংশ (সাথে অতিরিক্ত ২০০ টাকা)-এবং এই অর্থ 'রেজিস্ট্রার, ডিআরটি-৩ , কলকাতা'-র অনুকূলে ডিডি -র মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক মনে হলে যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত করার অধিকার নিম্নস্বাক্ষরকারী সংরক্ষণ করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে, বিক্রয়-সংক্রান্ত খরচ নির্বাহের পর জমাকৃত অর্থ-নিম্নস্বাক্ষরকারী উপযুক্ত মনে করলে-সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে এবং এক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি বা পরবর্তীতে যে মূল্যে তা পুনরায় বিক্রি হতে পারে সেই অর্থের কোনো অংশের ওপরই খেলাপি ক্রেতার আর কোনো দাবি থাকবে না। বিক্রয়ের নতুন বিজ্ঞপ্তি জারির পর সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময় ১৭.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবার ৩ মিনিট করে সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। নিলামটি 'অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং এতে অংশগ্রহণের জন্য https://drt.auctiontiger.net ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাঃ বিজনেস স্পেসঃ বি-৭০৫, ওয়াল স্ট্রিট-২, ওরিয়েন্ট ক্লাবের বিপরীতে, গুজরাট কলেজের কাছে, এলিস ব্রিজ, আহমেদাবাদ - ৩৮০০০৬, গুজরাট। যোগাযোগকারী ব্যক্তিঃ শ্রী রাম শর্মা মোবাইল- ৮০০০২৩২৯৭ ই-মেইল- ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net হেল্পলাইনঃ ৯২৬৫৫৬২৮১৮ / ৯২৬৫৫৬২৮২১/ ০৭৯-৬৮১৩ ৬৮৪২/ ৬৮৬৯।

উপরোক্ত নিলাম, বিক্রয়-ঘোষণা, ই-নিলামের দরপত্র (বিড ফর্ম), ঘোষণাপত্র এবং নিলাম ও দরকষাকষির বিস্তারিত শর্তাবলি www.drt.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ই-নিলাম পরিচালনার সমন্বয়ক হিসেবে শ্রী অঙ্কিত শেট্টি-কে মনোনীত করা হয়েছে। তাঁর বিবরণ নিম্নরূপঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মোবাইলঃ ৯৯২০৫৮৭৬২৬ ই-মেইলঃ ankit.shetty@inventarc.com। নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানাঃ ইনভেন্ট অ্যাসেটস সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড, বখতাওয়ার, স্যুট বি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্যাকবে রিক্লামেশন, ২২৯, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বাই-৪০০ ০২১।

অদ্য ২১.০৯.২০২৬ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও ট্রাইব্যুনালের সিলমোহরসহ প্রদত্ত হলো।

**স্বাক্ষরিত /-**
**(প্রদীপ কুমার মণ্ডল)**
**রিকভারি অফিসার, ভারত সরকার,**
**কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-৩**

**NIQ, Govt. of West Bengal.**

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for temporary IT Infrastructure arrangement in connection with Visit of Union Minister of Home Affairs and Co-operation, Govt of India at Different Places on the Month of October, 2026" **[Job No. KIT/RW/ 223 of 26-27]**
**SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-122/KIT/Q of 26-27)**
Bid Submission Closing : 16.10.2026 up to 03.00 PM
2. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Connectivity in connection with Visit of Union Minister of Home Affairs and Co-operation, Govt of India at Different Places on the Month of October, 2026" **[Job No. KIT/RW/224 of 26-27]**
**SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-123/KIT/Q of 26-27)**
Bid Submission Closing : 16.10.2026 up to 03.00 PM
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

**Sd/-**
**Executive Engineer, PWD**
**Kolkata IT Division**

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার**

**ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ- ১০৯-১১১-২৬ তারিখ ঃ ০৯.১০.২০২৬।** ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে/আদ্রা কর্তৃক পিএফ, পি.ওয়ে এবং বিবিধ কাজ বিষয়ক **০৩(তিন) টি** নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। যার **ক্র.নং., টেন্ডার নোটিস নং. ও কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(১) নং. ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১০৯-২৬ তারিখ ঃ ০৯.১০.২০২৬,** ছাতনা স্টেশনে আপ অভিমুখে একটি এবং ডাউন অভিমুখে একটি করে কমন লুপের জন্য মোট দুটি সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্রায় ৭৫০ মিটার দীর্ঘ নতুন লাইনের ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উঁচু লেভেলের প্ল্যাটফর্ম, স্টেশন বিল্ডিং, সাবমার্সিবল পাম্প, পার্শ্ব নর্দমা এবং রাস্তা নির্মাণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৪৬,৫২,৫৭৫.০৯ টাকা। **(২) নং. ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১১০-২৬ তারিখ ঃ ০৯.১০.২০২৬,** বাঁকুড়া স্টেশনে কমন লুপ হিসেবে ডাউন মেন তথা আপ লুপের লাইনের সুবিধার অপসারণের জন্য আপ ও ডাউন মেন লাইনের ক্রশওভার তুলে ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,১১,৬১,৫০৮.১৯ টাকা। **(৩) নং. ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১১১-২৬ তারিখ ঃ** ০৯.১০.২০২৬, বাঁকুড়া-তে কমন লুপ হিসেবে আপ লুপ লাইনকে ব্যবহার দ্বারা ডাউন মেন তথা আপ লুপের সুবিধা অপসারণের জন্য আপ এবং ডাউন মেন লাইন ক্রশ ওভার তুলে ফেলার কাজের পরিপ্রেক্ষিতে টাইপ-II কোয়ার্টার্স (২৯টি), টাইপ -III কোয়ার্টার্স (১টি), অফিস, পিডব্লুআই স্টোর রুম ইত্যাদি নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৬,৩৪,১৫,৬৪৫.৬১ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখও সময় ঃ** ০৬.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট উপরোক্ত ই-টেন্ডার বিশদে দেখতে পারেন। **(PR-896)**

**PURULIA ZILLA PARISHAD**
Purulia

**Notice Inviting Tender**

E Tender Notice No. **e-NIT No. 07 of 2026-2027 2nd Call vide Memo No.342/DE/PZP dated 14.10.2026** Please visit to the website **www.tenders.wb.gov.in** for details. Intending contractors may also contact Engineering dept. of this office and office notice board.

**Sd/-District Engineer**
**Purulia Zilla Parishad**
**Memo.65/ADV/ICA/PURU dt.14.10.26**

**NI(e)T**

E.O. Baghmundi, Purulia Invites e-Tenter for 01 no. works. For details visit visit www.tenders.wb.gov.in
Ref. Tender ID: - 2026_DM_5080301_1 to 09

**Sd/- E.O., Baghmundi**
**Memo 64/ADV/ICA/puru dt.14.10.2026**

**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY**
PARA::PURULIA
**NOTICE INVITING e-TENDER**

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-17/2026-27 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 1(One) no. works/Schemes in the portal: www.wbtenders.gov.in. Document download/sell starting from 14.10.2026 up to 27.10.2026 16.00 P.M. Bid submission starting from 14.10.2026 up to 27.10.2026 at 16.00 PM. And Opening on 29.10.2026 at 16:05 P.M. For details please visit website.

**Sd/- Executive Officer**
**Para Panchayat Samity**

**Durgapur Municipal Corporation**
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
**Notice Inviting e-Tender**

**1) Name of the Work:** Operation and Maintenance of 15 MGD or 68.10 MLD Water Treatment Plant, and related CWR and 1600 KVA Substation including related 3 nos Boosting Stations and Reservoir at Durgapur Municipal area for the period of 60 months including supply of all materials to be used daily like Chlorine, Alum, Laboratory Testing materials etc. and Guarding of Water Treatment Plant Campus and all other Assets / Boosting Stations of Durgapur Municipal Corporation area in the Campus round the clock.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-64/25-26
Tender ID : 2026_MAD_5080423_1
**Last Date : 14th November 2026, up to 05:00 pm** **Sd/- Executive Engineer**
For details : **tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

**BARIJAHATTY GRAM PANCHAYAT**
**(under Chanditala-II Panchayat Samity)**
**Vill-Barijahatty, PO & PS – Chanditala**
**NIeT No. 489/BGP/TENDER/2025-2026, Dated: 14.10.2026**

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 01(One) work. Date of application for E-Tender Form on any working day from 14.10.2026 to 29.10.2026. Last date of dropping of E-Tender Form on or before 29.10.2026 02.30 P.M. Date of Opening of E-Tender 02.11.2026 10.00 AM. For details please visit office of the undersigned or website https://tenders.wb.gov.in

**Sd/- Pradhan**
**Barijahatty Gram Panchayat**

**NI(e)T**

B.D.O. Baghmundi, Purulia Invites e-Tender for 9 nos. works.
For details visit www.tenders.wb.gov.in
Ref. Tender ID: 2026_DM_5079850_1 to 6
Ref. Tender ID: 2026_DM_5079850_8
Ref. Tender ID: - 2026_DM_5079850_10 to 11

**Sd/-**
**B.D.O**
**Baghmundi Dev. Block**
**Memo- 63/ADV/ICA/PURU dt.14/10/2026**

**হাওড়া পৌর নিগম**
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
**No. WB-HMC/TN/ED/S&D/19/2026-2027** **Dated: 12-10-2026**
**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি**

হাওড়া পৌরসংস্থার আওতাধীন ২৬টি বহনযোগ্য ডিজেল পাম্প মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য, এই ধরণের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য ও নির্ভরযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে হাওড়া পৌরসংস্থার নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তর অথবা **www.wbtender.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ২৬.১০.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার হাওড়া পৌরসংস্থা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

৯৬ (২) / ২৬-২৭
১৪।১০।২০২৬

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

**JANGIPUR MUNICIPALITY**
P.O. - Raghunathganj Dist- Murshidab
**e-TENDER NOTICE**

NIeT No: MAD/ULB/JM/AMRUT 2.0/NIeT35/23-24 (2nd Call), e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for A) Rejuvenation of Water Body and B) Operation and Maintenance for 5 Years Mirdhapara Pukur at Mirdhapara, in Ward No 10 within Jangipur Municipality under AMRUT 2.0 Project, **Tender ID: 2026_MAD_1046456_1, Publish Date: 14/10/2026 at 10:00 IST**, Bid Submission Start date (Online): **14/10/ 2026 at at 12:00 IST and Bid Submission Closing date (Online): 30/10/2026 at 18:00 IST.** The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Executive Officer**
**Jangipur Municipality**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Director General (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
**NIT No.: KMC/DCE(PS)/I/WAT_JET/26-27**
Name of the Work: **Operation & Maintenance of One (01) Jet Pump fitted on BS-IV Vehicle with necessary accessories for watering plants, road side trees etc. in Br.-I for a period of One (01) year (WB-03D-1574).** Estimated Cost: **Quotation invited**. Earnest Money: **Initially ₹ 9,500.00** (Online). Period of Completion: **12 months (365 days).** Last date and time of submission of Bid: **17.11.2026 – 1 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposal (Online): **19.11.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **14.10.2026 – 10 a.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC** invites e-Tender for the following work:
**NIT No.: KMC/EE/WS/GRWW/26-27/PH-II/32**
Name of the Work: **Servicing, overhauling, testing and commissioning of Service water pumps, Jet pumps, Pre- and Post-Chlorination pumps and their prime movers installed at different locations at WTP-III, GRWW.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money: **₹ 3,400.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **05.11.2026 at 2 p.m./07.11.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Z-IV/Br.-IV, KMC** invites e-Tender online, two part Bid system for the following works:
**(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/89/26-27**
Name of the Work: **Supply of services for operation and routine Upkeeping of street lighting system in Ward No.-96 under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,40,576.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **181 days.**
**(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/90/26-27**
Name of the Work: **Supply of services for operation and routine Upkeeping of street lighting system in Ward No.-99 under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,46,844.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **181 days.**
**(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/173/26-27**
Name of the Work: **Supply and delivery of LED street light fittings at Ram Thakur Ashram, Pallysree More and other areas in Ward No.-96 under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,97,557.50**. Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of completion of Bid: **03.11.2026 upto 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **14.10.2026 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-III, KMC** invites online percentage rate e-Tenders under two bid system for the following work:
**NIT No.: KMC/EE-III/13/003/26-27 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of Paver block passage at B/17/1/H/22, B/17/H/44 Ultadanga Main Road and their surrounding Uttaran areas in Ward No.-13.** Estimated cost: ₹ **2,93,019.00**. Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **03.11.2026 upto 12 Noon.** Date and time of opening of tender: **05.11.2026 on or after 12 Noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **13.10.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-IV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
**(1) NIT No.: KMC/EE(C)/IV/28/19/26-27/U**
Name of the Work: **Repairs to Uttaran I.P.S. and Concrete passage & Footpath at different area of Dr. M.N.C. Sarani; C.W. Road; A.P.C. Road and other Uttaran places in Ward No.-28.** Estimated cost (Including GST & Cess): ₹ **3,96,970.21**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
**(2) NIT No.: KMC/EE(C)/IV/038/018/2026-2027/R**
Name of the Work: **Thorough repairing of passage at 33 B. K. C. Sen Street, 1A Heramba Das Lane and others in Ward No.-38.** Estimated cost (Including GST & Cess): ₹ **1,80,661.43**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **05.11.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The tender will be opened on: **07.11.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **14.10.2026 (5 p.m.).** The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
**NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/086/06/2026-2027/D**
Name of the Work: **Restoration of Footpath at 12A, 2 Lake View Road, 40/2/1 Purna Das Road, 465 Keyatala Road, P400 Keyatala Lane, 196, 172/5 R. B. Avenue, 54/2, 57/E Hindusthan Park and others disturbed by CESC and Natural Wear & Tear in Ward No.-86.** Estimated cost (Including GST and Cess): ₹ **2,99,912.02**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **13.11.2026 – 12 Noon.** Date and time of opening of tender: **17.11.2026 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.10.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in** **(628/26-27)**

## রোহিতের হাতে ফের ব্যাটন নয়, অবস্থান স্পষ্ট করল মুম্বই

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৪ অক্টোবরঃ** রোহিত শর্মা ফের মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেতৃত্বে? জল্পনা তুঙ্গে। কিন্তু বাস্তব অন্য। যাবতীয় গুঞ্জন ফুৎকারে উড়িয়ে দিল মুম্বই। ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রের খবর, এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী আইপিএলের অধিনায়কত্ব নিয়ে অন্দরে এখনও কোনও আলোচনাই শুরু হয়নি। বরং, জল্পনা অন্য খাতে। হার্দিক পাণ্ডিয়াকে ট্রেড করার রাস্তাই খোলা রাখছে তারা। রোহিতকে দলনেতার কুর্সিতে ফিরিয়ে আনার কোনও ভাবনা নেই ম্যানেজমেন্টের। বরং, হার্দিক পাণ্ডিয়াকে ট্রেড করার জন্য মুখিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি। উপযুক্ত প্রস্তাব পেলে তাঁকে ছেড়ে দিতেও দু'বার ভাববে না দল। তবে সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত হার্দিককে ট্রেড করার মতো যুতসই কোনও চুক্তির খোঁজ মেলেনি। ২০২৭ সালের আইপিএলের আগে তিনি যদি দল ছাড়েন, তবে বিকল্প নেতার ছকও কষা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে রোহিতের দিকে না ঝুঁকেও একাধিক পথ খোলা মুম্বইয়ের সামনে। হার্দিক দল ছাড়লে নেতৃত্বের দৌড়ে সবার আগে সূর্যকুমার যাদব এবং তিলক বর্মা। চর্চায় মিচেল স্যান্টনারও। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সূর্যকুমারের নেতৃত্বেই চ্যাম্পিয়ন ভারত। কিন্তু টুর্নামেন্টের ঠিক বাদে ব্যাটে রান-খরা। ফর্ম হারানোয় নেতৃত্ব তো বটেই, জাতীয় দল থেকেও বাদ পড়েন সূর্য। অন্যদিকে, তিলক বর্মা ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা প্রতিভা। মুম্বই স্কোয়াডে নিজের জায়গা কার্যত পাকা করে ফেলেছেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়কও বটে। পাশাপাশি নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার পরীক্ষিত সৈনিক। কিউয়ি শিবিরের সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়ক। ফলে ফ্র্যাঞ্চাইজির হাতে বিকল্পের অভাব নেই। মুম্বইয়ের জার্সিতে রোহিতের সাফল্য প্রশ্নতীত। তাঁর নেতৃত্বেই দল পাঁচবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু ২০২৪ সালের আইপিএলের আগে রোহিতকে সরিয়ে হার্দিককে নেতা হিসেবে বেছে নেয় ম্যানেজমেন্ট। গুজরাত টাইটানস থেকে ট্রেড করে রীতিমতো চমক দিয়েই তাঁকে দলে ফেরানো হয়েছিল। ২০২২ সালে এই হার্দিকের নেতৃত্বে ট্রফি জেতে গুজরাত। কিন্তু মুম্বইয়ে ফিরে হার্দিকের চেনা ম্যাজিক উধাও। কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অধরা। ২০২৪ সালের আইপিএলে পয়েন্ট টেবিলের একেবারে তলানিতে শেষ করেছিল মুম্বই। আর পরের মরশুমে, অর্থাৎ ২০২৬ আইপিএলে, দল কোয়ালিফায়ার ২ পর্যন্ত পৌঁছলেও, শেষমেশ নবম স্থানেই দৌড় শেষ করতে হয় হার্দিক-বাহিনীকে। সব মিলিয়ে মুম্বইয়ের অন্দরে যে বড়সড় রদবদল আসতে চলেছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

# বৈভবকে নষ্ট করছে গম্ভীরের ম্যানেজমেন্ট

### ভুল ধরালেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত

**সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ১৪ অক্টোবরঃ** ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে এখন ওপেনারদের ছড়াছড়ি। অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষান-আইপিএলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দলের তারকা। এই তালিকায় নতুন নাম কিশোর প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশী। একদিকে অভিষেক শর্মা টানা খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। আর অন্যদিকে দ্বিতীয় ওপেনারের জায়গাটা নিয়ে চলছে সঞ্জু ও বৈভবের মধ্যে নিরন্তর রদবদল। গৌতম গম্ভীর ম্যানেজমেন্টের এই নীতিতেই এবার বেজায় চটলেন তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। তাঁর সাফ কথা, ম্যানেজমেন্টের ভুল সিদ্ধান্তে বৈভবের আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বৈভব দলে আসার পর থেকেই ওপেনিং পজিশন নিয়ে টানাপড়েন চলছে। গত জুন-জুলাই মাসে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে প্রথমবার ভারতীয় দলে ডাক পান বৈভব। আয়ারল্যান্ড সিরিজ এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ওপেন করেছিলেন সঞ্জু। সেই তিন ম্যাচে তাঁর রান ছিল যথাক্রমে ৫, ০ এবং ১। সঞ্জু ব্যর্থ হতেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয় বৈভবের। পরপর তিনটি ম্যাচ খেলেন। রান যথাক্রমে ১৪, ১৩ এবং ১৫। কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে হঠাৎই বৈভবকে বসিয়ে ফের সঞ্জুকে ফেরানো হয়। সেই ম্যাচে ২৭ রান করেন তিনি। এরপর জিম্বাবোয়ে সফরে সঞ্জুকে বিশ্রাম দেয় বোর্ড। আর সুযোগ পেয়েই সেই সিরিজে

জ্বলে ওঠেন বৈভব। তিন ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৫০, ২০ এবং ৮১ রানের তিনটি ঝকঝকে ইনিংস। কিন্তু জিম্বাবোয়েতে এত ভাল খেলার পরেও চলতি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে প্রথম তিন ম্যাচে বৈভবকে বসিয়ে রাখা হয়েছে রিজার্ভ বেঞ্চে। টিম ম্যানেজমেন্টের ঘনঘন দল বদলের নীতিতে আপত্তি শ্রীকান্তের। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘‘ওরা শুধু ওর (সঞ্জু স্যামসনের) আত্মবিশ্বাসই নষ্ট করেনি, ভারত বৈভব সূর্যবংশীর আত্মবিশ্বাসও পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলের বিরুদ্ধে ওকে অনায়াসে তিনটে ম্যাচ দেওয়া যেত। অভিষেককে তো অনেক দিন ধরে দেখা হল। এবার ওকে বিশ্রাম দিয়ে পরের ম্যাচে সূর্যবংশী আর স্যামসনকে দিয়ে ওপেন করানো যেতে পারে।’’ ম্যানেজমেন্টের ভুল ধরানোর পাশাপাশি সঞ্জু স্যামসনের ফর্ম নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীকান্ত। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে ফাইনাল-সহ তিনটি ম্যাচে দারুণ খেলেছিলেন সঞ্জু। কিন্তু বিশ্বকাপের পর থেকেই তাঁর ছন্দ আবার পড়তির দিকে। সঞ্জুর এই খামখেয়ালি ফর্ম নিয়ে শ্রীকান্তের মত, ‘‘স্যামসনের ফর্ম বরাবরই ওঠানামা করে। ওর ধারাবাহিকতা চিরকালই প্রশ্নের মুখে। ও আচমকা বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে অবিশ্বাস্য কিছু করে দেখাবে, তারপরই আবার একটানা ব্যর্থ হতে থাকবে। অভিষেক শর্মার মতো ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে কখনও এমন চরম উত্থান-পতন দেখা যায় না। দেখবেন, পরের ম্যাচেই হয়তো স্যামসন আবার রান করে ফেলবে।’’ হাতে একঝাঁক প্রতিভা। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে ভারতের ওপেনিং জুটি নিয়ে জট যে শুধুই বাড়ছে, শ্রীকান্তের কথায় তা জলের মতো স্পষ্ট।

# সৌরভ-লারাদের সঙ্গে ক্রিকেটে মাতলেন প্রিন্স উইলিয়াম! মহারাজে মুগ্ধ রাজপুত্র

**সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৪ অক্টোবরঃ** পেছনে ঐতিহাসিক বাকিংহাম প্যালেস। সামনে অস্থায়ী বাইশ গজ। আর সেখানেই ব্যাট-বল হাতে নেমে পড়লেন স্বয়ং ব্রিটিশ রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স উইলিয়াম সঙ্গী কারা? সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রায়ান লারা, জেমস অ্যান্ডারসনের মতো বিশ্বক্রিকেটের রথী-মহারথী। মঙ্গলবার লন্ডনের রাজপথে বসল এমনই চাঁদের হাট। শুধু খেলা নয়, ম্যাচ শেষে ভক্তদের সামনে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেও দেখা গেল প্রিন্স অফ ওয়েলসকে। লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসের ঠিক বাইরে আয়োজিত হয়েছিল এই বিশেষ ইভেন্ট-‘ক্রিকেট অন দ্য মল’। উদ্দেশ্য, মুম্বইয়ে হতে চলা ‘আর্থশট প্রাইজ’ অনুষ্ঠানের প্রচার। আর সেই প্রচারে রাজপুত্রের সঙ্গে এক মঞ্চে প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেট তারকারা। সৌরভ, লারা, অ্যান্ডারসন ছাড়াও মাঠে নেমেছিলেন ভারতের অজিঙ্ক রাহানে এবং ইংল্যান্ডের জো রুট। খেলার ফাঁকে উপস্থিত ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে কথাও বলেন উইলিয়াম। সেখানেই মহারাজকে অকপট শংসাপত্র, ‘সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম সেরা ক্রিকেটার।’ লন্ডনে রাজপুত্রের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার ঠিক আগেই ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন ইনিংস শুরু হয়েছে সৌরভের। বসেছেন আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসের হেডকোচের হটসিটে। গত দুই মরশুমে হেমাঙ্গ বাদানির কোচিংয়ে প্লে-অফের গণ্ডি টপকাতে ব্যর্থ হয়েছিল দিল্লি। সেই ব্যর্থতার জেরেই সৌরভের হাতে দলের রাশ তুলে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। ২০১৯ সালে পরামর্শদাতা হিসেবে দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে পথচলা শুরু। এরপর পুরুষ ও মহিলা-দুই দলেরই ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন সৌরভ। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগে

দিল্লিরই অপর ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের হেড কোচ ছিলেন তিনি। এবার সরাসরি আইপিএলের মূল দলের দায়িত্বে। নয়া চ্যালেঞ্জ নিয়ে রীতিমতো চনমনে সৌরভ। ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলেছেন, ‘আইপিএলে হেডকোচের দায়িত্ব নিতে আমি মুখিয়ে রয়েছি। দিল্লি ক্যাপিটালস আমার হৃদয়ের খুব কাছের একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এদের সঙ্গে আমার অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক। দলের কর্ণধার, ম্যানেজমেন্ট, সাপোর্ট স্টাফ এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে খুব কাছ থেকে কাজ করেছি। তাই এই নতুন দায়িত্ব আমার কাছে দারুণ রোমাঞ্চকর। আমাদের হাতে একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে এবং সাম্প্রতিক অতীতে আমরা ভাল ক্রিকেট খেলেছি। নতুন মরশুমে স্কোয়াডের সঙ্গে কাজ করতে এবং একটা শক্তিশালী ও ভয়হীন দল গড়ে তুলতে আমি প্রস্তুত।’ উল্লেখ্য, জিএমআর এবং জেএসডব্লিউ-এই দুই গ্রুপ যৌথভাবে দিল্লি ক্যাপিটালসের মালিক। চুক্তি অনুযায়ী, দু'বছর অন্তর ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালনার দায়িত্ব বদল হয়। ২০২৬ সালেই শেষ হয়েছে জিএমআর গোষ্ঠীর মেয়াদ। এবার ফের দায়িত্বে জেএসডব্লিউ। আর দায়িত্ব নিয়েই সৌরভকে কোচ করার পাশাপাশি পুরনো অধিনায়ক ঋষভ পন্থকেও দলে ফিরিয়েছে তারা। লখনউ সুপার জায়ান্টসের সঙ্গে হাই-প্রোফাইল ট্রেডে স্পিনার কুলদীপ যাদবকে ছেড়ে পন্থকে ঘরে ফিরিয়েছে দিল্লি। ‘দাদা’র হাতে কোচিংয়ের ব্যাটন তুলে দিয়ে উচ্ছ্বসিত দিল্লি ক্যাপিটালসের চেয়ারম্যান তথা জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের প্রতিষ্ঠাতা পার্থ জিন্দালও। তাঁর কথায়, ‘‘সৌরভ বরাবরই দিল্লি ক্যাপিটালস পরিবারের একজন অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারতের অন্যতম সেরা অধিনায়ক এবং দক্ষ প্রশাসক এবার দিল্লি ক্যাপিটালসের হেডকোচ হিসেবে কোচিংয়ে পা রাখছেন-এটা ঘোষণা করতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও সম্মানিত। ওঁকে এই ভূমিকায় দেখতে আমি মুখিয়ে রয়েছি। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, ওঁর পরামর্শ এবং দূরদর্শী নেতৃত্বে দিল্লি ক্যাপিটালস আইপিএল খেতাব জয়ের জন্য নিজেদের সেরা প্রস্তুতি নেবে।’’

# পথহারা ইউনাইটেডকে হারাল আতলেতিকো মাদ্রিদ

**সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৪ অক্টোবরঃ** এক ইংলিশ ক্লাবের বিপক্ষে হেরে আসর শুরুর পর, আরেক ইংলিশ ক্লাবের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ের দেখা পেল আতলেতিকো মাদ্রিদ। ঘুরে দাঁড়ানোর অভিযানে তারা হারিয়ে দিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে। ঘরের মাঠে মঙ্গলবার ২-০ গোলে জিতেছে মাদ্রিদের দলটি। পাবলো বারিওস দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, শেষ দিকে ব্যবধান বাড়ান লুকমান। লেনি ইয়েরো লাল কার্ড দেখায়, শেষের বেশ কিছুটা সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় ইউনাইটেডকে। এই নিয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ জয়শূন্য রইল মাইকেল ক্যারিকের দল। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতল আতলেতিকো। দুই ম্যাচে একটি করে জয়ে সমান ৩ পয়েন্ট এই দুই দলের। আরও অনেক দলেরও পয়েন্ট ৩। গোলের হিসেবে আতলেতিকো আছে ১৩ নম্বরে, ইউনাইটেড আছে সাত নম্বরে। ব্যর্থতার বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়া ইউনাইটেড এখানে ম্যাচ শুরু হতেই রক্ষণে গড়বড় পাকিয়ে গোল খেয়ে বসে। ম্যাচের ঘড়িতে সময় তখন ৪৭ সেকেন্ড! ডি-বক্সে প্রতিপক্ষের মুভমেন্ট বুঝে উঠতে না পেরে বাঁ

পাশের পোস্টের কাছে চলে যান গোলরক্ষক, সতীর্থের পাস ফাঁকায় পেয়েই শট নেন পাবলো বারিওস, ডিফেন্ডার হেভেন তড়ির চেষ্টায় বলের গতি কমালেও, ঠিকই তা গোললাইন পেরিয়ে যায়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আতলেতিকোর এটা দ্বিতীয় দ্রুততম গোল। গত বছরের মার্চে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে কনর গ্যালাঘারের ২৭ সেকেন্ডের গোলটি সবচেয়ে দ্রুততম। ২৭তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারতো, তবে কোনোমতে সে যাত্রায় বেঁচে যায় ইউনাইটেড। ডি-বক্সের ডান দিকে ফ্রি কিক পায় আতলেতিকো আলেখান্দ্রো গ্রিমাল্দোর বাঁকানো শট দুইজনের রক্ষণপ্রাচীরের ওপর দিয়ে গিয়ে পোস্ট ও ক্রসবারের সংযোগস্থলে লাগে। দ্বিতীয়ার্ধের নবম মিনিটে আবারও পোস্টে বল লাগার হতাশায় পোড়ে আতলেতিকো। দূরের পোস্টে দারুণ পাস বাড়ান বারিওস, সেখানে হুলিয়ান আলভারেসের ভলি পোস্টে প্রতিহত হয়। তিন মিনিট পর দারুণ একটি সুযোগ নষ্ট হয় ইউনাইটেডের। গোলরক্ষককে এগিয়ে থাকতে দেখে তার ওপর দিয়ে শট নেন ব্রুনো ফার্নান্দেস, একটুর জন্য সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৭০তম মিনিটে তাদের সামনে দুর্ভাগ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় ডি-বক্সের বাঁ দিক থেকে ফার্নান্দেসের জোরাল শট ক্রসবার কাঁপায়। এর কিছুক্ষণ পরই বড় ধাক্কাটা খায় ইউনাইটেড। ৭৪তম মিনিটে মাঝমাঠে সতীর্থের পাস ধরে সবাইকে পেছনে ফেলে দৌড় দেন লুকমান, পেছন থেকে তাকে ফেলে দিয়ে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন লেনি ইয়োরো। ৭৯তম মিনিটে ইউনাইটেডের ঘুরে দাঁড়ানোর আশাও প্রায় শেষ করে দেন লুকমান। ডেভিডের শট গোলরক্ষক আটকালেও দলকে বিপদমুক্ত করতে পারেননি, আলগা বল ফাঁকায় পেয়ে অনায়াসে জালে ঠেলে দেন নাইজেরিয়ান উইঙ্গার লুকমান।

# ওলিসের লাল কার্ড, ৬ গোলের লড়াইয়ে বায়ার্নকে রুখে দিল ভাইকিং

**সংবাদ সংস্থা, স্টাভেনঞ্জার (নরওয়ে), ১৪ অক্টোবরঃ** ভাইকিংয়ের মাঠে মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রোমাঞ্চকর ম্যাচটি ৩-৩ গোলে ড্র হয়েছে। মাইকেল ওলিসে লাল কার্ড দেখায় দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কিছুটা সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়েছে বায়ার্নকে। দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় ভাইকিং। ৩৮-তম মিনিটে স্কোরলাইন ২-০ করে ফেলে তারা। ৫৪তম মিনিটে ব্যবধান কমান কেইন। পাঁচ মিনিট পর পেনাল্টি থেকে সমতা টানেন এই ইংলিশ তারকা। জোড়া গোলের সুবাদে ৩০ বছর বয়সে পা রাখার পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৪০ ম্যাচে কেইনের গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৩৬টি। প্রতিযোগিতাটিতে ত্রিশোর্ধ্ব বয়সে লিওনেল মেসির ৩৫ গোলের আগের রেকর্ডটি ছাড়িয়ে গেলেন তিনি। ৭১তম মিনিটে লুইস দিয়াসের গোলে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। এর মিনিট খানেক পরই, হাত দিয়ে প্রতিপক্ষের মুখে বল মেরে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন ওলিসে। আর ৯০তম মিনিটে হেডে গোল করে আয়োজকদের পয়েন্ট এনে দেন হেরমান হাউগেন। ২০১৮ সালে নরওয়ের দ্বিতীয় বিভাগে ছিল ভাইকিং। গত মরসুমে ৩৪ বছর পর নরওয়ের শীর্ষ লিগের শিরোপা জিতে ওই একই সময়ের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেরে ভাইকিং। প্রথম ম্যাচে স্টুটগার্টের মাঠে ৩-১ গোলে হেরে যায় তারা। এবার ঘরের মাঠে খেলতে নেমেই তারা রুখে দিল ছয়বারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন বায়ার্নকে।

# দিল্লিকে দুরমুশ করে রনজি শুরু বাংলার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানী, ১৪ অক্টোবরঃ** দিল্লিকে দুরমুশ করে রনজির প্রথম ম্যাচে জয় বাংলার। ৬ পয়েন্ট দিয়ে অভিযান শুরু লক্ষ্মীরতন শুক্লার দলের। ব্যাটে যেমন সুদীপ কুমার ঘরামি, অভিষেক পোড়েলরা সেঞ্চুরি করে কাজ সহজ দিলেন। তেমনই মহম্মদ শামি থেকে প্রদীপ্ত প্রামাণিক-আমির গনি, সফল গোটা বোলিং বিভাগ। শেষদিনে ১ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় ৮৯ রান তুলে নেয়। তবে ১০ উইকেটে ম্যাচ না জেতায় বোনাস-সহ ৭ পয়েন্ট এল না বাংলার ঘরে। গত কয়েক বছরে রনজির অন্যতম ধারাবাহিক দল হয়েও ট্রফি স্পর্শ করা হয়নি। এবার কি সেই স্বপ্নপূরণ হবে? আশায় বাংলার ক্রিকেটভক্তরা। বাংলার বোলারদের দাপটে এদিন দিল্লি গুটিয়ে যায় ২৭৭ রানে। বাংলার জন্য লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র ৮৯ রান। ম্যাচ জিততে কোনও সমস্যা হয়নি বাংলার ব্যাটারদের।

# দুর্বার বার্সেলোনার জয়রথ ছুটছেই

**ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আক্রমণে দাপট দেখাল বার্সেলোনা। আচমকা গোল হজমের ধাক্কা সামলে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন পেদ্রি, লামিন ইয়ামালরা। গালাতাসারাইকে উড়িয়ে মরসুমে শতভাগ জয়ের ধারা ধরে রাখল হান্সি ফ্লিকের দল।**

**সংবাদ সংস্থা, ইস্তানবুল, ১৪ অক্টোবরঃ** প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি ৪-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। বেত্রাকফের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, প্রথমার্ধেই সমতা টানেন জুয়াও কান্সেলো। দ্বিতীয়ার্ধে একে একে জালের দেখা পান ফের্মিন লোপেস, অ্যান্থনি গর্ডন ও কারিম আডেইয়েমি। নিজে গোল না পেলেও চমৎকার দুটি অ্যাসিস্ট করেন ইয়ামাল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুটি ও লা লিগায় আটটি, চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে প্রথম ১০ ম্যাচেই জিতল স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা। আর এই ১০ ম্যাচে তারা গোল করল মোট ৪৩টি! ইউরোপ সেরার মঞ্চে প্রথম ম্যাচে ফ্লিকের দল ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল ডাচ ক্লাব ফাইনর্টকে। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। গালাতাসারাইয়ের বিপক্ষে ৭১ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ২২ শট নিয়ে ১১টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। তুরস্কের দলটির পাঁচ শটের তিনটি লক্ষ্যে ছিল। শুরু থেকে যথারীতি বল দখলে রেখে খেলতে থাকে বার্সেলোনা। সপ্তম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় তারা। পেদ্রির থ্রু বল ধরে দানি ওলমোর শট এগিয়ে এসে রুখে দেন গোলরক্ষক। যদিও অফসাইডের পতাকা তোলেন লাইন্সম্যান। তবে রিপ্লেতে দেখা যায়, অনসাইডে ছিলেন ওলমো। ষোড়শ মিনিটে আরেকটি ভালো সুযোগ পায় বার্সেলোনা। পেদ্রির উঁচু করে বাড়ানো বল দারুণভাবে বুকে নামিয়ে নেন অ্যান্থনি গর্ডন, কিন্তু ঠিকমতো শট নিতে পারেননি এই

ইংলিশ উইঙ্গার, সহজেই আটকে দেন গোলরক্ষক। ২৪তম মিনিটে ইয়ামালের ক্রসে বক্সে ছুটে গিয়ে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ওলমো। খেলার ধারার বিপরীতে ২৮তম মিনিটে এগিয়ে যায় আয়োজকরা। গালাতাসারাইয়ের বক্সে গর্ডন পড়ে গেলে বার্সেলোনা পেনাল্টির আবেদন করলেও রেফারি সাড়া দেননি। পাল্টা আক্রমণে উঠে বাঁ দিক দিয়ে এগিয়ে গিয়ে খাফায়েল লেয়াও বল বাড়ান পেনাল্টি বক্সের মুখে। প্রথম স্পর্শে বেত্রাকফের শট বার্সেলোনা ডিফেন্ডার জুয়াও কান্সেলোর গায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। তিন মিনিট পরই আবার বার্সেলোনার জালে বল পাঠায় গালাতাসারাই। তবে এ যাত্রায় বেঁচে যায় স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা, ভিএআরের সাহায্যে অফসাইডের সঙ্কেত দেন রেফারি। ৪৩তম মিনিটে সমতায় ফেরে বার্সেলোনা। ডি-বক্সের মুখে প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জে ইয়ামাল পড়ে যাওয়ার পর আলগা বল পায়ের টোকায় বক্সে বাড়ান ওলমো, অফসাইড পজিশনে থাকা গর্ডন সরে গিয়ে সতীর্থের পথ পরিষ্কার রাখেন, আর চমৎকার কোনাকুনি শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার কান্সেলো। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে সুযোগ হারান গর্ডন। ওলমোর সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে বুটের বাইরের অংশ দিয়ে ক্রস করেন ইয়ামাল। গর্ডন দূরের পোস্টে ছুটে এলেও ছয় গজের কম দূরত্ব থেকে ভলি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। ৫০ থেকে ৫৩, চার মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ মুঠোয় নেয় বার্সেলোনা। দুটি গোলেই অ্যাসিস্ট করেন ইয়ামাল। প্রথমে তার ক্রসে ছয় গজ বক্সের মুখে হেডে দলকে এগিয়ে নেন লোপেস। এরপর পেদ্রির পাস ধরে ইয়ামাল বক্সে ঢুকে প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ডান দিকের বাইলাইনের কাছ থেকে বল বাড়ান গর্ডনকে। বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দুরূহ কোণ থেকে শটে জালে পাঠান ইংলিশ তারকা। বার্সেলোনার হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে অষ্টম ম্যাচে প্রথম গোল করার পরের ম্যাচেই দ্বিতীয়টি করলেন ২৫ বছর বয়সি ফুটবলার। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে টানা ছয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন তিনি। ৫৮তম মিনিটে ওলমো ও গর্ডনকে তুলে গাব্রিয়েল জেসুস ও আডেইয়েমিকে নামান বার্সেলোনা কোচ। মাঠে নামার সাত মিনিটের মধ্যেই জালের দেখা পান আডেইয়েমি। ইয়ামালের পাস জেসুস নিয়ন্ত্রণে নিতে ব্যর্থ হলে বক্সে বল পান জার্মান উইঙ্গার। নিচু শটে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। ৭৬তম মিনিটে আরেকটি সুযোগ পান আডেইয়েমি। এবার বাঁ দিক থেকে পাশের জালে বল মারেন তিনি। ৮৩তম মিনিটে ইয়ামালের পাস থেকে জেসুসের শট ফিরিয়ে ব্যবধান

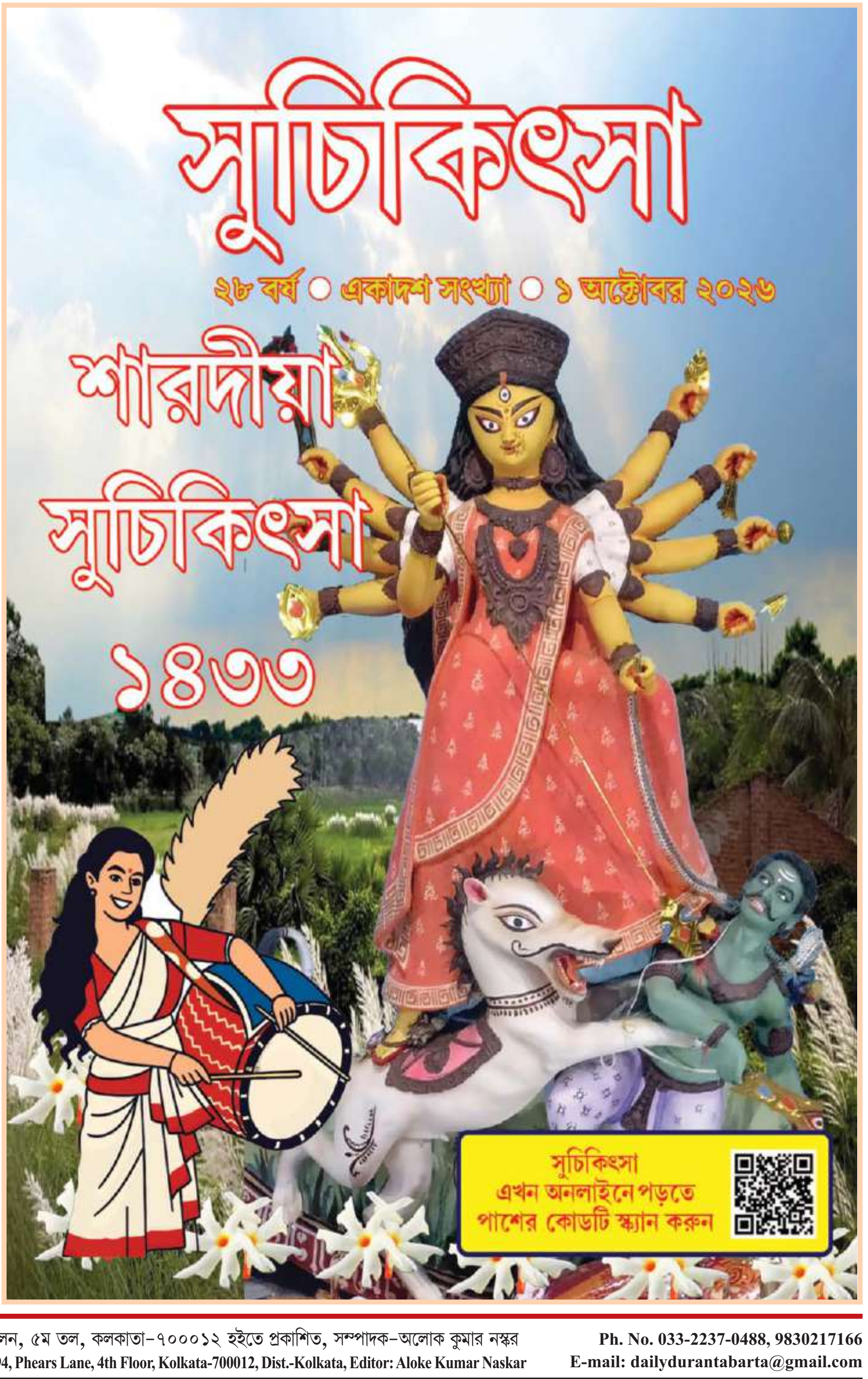


দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com